রাণা সঙ্গ।

শ্রীধূর্জ্জটি অধিকারী।

হাওড়া, ১৩২৩ সাল।

হিতবাদী ষ্টীম মেশিন যন্ত্র হইতে
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

"পিতরি প্রীতিমাপন্নে
প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

ভূমিকা।

রাণা সঙ্গের ঘটনা-বৈচিত্র্য-বহুল জীবনী নাটকের গণ্ডীতে আবদ্ধ করিতে গিয়া বিষম বিপদেই পড়িয়াছিলাম। যাহা হউক, কোন রকমে নাটকটি শেষ ত করিলাম। এখন, ভারতীর মন্দিরের পুরোহিতগণ এই দীনের ডালিটী গ্রহণ করিলে হয়!

নাট্যরথী ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল "তারাবাই" নাটকে সঙ্গের চিতোর-সিংহাসন লাভের পূর্ব্বকালটুকু বিষয়ীভূত করিয়া গিয়াছেন। চারণীর ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ সফলতার আলেখ্য আমি লোকসমাজের সম্মুখে প্রথম ধরিলাম। বহু ভ্রম-প্রমাদ রহিলেও গুণগ্রাহী সুধীবৃন্দ ক্ষুদ্র-বুদ্ধির সে দোষগুলি উপেক্ষা করিয়া রাজপুতনার একটা মহাবীরের কীর্ত্তিকাহিনী সানন্দে পাঠ করিবেন, আমি খুব আশা করি।

ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে বসিয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা প্রথমেই ক্ষুণ্ণ করিয়াছি বলিয়া যেন সকলে ক্ষুব্ধ না হন। সূর্য্যমল্লকে আমি সিংহাসন-লোভী-করি নাই; তাঁহাকে ভ্রাতৃভক্ত, ন্যায়পরায়ণ, মহাবীর রূপেই চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। রাণার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার যে সিংহাসন-লাভ উদ্দেশ্য ছিল, এমন কথা কি করিয়া বলিব? সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারীর জন্য যুদ্ধ করা অসঙ্গত হয় না ত—বিশেষতঃ যদি সেই উত্তরাধিকারী [illegible]ের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় হয়! মহাবীর পৃথ্বীকে আমি সোদর[illegible]গী

ভাবেই চিত্রিত করিয়াছি। সিংহাসনের কথা তাঁহা কোন মুহূর্ত্তেই উঁকি মারে নাই।

আর এক কথা, আমি গ্রন্থে রায়মল্লের সিংহাসন-প্রাপ্তি সম্বন্ধে একটা আজগুবি কথা লিখিয়া গিয়াছি। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন না সত্য—কিন্তু সূর্য্যমল্লের চরিত্র আমি যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছি, তাহাতে এরূপ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। অবশ্য তাঁহারা বলিতে পারেন যে সূর্য্যমল্লকে অন্যভাবে চিত্রিত করিলে নাট্যকারের মাথা কাটা যাইত না। হাঁ, একথা সত্য, কিন্তু মানুষের একটু না একটু দুর্ব্বলতা আছেই আছে। আমার ঐ একটু দুর্ব্বলতা; নূতনের দুর্ব্বলতা—সুতরাং সে মার্জ্জনা যাজ্ঞা করিতে পারে।

পরিশেষে বক্তব্য, আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্ শ্রীপাঁচুগোপাল মল্লিক মহাশয় এই নাটক প্রণয়নে আমাকে নানারকমে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি আজীবন কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কদমতলা, হাওড়া; } বিনীত

২রা বৈশাখ ১৩২৩। } গ্রন্থকার।

চরিত্রাবলী।

পুরুষগণ।

রায়মল্ল	মেবারের রাণা।
সূর্য্যমল	ঐ ভ্রাতা।
সঙ্গ	জ্যেষ্ঠ রাজকুমার।
পৃথ্বীরাজ	মধ্যম ”
জয়মল্ল	কনিষ্ঠ ”
শূরতান রাজ	রাজ্যভ্রষ্ট, মেবারের বনপ্রান্তে আশ্রিত।
সিলাইদি	মেবারের সামন্ত রাজা (বাইমান অধিপতি)
দক্ষজী (ছদ্মবেশী)	ঐ অনুচর।
প্রভুরাও	রায়মল্লের জামতা।
করমচাঁদ	শ্রীনগরের বনবাসী (সঙ্গের শ্বশুর)
জগমল	ঐ পুত্র।
জয়সিংহ বলীয়	জনৈক সামন্ত, পরে সঙ্গের প্রধান সেনাপতি।
ইব্রাহিম লোদি	দিল্লীশ্বর।
বাবর (শাহ)	কাবুল অধিপতি পরে দিল্লীশ্বর।
হুমায়ুন	ঐ পুত্র।
মির্জ্জা আজিজ	ঐ সেনাপতি।
রঘুয়া	শূরতান রাজের অনুগত ভীল সর্দ্দার।

সামন্তগণ, মন্ত্রী, সর্দ্দার, রাজপুত সৈনিকগণ, মোগল সৈনিকগণ, পাঠান সেনানীগণ, মোগল সৈনিক, মালবদূত, মোগলদূত, ফকির প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

তারাবাই	শূরতান-রাজকন্যা।
পার্ব্বতী	দক্ষজীর কন্যা।
করুণাবতী	করমচাঁদরাওএর কন্যা (সঙ্গের পত্নী)।
ললিতা	রায়মল্লের কন্যা।

সখিগণ, বাইজিগণ, রাজপুত রমণীগণ ইত্যাদি।

রাণা সঙ্গ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাণা রায়মল্লের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান। কাল—অপরাহ্ন।

দক্ষজী ও জয়মল্ল।

জয়। আমরা এই বেদীটার উপর বসবো। তোমাকে যে স্থানটী এইমাত্র দেখালুম, সেখান থেকে এই বেদী খুব পরিষ্কার দেখা যায়। তুমি যাও, প্রস্তুত হও গে'। এই পরিচ্ছদ নাও।

দক্ষ। যে আজ্ঞে—

জয়। যাও, আর অপেক্ষা করো না। মহারাজের এখানে আসবার সময় উপস্থিত; এই পরিচ্ছদে অঙ্গ আবৃত করে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা কর গে'।

দক্ষ। যদি যুবরাজের দৃষ্টি-বিভ্রম বা বিলম্ব ঘটে, তাহ'লে?

জয়। তাহ'লে একটা প্রাণি-হত্যা হবে, এই ত'? সে প্রাণী থাকলেই কি আর গেলেই কি! কিন্তু ভয় নেই—তাকে হত্যা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং তাকে এখনো কিছুদিন এ দুনিয়ায় রাখতে পারলেই আমার পক্ষে মঙ্গল। তুমি যাও, বিলম্ব করো না।

দক্ষ। যুবরাজ!

জয় । দেখ, ইতস্ততঃ করো না । ভাবো কি জীবন যাপন করছ ; এক মুষ্টি অন্নের জন্য কার দাসত্ব করছ । সেই শয়তান, তোমার চক্ষের সম্মুখে, তোমার সাধ্বী স্ত্রীর নারীধর্ম্মে আঘাত ক'রে, তাকে হত্যা করেছিল । স্মরণ করো সেই মুহুর্ত্তগুলো, তারপর যদি ইচ্ছা হয়, আমার আদেশ পালনে অসম্মত হ'য়ো । রাজার অনিষ্ট আশঙ্কা করছ—কিন্তু তিনি তোমার কি করেছিলেন, যখন তুমি তোমার ভগ্ন হৃদয় তাঁর সিংহাসন-তলে রেখে বিচার প্রার্থনা করেছিলে ? অপমান, নির্য্যাতনের চূড়ান্ত ক'রে, শেষে পাদুকা প্রহার করে সেনাপতি সূর্য্যমল্ল তোমাকে তাঁর কক্ষ হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন । সে সব কথা তুমি কি ভুলে গেছ ? এই আট বৎসরে তোমার বক্ষের সে গভীর ক্ষত কি একেবারে শুকিয়ে গেছে ? রাজপুত ! লুপ্ত মর্য্যাদা সগর্ব্বে জাগিয়ে তোলবার কণামাত্র আশা যদি হৃদয়ে পোষণ কর, তাহ'লে এখনি আমার পরামর্শ মত কার্য্য কর । আজ আমার এই কার্য্যটা শেষ ক'রে দাও, বিনিময়ে আমি তোমাকে, তোমার প্রতিহিংসা-গ্রহণে সহায়তা ক'রে, অতুল সুখের অধিকারী করব ।

দক্ষ । আমি এখনি যাচ্ছি কুমার ।

জয় । যাও ; ধীর মস্তিষ্কে, দৃঢ়হস্তে লক্ষ্য স্থির করো গে' । সামান্য চাঞ্চল্যেও আমাদের সঙ্কল্প পণ্ড হ'য়ে যেতে পারে । (দক্ষজীর প্রস্থান) চাণক্যের বুদ্ধি আর বিশ্বামিত্রের সাধনা একত্র হ'লে পৃথিবীর সিংহাসন জয় করতে পারে, এই মেবারের মঞ্চ ত' সামান্য কথা ! (রায়মল্লের প্রবেশ ।)

রায় । তুমি একা যে, আর সব কোথায় গেল ?

জয় । বোধ হয় পিতৃব্যের সঙ্গে আছেন ।

...র্য্যের সঙ্গে ? না, সে সম্প্রতি রোগমুক্ত হয়েছে ; এখনও দুর্ব্বল। সে আজ উদ্যানে আসে নি ত। (উপবেশন)।

জয়। আমি তাঁকে এই কিছুক্ষণ আগে উদ্যানে দেখেছি।

রায়। তাহ'লে সে এখনি আসবে। আহা ভাই আমার ! জগদীশ্বর তা'কে দীর্ঘ জীবন দান করুন। তুমি জান না জয়মল, সে আমার কত প্রিয়।

জয়। আমাদের ইতিহাস ভ্রাতৃত্ব-গৌরবে চিরদিনই মহিমান্বিত।

রায়। ভাই—ভাই—আহা বিধাতার কি মহান্ সৃষ্টি—ঐ দুটী কথায় কি সুধার উদ্বেল প্রবাহ! আমার প্রথম যৌবনে, যেদিন এই সিংহাসনের জন্য সূর্য্যমল্লের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলাম, সেদিন এই ভ্রাতৃস্নেহের, এই অমরার অমৃতের অস্তিত্বও জানতাম না। পাঠান-বল-দৃপ্ত সূর্য্যমল্লের সঙ্গে যুদ্ধ করবার একটা উন্মাদ উত্তেজনায়, আমার দেহমন পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। তারপর যুদ্ধে হতবল হ'য়ে পরাজয়ের গভীর গহ্বরের পানে যখন সবেমাত্র পা বাড়িয়েছি—সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে, সেই ভয়ঙ্কর পতন হ'তে আমাকে কে রক্ষা করেছিল জানিস জয়মল ? রাজভক্ত, দেশভক্ত মেবারের অষ্টাদশ সহস্র বীর বক্ষ-রক্ত-দানেও যা রক্ষা করতে পারে নি—সেই অতুল, অত্যুন্নত চিতোরের সনাতন গৌরব—কে রক্ষা করেছিল জানিস ?—সূর্য্যমল্ল !

জয়। কেমন করে পিতা ?

রায়। মেবারের প্রান্তর যখন আমার স্বগণে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল, যখন আমার পার্শ্বে দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবার আর কেউ রইল না, তখন আমি একাই শত্রুব্যূহের পানে অশ্ব ছুটিয়ে দিলাম। নিবারণ করবার যারা ছিল, তারা আমায় উন্মাদ ভেবে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো; আমি দৃকপাত না করে সবেগে অশ্বচালনা করলাম।

জয়। তার পর ?

রায়। শত্রুদল তখন যুদ্ধজয়ের আনন্দে নৃত্যগী... ছিল। ভাবলাম এই সুযোগ ; অশ্ব হ'তে অবতরণ ক'রে, সূর্য্যমল্লের ... অনুসন্ধানে একটা বস্ত্রাবাসের দিকে ছুটলাম; কিন্তু মধ্যপথে বাধা পেলাম ;—এক শস্ত্রপানি দীর্ঘদেহ পুরুষ আমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালে। তরবারী আস্ফালন ক'রে, রুক্ষস্বরে তা'কে পথ ছেড়ে দিতে বললুম—সে শুধু দু'পদ পেছিয়ে গেল। তারপর তা'র তরবারিটা আমার পায়ের কাছে ছুড়ে ফেলে দিয়ে, ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে 'দাদা! দাদা! আমাকে ক্ষমা কর, আমি না জেনে অপরাধ করেছি।'

জয়। বিশেষত্বে ভরা !—তারপর ?

রায়। তারপর সেই মুক্ত আকাশের তলে, সেই অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে আমরা দুই ভাই একপ্রাণে মিশে গেলাম। তারপর, মধ্যরাত্রে সূর্য্যমল্ল নিজের সৈন্যসমূহ এমন ভাবে পরিচালিত করলে যে পাঠানের দল—যারা সূর্য্যমল্লকে সাহায্য করতে এসেছিল—তারা আল্লার নাম নিয়ে মেবার পরিত্যাগ করলে। সেই হ'তে আর তারা মেবারে পদার্পণ করে নি।

জয়। হায় সেকাল! কালে আরও কত পরিবর্ত্তন হবে কে জানে! নাম কেনবার জন্য লোকে কত কি করছে, তা'র ইয়ত্তা নেই।

রায়। নাম ?—না জয়মল, সে নামের জন্য একাজ করে নি। নামের জন্য কেউ সিংহাসন ত্যাগ করে না।

জয়। তবে পিতৃব্যের সে আচরণের কি প্রয়োজন ছিল পিতা ?

রায়। আমি যে তা'র ভাই জয়মল!

(সহসা একটা বর্শা রাণার পদতলে পড়িল।)

সর্ব্বনাশ! সাবধান হন পিতা। (রাণার সম্মুখে আ... দাঁড়াইল; সেই মুহূর্ত্তে আর একটী বর্ষা জয়মল্লের ঢালের উপর পতিত হইল) ঐ যে গুপ্তঘাতক! ঐ যে পাপিষ্ঠ পালাচ্চে। কোথা যাবি শয়তান, তোকে এখনি বন্দী করব। (প্রস্থানোদ্যত)

রায়। (জয়মল্লের হাত ধরিয়া) যেও না। যা দেখলাম তা' যদি সত্য হয়, পৃথিবীর ধ্বংসের কাল সমুপস্থিত। (ভূপতিত বর্ষা-ফলক তুলিয়া লইয়া) এ যদি সত্য হয়, এই বর্ষাফলক আমি স্বহস্তে আপনবক্ষে বসিয়ে দেবো। এ যদি সত্য হয়—না, না, ধৈর্য্য হারাব না, ধৈর্য্য হারাব না! জয়মল, দেখ ত, এই বর্ষাফলকে কার নাম অঙ্কিত রয়েছে।

জয়। সূর্য্যমল্ল।

রায়। চাতুরী! চাতুরী! নিশ্চয় কেউ সূর্য্যের পরিচ্ছদে সজ্জিত হ'য়ে এসে, সূর্য্যের অস্ত্র ব্যবহার ক'রে, আমাকে প্রতারিত ক'রে গেল। যাও জয়মল্ল, তাকে বন্দী ক'রে নিয়ে এসো, আমি তাকে কুক্কুরের মুখে নিক্ষেপ করব,—তাকে এমন শাস্তি দেব, পৃথিবীর কোন রাজা কোন অপরাধীকে এ পর্য্যন্ত তেমন শাস্তি দেয় নি।

জয়। অন্তঃপুরস্থ এ উদ্যানে একটা দেহ-রক্ষীরও প্রবেশের অনুমতি নাই; এখানে আর কে আসবে পিতা?

রায়। জয়মল! জয়মল! দোহাই তোর; আমার সযত্নে পোষিত ভ্রাতৃস্নেহের ভিত্তিটাকে এমন করে টলিয়ে দিস নে। বল্, এ যা' দেখলুম, ভূল। বল্ তুই, সূর্য্য কখনও একাজ করতে পারে না। ঈশ্বর! আমায় বৃদ্ধবয়সে শান্তিহারা ক'র না।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যানের অপর পার্শ্ব। কাল—অপরাহ্ণ।

সূর্য্যমল্ল ও সঙ্গের প্রবেশ।

সূর্য্য। বহিঃশত্রুর প্রবেশ পথগুলো আয়ত্তে না এনে দিল্লীর সিংহাসনে বসা সুখের স্বপ্ন দেখা মাত্র। উপর্য্যুপরি এই যে এতগুলো মোগলদস্যু তাদের হত্যা ও লুণ্ঠনের রক্তাক্ত শকট হিন্দুস্থানের সুখসুপ্ত বক্ষের উপর দিয়ে চালিয়ে গেল, কেউ তার প্রতিরোধ করতে চেষ্টা পেয়েছিল কি? তুমি দেখো সঙ্গ, এই মোগলই দিল্লীর ভাবী অধিপতি হবে। লুণ্ঠন করতে এসেছিল তারা, দেশজয় করতে আসেনি; এবার যে আসবে সে অন্য কোন ধনরত্ন না নিয়ে অমূল্য স্বাধীনতাধন কেড়ে নেবে।

সঙ্গ। কি মজার দেশ এই হিন্দুস্থান! যে ইচ্ছা করে, সেই জয় করে—শুধু তার নিজের অধিবাসীরা ছাড়া! এমন তার সামর্থ্য নেই যে নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখে। এ কি রকম জানেন পিতৃব্য? সেই পা বলে আমি আর চলবো না, হাত বলে আহার মুখে তুলে দেব না, মুখ বলে চর্ব্বণ করব না—গল্পটার মত। এমন মূর্খের দেশ পৃথিবীতে আর আছে কি?

সূ। কিন্তু এমন চিরদিন ছিল না বৎস। এই দেশ একদিন সারা বিশ্বে জ্ঞানালোক ছড়িয়ে এসেছে। এই দেশ—ধর্ম্ম আর বিজ্ঞান যেখানে সহোদর ভায়ের মত, একে অপরের পরিপুষ্টি সাধন করে,—জাতিভেদ যেখানে হাতের পাঁচটা অঙ্গুলির মত,

উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করে—এ যে কেন এমন হয় তা ঈশ্বর জানেন।

(বেগে দক্ষজীর প্রবেশ ও উভয়কে দেখিয়া সচকিতে অবস্থান।)

(পশ্চাৎ পৃথ্বীর প্রবেশ)

পৃথ্বী। বন্দী করুন পিতৃব্য—অন্তঃপুরের উদ্যানে প্রবেশ করেছে।

স্থ। কে তুমি? সত্য বল।

দক্ষ। একজন সৈনিক মাত্র।

স্থ। কার অধীন সৈনিক তুমি?

দক্ষ। বাইমান-অধিপতি সিলাইদির অধীন সৈনিক।

স্থ। মেবারী হ'য়ে মহারাণার মর্য্যাদাকে তুচ্ছ কর? কা'র অনুমতি ল'য়ে উদ্যানে প্রবেশ ক'রেছ?

দক্ষ। অনুমতি? অনুমতির অপেক্ষা করি নি'। আমি আমার কন্যার অন্বেষণে এসেছিলাম।

স্থ। রাজ-অন্তঃপুরে তোমার কন্যা?

দক্ষ। হাঁ, রাজ-অন্তঃপুরে আমার কন্যা। ইহলোকে তা'র সৌন্দর্য্যের তুলনা নেই। মেবারের ঈশ্বরী হ'বার যোগ্যা সে, কিন্তু ঈশ্বরের কি সুবিচার—সে রাজ-অন্তঃপুরের একটা সামান্য দাসী মাত্র!

সঙ্গ। উন্মাদ না কি?

দক্ষ। উন্মাদ বই কি যুবরাজ! একটা সামান্য সৈনিককন্যার, একটা উচ্ছিষ্ট-ভোজিনীর কি উচিত অতটা সুন্দরী হওয়া? যাক্—কন্যার সন্ধানে এসে পিতা লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যাচ্চে—তার অপরাধ সে আপন কন্যাকে দেখবার অনুমতি গ্রহণ করে নি'। যুবরাজ! এই সুখ-ঐশ্বর্য্যের সীমারেখার বাইরে একটু চেয়ে দেখুন দেখি—সেথা [illegible] ভোগ করতে

হয়? না মেবারী মেবারীর অন্দরে প্রবেশ ক'রে এতটা ...খানি লাভ করে? মর্য্যাদা শুধু ঐশ্বর্য্যের, না? যে গরিব,—আকাশ যা'র গৃহের ছাদ, ভূমি যার গৃহতল, বাতাস যা'র গৃহের প্রাচীর, ঈশ্বর বুঝি তাকে মর্য্যাদাহীন ক'রে জগতে পাঠিয়েছেন? কই, আমাদের অন্দরে প্রবেশ করবার সময় কেউ ত অনুমতির অপেক্ষা করে না! সংকীর্ণ-বসনা আমাদের স্ত্রীকন্যাদের সঙ্কুচিতা লাজনম্রা দেখে কারুর ত দয়া হয় না! তাদের ক্ষুব্ধ সম্মান যখন শোকের করুণ-গীতিতে বাতাসকে পর্য্যন্ত নিথর ক'রে দেয়, তখন তা'দের নারী-মর্য্যাদায় কলঙ্কের ছাপ লাগিয়ে দিতে কেউত কুণ্ঠিত হয় না! তা'রা যে গরীব—অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল; তা'রা যে ব্যভিচার, হত্যা, লুণ্ঠন অঙ্গের ভূষণ করতে পারে না; তা'রা যে ধর্ম্মছাড়া আর কিছুই জানে না—ওঃ।

স। পৃথ্বী! ওকে উদ্যানের বাইরে রেখে এস।

পৃথ্বী। আমার সঙ্গে এস। দরবারে তোমার প্রার্থনা জানিও। এ রকম অন্যায় কাজ আর ক'রো না।

সঙ্গ। দাঁড়াও; তোমার কন্যার নাম কি?

দক্ষ। পার্ব্বতী।

সঙ্গ। পিতৃব্য! এখানে যদি পার্ব্বতীকে আনা হয়, আপনার কোন বাধা আছে কি? আমিই সে অনাথাকে সেদিন মৃত্যুর গ্রাস হ'তে রক্ষা করেছিলাম। অন্নহীনা, বাসহীনা, আত্মীয়হীনা সে বালিকাকে আমি সেদিন ভীলপল্লীর ধূলি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি। আমি জানিতে চাই, এ ব্যক্তি তার পিতা কি না। আর যদি এর কথাই সত্য হয়, তাহলে আমি জানতে চাই, সামর্থ্যবান হ'য়ে কেন এ ব্যক্তি কন্যাকে পরিত্যাগ করে।

দক্ষ। তার পূর্ব্বে আমি জানতে চাই, যদি সে আমার কন্যা হয়, আমি তার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পাব কি না।

পার্ব্বতীর প্রবেশ।

পার্ব্ব। তুমি কি তার উপায় রেখেছ বাবা

দক্ষ। কেন মা একথা বলছিস?

পা। তুমিই বলো কেন এ কথা বলছি। বাবা! তোমার অবস্থা দেখে দুঃখে ঘৃণায় আমার মাটীতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আট বৎসর পরে আজ তোমায় প্রথম দেখে প্রাণ আমার পুলকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ব্যাকুল আগ্রহে তোমার বক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমার মুর্ত্তি দেখে হতভাগিনীর মনের সাধ মনেই মিশিয়ে গেল।

দক্ষ। পার্ব্বতী! পার্ব্বতী! কি বলছিস?

পা। বাবা! আমার সঙ্গে ছলনা করো না—আমি দেখেছি, সব জানি। আমার জননী গেছে, কিন্তু জন্মভূমি আছে। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরিয়সী। আমি জন্মভূমির কল্যাণের জন্য পিতাকেও শত্রু করতে পারি! রাজপুত তুমি, মেবারী তুমি—কিন্তু ছিঃ! মেবারী বলে পরিচয় দেবার জন্য তুমি কিছুই রাখনি—তুমি আমার জন্মভূমির অযোগ্য সন্তান! (প্রস্থান)

সু। পৃথ্বী, ওকে বন্দী কর।

জয়মল্লের প্রবেশ।

জয়। কখনই না। জয়মল্ল বর্ত্তমানে এর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই। দক্ষজী। চলে যাও।

পৃথ্বী। পিতৃব্য! আমরা কি তবে এ রাজ্যের কেউ নই? আপনার আদেশ কি এতই মূল্যহীন যে জয়মল্ল তার প্রতিবাদ করে?

স্থ। বন্দী করো পৃথ্বী। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি এই শিশুর স্পর্দ্ধা দেখে।

পৃ। (দক্ষজীর প্রতি) অস্ত্র ত্যাগ কর।

জয়। সাবধান, জয়মল্ল তরবারির সাহায্যে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে।

সঙ্গ। কি করছ জয়মল? তুমি কি উন্মাদ হয়েছ? পিতা পর্য্যন্ত যাঁর সম্মতি গ্রহণ না ক'রে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না, তাঁর সম্মুখে এ কি বেয়াদবী দেখাচ্ছ? এই ব্যক্তিকে বন্দী করা আশু প্রয়োজন, মেবারের শত্রু এ। তুমি আর বাধা দিও না।

জয়। এ উদ্যান রক্ষার ভার আমার উপর অর্পিত। আমি এ উদ্যানের মধ্যে কাকেও এর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে দেবো না— এ আমার স্থির প্রতিজ্ঞা।

স্থ। রাজকার্য্য তোমার মত শিশুর খেয়াল তৃপ্তির জন্য বাধা পেতে পারে না। আরও অবাধ্যতা দেখালে তোমায় বেত্রাঘাত করবো।

জয়। তবে এসো দক্ষজী, তরবারির সাহায্যে পথ পরিষ্কার করি।

(উভয়ে তরবারি খুলিল)

সঙ্গ। জয়মল্ল! জয়মল্ল! কি কর। পৃথ্বী! অস্ত্র ফেলে দাও। তুমি ত নির্ব্বোধ নও, তুমি কেন অস্ত্র বার করছ? পিতৃব্য! এখনি কি অনর্থ ঘটবে, আপনি নিবারণ করুন। ভায়ে

ভায়ে যুদ্ধ—আমাদের বংশে, তাও আবার এই অপরিচিত দুর্জ্জনের সম্মুখে !

স্থ। এ আমি কি দেখছি ! আমি জীবিত, আর আমার মর্য্যাদা-শতদলের পাপড়িগুলো একটা শিশুর পদতলে দলিত হচ্ছে ! অথচ এখনও স্বয়ং রাণা আমার অনুরোধগুলি আদেশ ব'লে মনে করেন। এখনও আমার আদেশে বিংশতি সহস্র তরবারি একসঙ্গে ঝলসে ওঠে।

জয়। চলে এস দক্ষজী।

পৃথ্বী। (পথ আগুলিয়া) হুসিয়ার।

স্থ। কাজ নেই পৃথ্বী—ছেড়ে দাও। সুর্য্যমল্লের ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ সম্মান ওকে বন্দী করলে আর ফিরবে না। রাজসংসারের মর্য্যাদা স্বয়ং রাজপুত্রই যদি নষ্ট করেন, আমার বাধা দেবার কোন প্রয়োজন নেই। (জয়মল্ল ও দক্ষজী চলিয়া গেল,)

স্থ। (চিন্তার পরে, স্বগত) অথচ এমন দিন গিয়েছে, যেদিন ইচ্ছা করলে—যাক্। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কিছুই ঠিক করতে পারছি না। এই পরিণাম ! আমার প্রাণঢালা সাধনার এই সিদ্ধি !

(প্রস্থান)

সঙ্গ। আশ্চর্য্য এই জয়মল্লের স্পর্দ্ধা !

পৃ। আশ্চর্য্য ! (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

চিতোর দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ । কাল—রাত্রি ।

(রাণা রায়মল্ল মুক্ত বাতায়নের পানে চাহিয়াছিলেন । সূর্য্যমল্লের প্রবেশ ।)

সূর্য্য । দাদা !

রায় । কে—সূর্য্য ! তুমি ?

সূ । চমকে উঠলেন কেন দাদা !

রায় । (স্বগত) 'দা-দা'—এখনও 'দাদা' ! (বহ্নবল দৃষ্টিতে সূর্য্যমল্লের পানে চাহিয়া রহিলেন) ।

সূ । আপনি কি অসুস্থ ? কি হয়েছে দাদা ? বৈদ্য ডাকব ?

রা । (স্বগত) এও কপটতা ? এই ব্যাকুল কম্পিত স্বর এও কি একটা ভাণ ?

সূ । দাদা—কথা ক'ন ।

রা । সূর্য্য !

সূ । কেন দাদা ?

রা । দেখ, দেখ কেমন জ্যোৎস্নাময়ী সুন্দরধরণী ! শৈলশীর্ষে, উপত্যকায় কেমন ফুলের মেলা ! পবনের হিল্লোলে কি মধুগন্ধ ' দেখ, কুটীরে কুটীরে, কি আনন্দ-কলরব, মন্দিরে মন্দিরে কি একাগ্রভক্তির নীরব বন্যা ! তোমার মনে পড়ে সূর্য্য এমনই এক অতীত সন্ধ্যার কথা ? আমার মনে পড়ে । আজ সেই সন্ধ্যা ফিরে এসেছে—সেই পূর্ণিমা—যেদিন আমার অভিষেক হয়েছিল । দেখ কত যত্ন করে তোমার রাজ্যকে শান্তির অঙ্কে শয়ান রেখেছি । দেখ

বে. .া এখনও তেমনি আনন্দ করে—নাচে, গায় ; চাঁদ তেমনই হাসে ফুল তেমনি ফোটে। দেখছ ?

সূ। আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন দাদা, মেবার আরও সুখী হবে।

রা। রাজকোষে যথেষ্ট অর্থ রয়েছে, সৈন্য সমূহ ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ। সব তেমনি আছে, কেবল আমিই বৃদ্ধ হয়েছি। দেখ, আমার মাংস লোল, চক্ষু জ্যোতিঃহীন, তরবারী তুলতে গেলে হাত কাঁপে। রাজদণ্ড কি এ দুর্ব্বলের হাতে আর শোভা পায় ? মস্তিষ্ক আমার অতি দুর্ব্বল, সে আর ভার বহন করতে পারে না। ভাই ! এতদিন তোমার দত্ত ভার আদরে বহন করে এসেছি, (সূর্য্যের দুটী হাত ধরিয়া, নিতান্ত কাতরভাবে) এবার আমায় ছুটী দাও।

সূ। ভবানী ! মেবারের আকাশে একি ঘনঘটার সমাবেশ করছ মা ? এ সব ত শুধু একটা খেয়াল নয়, এর ভেতর একটা কিছু আছে ! কি সে রহস্য, আমায় কে বলে দেবে ? (প্রকাশ্যে) দাদা, আমি জীবিত, এখনো আমার এ বাহু দুর্ব্বল হয় নি ; তবে আপনার এ উৎকণ্ঠার কারণ কি ? দেশ শত্রুশূন্য, দিল্লী নিজের ভার নিজেই বহন করতে পারে না, তবে সহসা এ দুর্ব্বলতা আপনার মত বীরকে অভিভূত করলে কেন ? মুছে ফেলে দিন এ দুর্ব্বলতা আপনার হৃদয় থেকে। এ দুর্ব্বলতা আপনাকে সাজে না।

রা। আর যে তা হয় না ভাই ! কুসুমের যখন গন্ধ ফুরিয়ে যায়, তখন সে আর কি ফুটে থাকে ?—আপনা আপনিই ঝরে যায়। বুঝতে পাচ্চি আমি কত দুর্ব্বল ; বুঝেও আর কি পারি ? রোগী যখন বুঝতে পারে যে সে আর বাঁচবে না, তখন সে শীঘ্র শীঘ্রই মরণের পথে অগ্রসর হয়। সূর্য্য ! আমি তীর্থে যাব, আমায় ছুটী দাও।

স্থ। দাদা! আমার এতদিনের আশা এমন করে নষ্ট করে দেবেন না। এতদিনের ঐকান্তিক চেষ্টায় মেবারকে যেরূপ ক্ষমতাশালী করেছি, এখনকার ভারতবর্ষে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে, এমন কেউ নেই। দিল্লী শক্তিহীন, দেশ পাঠানের অত্যাচারে বিদ্রোহভাবাপন্ন। দস্যুর আক্রমণে ধনশালী প্রদেশসমূহ নিঃসম্বল! এই মহাসুযোগে যদি আমাদের পরাক্রম বজ্রগর্জ্জনে দিল্লীর শিররে পতিত হয়, তাহলে আর্য্যাবর্ত্ত আবার হিন্দুর শাসন-গৌরবে অলঙ্কৃত হয়ে ওঠে।

রা। হায় অন্ধ! বাহিরের শত্রু জয় করতে বলছ—আর আমার অন্তঃপুর যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে! অপরিচিতের মস্তকে খড়্গাঘাত করব, আর আমার চিরপরিচিত যে বক্ষের উপর ছুরী ধরেছে! রাজপুত্রদের লক্ষ্য করেছ? চক্ষে তাঁদের ভ্রাতৃস্নেহের বিমলজ্যোতিঃ একদিনও দেখি নি'—কেউ কারো উপর সন্তুষ্ট নয়! নিমেষের মধ্যে মেবারের এ কি পরিবর্ত্তন হয়ে গেল! কোন্ শয়তান তার যাদুদণ্ডের আন্দোলনে আমার সোণার রাজ্য বিষময় করে দিয়ে গেল! আর সূর্য্য! নিষ্ঠুর সূর্য্য! আমায় এই বৃদ্ধ বয়সে শান্তিহারা করে তোমার কি লাভ হ'ল? এ সম্পদ ত তোমারই দেওয়া জিনিস। তুমি কেন আমার নিকট চেয়ে নিলে না? কে তোমার রবি-করোজ্জ্বল হৃদয়ে নরকের কালিমা ঢেলে দিলে? তুমি কেমন করে ভুলে গেলে যে রায়মল্ল তোমার ভাই!

স্থ। মহারাণা! মহারাণা! কি বলছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—আমায় স্পষ্ট করে বলুন কি হয়েছে। (নতজানু হইয়া) দাদা!—আমি কিছু জানি না, দোহাই আপনার, সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করুন—অভিমানে সর্ব্বনাশ করে বসবেন না।

রা। (সূর্য্যকে উঠাইয়া) সত্যই তুমি কিছু জান না? তবে কে সে শয়তান আমায় এমন ভাবে প্রতারিত করলে? (বক্ষবন্ধের নিম্ন হইতে বর্ষাফলক বাহির করিয়া) এই দেখ, চিনতে পার এ বর্ষা?

সূ। এ ত আমারই দাদা!

রা। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে আর কিসের স্মৃতি জড়িত আছে বল দেখি। মনে পড়ে আমাদের মৃগয়া-কাহিনী? সেই যেদিন স্বদল-বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা দুই ভাই ভীষণ ব্যাঘ্র-গহ্বরে উপনীত হই—তোমার এই বর্ষার একটা আঘাতে ভীষণ শার্দ্দুলকে পাতিত করে তুমি আমাকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হতে রক্ষা করেছিলে। আমি বলেছিলাম 'সূর্য্য! এ বর্ষা ব্যাঘ্রের বক্ষ থেকে তুলে নাও; সযত্নে তোমার অস্ত্রাগারে রক্ষা কর'—মনে পড়ে?

সূ। মনে পড়ে।

রা। এই অস্ত্র—যা' একদিন আমাকে জীবনদান করেছিল, তাই আমাকে হত্যা করতে এসেছিল। যাও, অনুসন্ধান কর—কে সেই গুপ্তঘাতক, অন্তঃপুরে প্রবেশ করে রাজরক্ত পান করতে চায়। কে তোমার অস্ত্রাগারে প্রবেশ করেছিল, সন্ধান কর। শুধু হত্যা তার উদ্দেশ্য নয়, এই অস্ত্র ব্যবহার করে সে জানাতে চায় যে সূর্য্যমল্ল এই নৃশংস কার্য্যে জড়িত আছে। তোমায় সন্দেহ করেছিলাম ব'লে দুঃখিত হয়ো না ভাই। আমার আর কোন উপায় ছিল না। উদ্যানের চারিপার্শ্বে তোমারই বিশ্বস্ত সেনা; আর জয়মল্ল শুধু নামে মাত্র তার অধ্যক্ষ। এ অবস্থায় আমার সন্দেহের লোক প্রথমতঃ তুমি, তার পর জয়মল্ল। জয়মল্ল আমার সঙ্গে ছিল, সুতরাং তোমারই উপর আস্থা হারিয়েছিলাম। আমার এ ভ্রমের

জন্য আমায় ক্ষমা কর ভাই; (নতজানু হইয়া) আমায় ক্ষমা কর ভাই!

স্ব। দাদা! দাদা! (উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন।) অপেক্ষা করুন, ধৈর্য্য ধরুন! সে চক্রান্তকারীদের কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বন্দী করব।

রা। তাই কর ভাই। যত শীঘ্র পার তা'দের বন্দী কর। আমি সেই হতভাগাদের মৃত্যুর ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি। তাদের এমন নিষ্ঠুর দণ্ড দেবো—যা তোমরা কল্পনাতেও আনতে পারবে না।

স্ব। যান্ দাদা শয়ন করুন গে। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত-প্রায়।

(উভয়ের ভিন্ন দিকে প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

পর্ব্বত-ভূমি। কাল—অপরাহ্ণ।

(একটী গুহাদ্বারে উপলখণ্ডের উপর বসিয়া চারণী বীণা বাজাইতেছিলেন। সম্মুখে একটী ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তৃত ছিল। সঙ্গ, পৃথ্বী ও জয়মল্ল আসিয়া চারণীকে প্রণাম করিলেন।)

চারণী। বস বৎসগণ! (সঙ্গ ব্যাঘ্র-চর্ম্মের উপর বসিলেন। জয়মল্ল ও পৃথ্বী একটী উপলখণ্ড অধিকার করিলেন।) মেবারের ভবিষ্যৎ গৌরব-স্তম্ভ তোমরা অটুট অক্ষয় হও। কি অভিপ্রায়ে এখানে এসেছ বৎসগণ!

জয়। ভবিষ্যৎ গণনার্থে।

চা। কার ভবিষ্যৎ বৎস?

জয়। এই তিন রাজপুত্রের।

চা। আচ্ছা গণনা করছি, কিন্তু তার পূর্ব্বে একটা গান শোন। ও কে? সেনাপতি? (সূর্য্যমল্লের প্রবেশ) দীনার আবাস গৌরবান্বিত হ'ল। বস বৎস।

(সূর্য্যমল্ল সঙ্গের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন ;

চারণীর গীত।

ভ্রান্ত মানব দুঃখ দেখে, অনন্ত সুখ মাঝারে।
দশদিক রহে আলোকে উজলি, আঁখি তবু আঁধারে।
মন বলে—"চেয়ে দেখ"
তবু আঁখি চাহে নাক'
বলে "অন্ধ আমি, বঞ্চিত গো"—কে বুঝাবে তাহারে।

বহে বারি নিরমল
উছলিত জলদল
কহে কণ্ঠ—“আমি তৃষিত গো”—কে বুঝাবে তাহারে
কে দিবে পূর্ণ দৃষ্টি
হেরিতে মহান সৃষ্টি
সৃষ্টিধরের তুষ্টি বিনা, কে চেনে গো আপনারে॥

সূ। জয়মল্ল! তুমি এখনি আমার সঙ্গে এস, আর বিল
করবার সময় নেই।

জয়। একটু অপেক্ষা করুন, চারণীর ভবিষ্যৎ গণনাটা দেখে যাই

সূ। না—তোমাকে আমার ও তোমার পিতার এখনি
প্রয়োজন। তোমার নীচ ষড়যন্ত্র আমি বুঝতে পেরেছি। এতক্ষণে
বুঝেছি, সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে রক্ষা করবার জন্য তুমি এত আগ্রহ
প্রকাশ করেছিলে কেন। এস, এস,—আমি মহামান্য রাণাকে
বুঝিয়ে দিতে চাই যে তাঁর জীবননাশের চেষ্টা করেছিল তার
আদরের কনিষ্ঠ পুত্র—সূর্য্যমল্ল নয়।

জয়। পরে হবে—আপাততঃ একটু স্থির হয়ে ভবিষ্য
গণনাটা দেখুন। এই মাত্র আমার এই দুই অগ্রজ আমার নিক
এক কৈফিয়ত চেয়েছিলেন। আমি কৈফিয়ত দিই নি। আগে
দেখি, বিধাতা আমাকে কৈফিয়ত দিতে পাঠিয়েছেন, না নিতে
পাঠিয়েছেন।

সূ। সঙ্গ! তুমিও কি ভবিষ্যৎ গণনার্থে এখানে এসেছ?
আমি ত জানতাম, তোমার ভবিষ্যৎ তোমার জন্মদিনেই সমগ্র মেবার
ধারণা করে নিয়েছে।

সঙ্গ। না পিতৃব্য, আমি গণনার জন্ত এখানে আসি নি। প্রত্যুষে শিকার উদ্দেশ্যে আমরা দুই ভাই রাজপ্রাসাদ হতে বহির্গত হয়েছিলাম। জয়মল্ল আমাদের পশ্চাতে এসেছে।

পৃথ্বী। তারপর সারাদিন পর্ব্বতে পর্ব্বতে শিকার অন্বেষণ ক'রে হতাশ হয়ে গৃহে ফির্‌ছিলাম; চারণীদেবীর মন্দির দেখে জয়মল্ল বিশ্রাম করতে চাইলে, তাই এখানে এসেছি।

জয়। চারণী! গণনায় কি স্থির হ'ল? মেবারের সিংহাসনে কে উপবেশন করবে? সত্য বলো, তোমার কোন ভয় নেই।

চা। আমি দীনা রমণী, আপনারা মেবারের রাজপুরুষ। আপনাদের নিকট আমার ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে?

জয়। তবে বলো, রাণা রায়মল্লের পর কে এ সিংহাসনে উপবেশন করবে?

চা। বিধাতার অপূর্ব্ব কৌশল দেখ রাজকুমার। আজ আমার এখানে যে যে রকম ভাবে উপবেশন করেছে, মেবারের সিংহাসনে তার সেই রকম অধিকার। ব্যাঘ্র-চর্ম্মের প্রায় সমস্তটাই সঙ্গ অধিকার করেছে, সেনাপতি তার একাংশে; আর তোমরা বৎস উপলখণ্ড অধিকার করেছ। পর্ব্বতে, রণক্ষেত্রে তোমাদের অধিকার, তোমরা মেবারের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হবে নিশ্চয়।

জয়। আর সঙ্গ সিংহাসনে বসবে নিশ্চয়!

চা। গণনায় ভুল হবার কোন কারণ নেই বৎস।

জয়। তবে নিপাত যাও (চারণীর কেশমুষ্টি ধরিয়া, তাহাকে পদাঘাত। চারণী আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীর এক পদাঘাতে জয়মল্ল ভূমিতে পড়িয়া গেল।)

পৃ। পৃথ্বী সমস্ত ধৃষ্টতা ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু নির্দ্দোষের ও

রমণীর নির্য্যাতন সহ্য করতে পারে না। (তখন জয়মল্ল ভূশয্যা ছাড়িয়া অসি উন্মুক্ত করিল)।

সঙ্গ। (তদ্দৃষ্টে) পৃথ্বী! পৃথ্বী! জয়মল্ল আমাদের ছোট ভাই—ক্ষমা কর।

সূর্য্য। আমার আদেশ তুমি ত' কখন লঙ্ঘন কর নি পৃথু! ক্ষান্ত হও।

সঙ্গ। থাম জয়মল, থাম ভাই আমার! অগ্রজ মনে ক'রে পৃথ্বীকে মার্জ্জনা কর।

(দুই বিরোধী ভ্রাতার মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন)

জয়। তবে তুমিই মর (তরবারী দ্বারা সঙ্গের ললাটে আঘাত)

সঙ্গ। (শোণিত মুছিতে মুছিতে) তবে তাই হোক ভাই। আমার সঙ্গে সঙ্গে যদি এই ভ্রাতৃবিরোধের অগ্নি নিভে যায়, তাই যাক্। দাও, বসিয়ে দাও তোমার ঐ মুক্ত তরবারী আমার এই বক্ষের উপর। এই বক্ষ—যা তোমার শৈশবের কচি দেহখানি কতদিন সানন্দে বহন করেছে, এই বক্ষ যা তোমার মুখখানি ভার দেখলে কত দিন দুঃখের স্পন্দনে নড়ে উঠেছে; এই বক্ষ—যা, তোমারি বক্ষের মত একই রক্ত বহন করে; দাও, তোমার শানিত অসি তাতে আমূল বসিয়ে দাও। মহাপ্রলয় সূচনাতেই নীরব হয়ে যাক।

সূ। ক্ষমার অতীত এ সব (বংশীধ্বনি ও কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ) ঐ বিদ্রোহী রাজকুমারকে বন্দী কর।

জয়। সাবধান! তোমরা কার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করছ জান?

সূ। অস্ত্র কেড়ে নাও, বন্দী কর।

(সেই মুহূর্ত্তে জয়মল্ল বংশীধ্বনি করিল; বহু অস্ত্রধারী তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল।)

সূ। এতদূর? এতটা আমি কল্পনাতেও আনতে পারি নি। তবে আমি আদেশ দিচ্ছি তোমাকে পৃথ্বী, এই বিদ্রোহীর দলকে বন্দী কর (উভয় দলে যুদ্ধ) যেমন করে হোক বিদ্রোহীদলকে পরাস্ত কর। শোণিতপাতেও কুণ্ঠিত হ'য়ো না।

(জয়মল্লের অনুচরগণ কেহ হত, কেহ আহত, কেহ
বা পলায়ন করিল। জয়মল্ল ও দুইজন
অনুচর বন্দী হইল।)

যতক্ষণ আমি দ্বিতীয় আদেশ না করি, এই বন্দী রাজকুমারকে আমার অস্ত্রাগারে শৃঙ্খলিত অবস্থায় আবদ্ধ করে রাখ। আর এই দুই ব্যক্তিকে সাধারণ কারাগারে নিক্ষেপ কর।

১ম সৈ। যে আজ্ঞে। (অভিবাদনান্তে বন্দী কয়জনকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান)।

সূ। এস, আমরা এই হতভাগিনীর শুশ্রূষা করি।

পৃ। দাদা! তুমি ক্ষতটা বন্ধন করে ফেল; অতিরিক্ত শোণিত-পাতে এখনই দুর্ব্বল হয়ে পড়বে।

সঙ্গ। দুর্ব্বল?—আজ জয়মল্লের ব্যবহার আমার অঙ্কিত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি মসীধারায় ডুবিয়ে দিয়েছে। দুর্ব্বল, দুর্ব্বল, আজ আমি অতি দুর্ব্বল; অস্ত্রাঘাতে দুর্ব্বল হইনি; শোণিতপাতে শক্তি ক্ষয় হয় নি; জয়মল্লের আচরণ আমাকে বৃদ্ধের চেয়েও অশক্ত করে দিয়েছে।

সূ। সব মেঘ কেটে যাবে—নিশ্চিন্ত হও। এখন এস—এই মূর্চ্ছিতার সেবা করি।

পৃ। এই পর্ব্বতে আর একটু উপরে একটা উৎস আছে। চলুন সকলে মিলে একে সেইখানে লয়ে যাই। (বহন করিয়া প্রস্থান)।

(দক্ষজী ও রায়মল্লের প্রবেশ।)

রায়। কই, কোথায় তারা ?

দক্ষ। এইখানে—এইখানে। মহারাণা! এই দেখুন, মৃত্তিকায় শোণিত-উৎসবের চিহ্ন দেখুন। এই কনিষ্ঠ রাজকুমারের শিরস্ত্রাণ পড়ে রয়েছে। আমি তাদের স্পষ্ট দেখেছি তাঁকে ভূপাতিত ক'রে তার অসহায় বক্ষের উপর খড়্গ তুলে ধরতে। জয়মল্লকে 'পিতা পিতা' বলে আর্ত্তনাদ করতে শুনেছি, সূর্য্যমল্লকে তার আর্ত্তনাদে হাস্য করতে দেখেছি। আমার সামান্য অনুচরগণকে জয়মল্লের উদ্ধারে পাঠিয়ে দিয়ে আমি আপনাকে সংবাদ দিতে গিয়েছিলাম।

রায়। বেশ করেছিলে। কেন এ কলহ হয়েছিল জান ?

দক্ষ। না মহারাণা। আমি বাইমানরাজের দেহরক্ষী; চিতোর হ'তে বাইমানে ফিরে যাচ্ছিলাম। পর্ব্বতের উপর হ'তে এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে আপনাকে এই সংবাদ দিতে গিয়েছিলাম।

রা। তুমি ঠিক দেখেছিলে সঙ্গ ও পৃথ্বীকে ? সূর্য্যমল্লের ব্যঙ্গ হাসি তুমি নিজে শুনেছিলে ?

দ। হাঁ মহারাণা। এ দাস আপনার সঙ্গে কাপট্য করতে সাহস করে না।

রা। আর সেই রক্ত-পিপাসু রাক্ষসদের পদতলে আমার সেই প্রিয়পুত্র 'পিতা পিতা' ব'লে আর্ত্তনাদ করছিল ?

দ। হাঁ মহারাণা।

রা। মহারাণা ?—মহারাণার পুত্র কি বনজঙ্গলে শৃগাল কুক্কুরের মত হত হয় ? না মহারাণা পুত্রঘাতীদের রক্তদর্শন না ক'রে

অবলার মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কাঁদে? সৈনিক! সৈনিক! শুনতে পাচ্ছ?

দ। কি মহারাণা?

রা। এই কালো গম্ভীর পর্ব্বতগুলোর অযুত রন্ধ্র ভেদ ক'রে একটা প্রবল হাহাকার বিচ্ছুরিত হ'য়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে! চক্রধারীর চক্রাঘাতে একদিন সতীদেহের অনু পরমাণু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল—যেখানে সতী-অঙ্গ মৃত্তিকা স্পর্শ করেছিল—সেই খানেই মহাতীর্থের সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু এই শতপথে শতদিক দিয়ে বিচ্ছুরিত হাহাকার পৃথিবীর যেখানটা স্পর্শ করবে, সেই খানটাই একটা ভীষণ দাবানলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। হোক্, হোক, একটা ওলটপালট হয়ে যাক। এই সদাকুঞ্চিত মুখ পৃথিবীর একঘেয়ে জীবনের উপর দিয়ে একটা মহাপ্রলয় ধেয়ে এসে একেবারে সব ধুয়ে, মুছে, ভেঙ্গে ওলট পালট করে দিয়ে যাক্।

দ। (স্বগত) মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কে ভেবেছিল যে এই পদদলিত, লাঞ্ছিত ভিক্ষুক মেবারের মহারাণার কাতরোক্তি এমন ভাবে উপভোগ করবে!

রা। আর এখানে কেন—চল আমায় প্রাসাদে লয়ে চল। সেথা সূর্য্যমল্লের রক্তপিপাসু ছুরি আমার অদর্শনে চঞ্চল হয়ে উঠছে। চল, চল প্রাসাদে চল, সূর্য্যমল্লের কাছে চল—তার স্নেহের বন্ধনে চিরনিদ্রায় ডুবে যাবো, চল—আর এখানে কেন?

(বেগে প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

চিতোর দুর্গস্থ কক্ষ। কাল—রাত্রি।

জয়মল্ল ও গুপ্তচরের প্রবেশ।

জয়। আমি যে প্রাসাদে এসেছি, কেউ জান্‌তে পারেনি বোধ হয়?

গুপ্ত। না যুবরাজ! আপনার আদেশ মত সমস্ত কাজই করা হয়েছে। পূর্ব্বকথা মত আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে লুকিয়ে ছিলাম। আপনাকে বন্দী অবস্থায় দেখে আমরা সকলে পশ্চাৎ হ'তে সূর্য্যমল্লের রক্ষিগণকে আক্রমণ করি।

জয়। হুঁ—অতর্কিত আক্রমণ খুব ফলদায়ক হয়েছে। আমি অনায়াসেই পলায়ন কর্‌তে পেরেছি।

গুপ্ত। আপনি পলাচ্ছেন দেখে একজন সৈনিক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করছিল। আমি দূর হতে তাকে বর্শা বিদ্ধ ক'রেছি। অবশিষ্ট সব সূর্য্যমল্লকে সংবাদ দিতে পর্ব্বতের দিকে পলায়ন করেছে।

জয়। এই একশত স্বর্ণ মুদ্রা নাও। আমাদের গুপ্তস্থানে অপেক্ষা ক'রো। শীঘ্রই মিলিত হব।

গুপ্ত। যথা আজ্ঞা যুবরাজ। (অভিবাদনান্তে প্রস্থান)

জয়। এখন পিতা ফিরলেই হয়। পৃথিবীর এক জঘন্য বিধির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি—প্রত্যেক বুদ্ধিমানের উচিত যা, তাই করছি। জন্ম-তারিখের অগ্রপশ্চাতের উপর সিংহাসন-প্রাপ্তি নির্ভর করতে পারে না, মূর্খের এ বিধান। আমি নূতন বিধান প্রচলিত করব—কে বাধা দেবে? আর বাধা যদি দেয়ই, কি আসে যায়। প্রবহমানা স্রোতস্বতীর উদ্দাম গতির মুখে ঐরাবতও তৃণের মত ভেসে যাবে।—

ও কে—পিতা না? হ্যাঁ, তিনিই ত। নিম্নদৃষ্টি, মন্থরগতি—তাহলে দক্ষজী আমার আদেশ পালনে সমর্থ হয়েছে। যাই, প্রস্তুত হই গে। (প্রস্থান)

(অপরদিক দিয়া রায়মল্লের প্রবেশ।)

রায়। এই, এই তা'র কক্ষ। এইখান থেকে কতদিন তা'র নাম ধরে ডেকেছি—সে ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছে। আজ আর আসে না?—একটী বার? আমার সর্ব্বস্বের বিনিময়ে একবার সে ফিরে আসে না? কি, কি বল্লে রায়মল্ল! সর্ব্বস্ব? তোমার সর্ব্বস্বের মধ্যে ত এই রুগ্ন শীর্ণ অস্থিময় দেহখানা—বাকী সব ত সূর্য্যমল তোমাকে দান করেছিল। প্রভু যেমন অশ্বপালককে স্বীয় নামাঙ্কিত শিরপা বকশিস করে—তেমনি সে আমাকে এই রাজসিংহাসন দান করেছিল। অক্ষম হয়েছি—আবার আমায় তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু কই; এখনও তারা আসছে না কেন? সূর্য্যমল্ল! সূর্য্যমল্ল! কোথা তুমি, বেরিয়ে এস, আমার জ্ঞানে আমায় হত্যা কর—কোন বাধা দেব না। কে কোথায় সূর্য্যমল্লের গুপ্তচর লুকিয়ে আছ, বেরিয়ে এস; রাণা রায়মল্ল তার বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছে—রক্তপান করে যাও। কে ও—কে যায়? কে তুই?

(পার্ব্বতীর প্রবেশ।)

পা। দাসী মহারাণা!

রা। দাসী!—কে তোকে নিযুক্ত করেছে?

পা। যুবরাজ সঙ্গ।

রা। তুই বুঝি আমার ডাক শুনে এসেছিলি? তবে ফিরে যাচ্ছিস কেন? আমি নীরব হচ্ছি, তুই তোর কাজ শেষ করে যা।

পা। মহারাণা! আপনি কি অসুস্থ?

রা। রাক্ষসী! আমার সঙ্গে ছলনা করিস নে। আমি এখনও রাণা রায়মল্ল, এখনও আমার আদেশ তোকে যমালয়ে পাঠাতে পারে এই নে, দ্বার বন্ধ করে দিলুম; শীঘ্র তোর কাজ শেষ কর।

পা। মহারাণা! মহারাণা! দাসীকে আপনি কি আদেশ কচ্ছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

রা। বুঝতে পারছিস না, বটে?—দেখ্ মিনতি করছি, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছুরি বসিয়ে দে; গোপনে আমায় হত্যা করিস নি; তাহ'লে পরলোক থেকেও তোদের সর্ব্বনাশ করব।

পা। মহারাণা! মহারাণা! আপনি কি উন্মাদ হলেন? আমি আপনাকে হত্যা করব! ভগবান, একথা শোনবার আগে আমার কর্ণ বধির হল না কেন? প্রভু! আমি যে আপনার দাসী; আমি যে দুঃখিনী, মাতৃহীনা—সংসারে যে আমার কেউ নেই। পিতা! দাসীকে এমন ক'রে আঘাত করবেন না।

রা। তাহ'লে তুই আমাকে হত্যা করতে আসিস নি। তুই বুঝি সংবাদ দিতে এসেছিলি যে জয়মল্ল মরেছে!

পা। মহারাণা! এ সব কি অকল্যাণের কথা বলছেন? কনিষ্ঠ রাজকুমার এই দুর্গেই আছেন, আমি তাঁকে কিছু পূর্ব্বে দেখেছি।

রা। কি বললি? সত্য বল, দোহাই তোর সত্য বল!

পা। মহারাণা! ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, তিনি এইখানেই আছেন। অপেক্ষা করুন, আমি তাঁকে খুঁজে আনি। আমার কথা মিথ্যা হ'লে আপনি আমাকে যে শাস্তি দেবেন, তাই মাথা পেতে গ্রহণ করব।

রা। হাঁ, আছে, আছে; ঠিক বলেছিস সে আছে। দূরে—

বহু দূরে ; এই হিংস্রক নররক্তলোলুপ বিশ্ব হ'তে অনেক দূরে ! আত্মার যে বিনাশ নেই। (নেপথ্যে জয়মল্ল—'পিতা ! পিতা !')

রা। কে ?—ছলনা, আমার সঙ্গে ছলনা ? আমি বৃদ্ধ হয়েছি বলে, সিংহ অশক্ত হয়েছে বলে তা'র এত নির্য্যাতন। দেখ দাসী, বায়ু পর্য্যন্ত আমায় প্রতারিত করছে।

পা। না মহারাণা, প্রতারণা নয়। তিনি আসছেন। কিন্তু এ কি ?

(বাহক স্কন্ধে জয়মল্লের প্রবেশ।)

(স্বগত) এ আবার কি অভিনয় !

রা। জয়মল্ল ! জয়মল্ল ! বাপ আমার ! বেঁচে আছিস।

জয়। আছি পিতা। কিন্তু আমি দারুণ আহত।

রা। (পার্ব্বতীর প্রতি) মা ! মা ! তুই সত্য বলেছিলি, এই তা'র পুরস্কার নে। (মনিময় হার প্রদান।) আপত্তি করিস নে—তোর মহারাণার দান।

পা। প্রভু ! (হার গ্রহণ)

রা। যাও মা, আমি জয়মল্লের সঙ্গে নিভৃতে দুটো কথা কইব।

পা। (যাইতে যাইতে স্বগত) ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! চিতোর রাজবংশে শান্তিবারি সিঞ্চন কর। (প্রস্থান)

রা। তুমি কি বেশী দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ জয়মল্ল ! আমার কথার উত্তর দিতে কি তোমার কষ্ট হবে ?

জয়। দুর্ব্বল হলেও আমায় সব বলতে হবে। কালক্ষেপ করবার আর সময় নেই।

রা। যা জিজ্ঞাসা করি তার সত্য উত্তর দেবে ?

জয়। পিতা ! মিথ্যা বলবার আর অবসর নেই, থাকলে

মিথ্যাই বলতুম। আমার পূজনীয় তাঁরা, মেবার-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাঁরা, অমিতবল মহাযোদ্ধা তাঁরা, আমি তাঁদের শত অপরাধ গোপন করতাম। কিন্তু এখন তা অসম্ভব। আপনি কি জিজ্ঞাসা করবেন করুন, আমি অকপটে সব বলব।

রা। আজিকার এই নৃশংস যুদ্ধের কারণ কি? তুমি কি সিংহাসনের আশা রাখ?

জয়। না পিতা, আমার সে দুরাশা নেই। আমি ভীরু, যুদ্ধ-বিদ্যায় অপটু, চিতোর রাজবংশের একটা কলঙ্কস্বরূপ। আমার সে দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করা খাটবে কেন পিতা? আমি আমার পুস্তক রাশির মধ্যেই ডুবে থাকতে ভালবাসি, আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

রা। তবে এ ভ্রাতৃ-হত্যার উদ্যোগের কারণ কি?

জয়। কারণ, কি বলব পিতা, তার স্মৃতিও আমার অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে তুলছে। কারণ, আমি তাদের উদ্দেশ্য সাধনে বাধা দিয়েছি, তাদের পিতৃ-হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা সব জানতে পেরেছি। পর্ব্বতের সেই বিজন অংশে তা'রা পরামর্শ করছিল, আমি অন্তরাল হ'তে সমস্ত শুনতে পেয়েছিলাম। তারা আমায় দেখতে পেয়ে হত্যা করতে গিয়েছিল। বাইমান-পতির দেহরক্ষীদের সময়োচিত সাহায্যে আমি সেই হত্যাকারীদের কবল হ'তে রক্ষা পেয়েছি।

রা। হত্যা! হত্যা! আমায় তারা কেন হত্যা করতে চায়? এই রুগ্ন দুর্ব্বল অ।স্থসার বৃদ্ধ—রাণা রায়মল্লের এই কঙ্কাল—তাদের কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরায় যে তারা আমাকে খুন করবে?

জয়। আমি তাদের কিসের অন্তরায় পিতা? দুর্ব্বল, অস্ত্র-চালনায় অপটু—আমি তাদের কোন্ কার্য্যের বাধা যে আমাকে তারা

হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল ? পিতা ! এখনও সময় আছে, এখনও প্রতীকার সম্ভব। পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে এক মুহূর্ত্ত যদি হেলায় হারান, তা হ'লে মেবারের ইতিহাসে একটা দারুণ কলঙ্কের ছাপ লেগে যাবে। এখনও বিবেচনা ক'রে কর্ত্তব্য স্থির করুন, নতুবা সম্মুখ বড় ভীষণ !

রায়। কি স্থির ক'রব ? তা'রা আমার পুত্র—যদি সত্যই তারা আমায় বধ করতে চায়, আমি না হয় চেষ্টা ক'রে আত্মরক্ষা করতে পারি। পিতা হয়ে আমি ত আর তাদের বধ করতে পারব না।

জয়। কি বললেন পিতা ? পুত্র ব'লে তাদের বধ করতে পারবেন না ! আজ যদি আপনার পুত্র কোন নিরীহ প্রজার প্রাণবধ করে, আর যদি তা'র আত্মীয় আপনার নিকট বিচার প্রার্থনা করে, আপনি সে নরঘাতীকে পুত্র বলে মার্জ্জনা করবেন ? মেবারের মহারাণা আপনি এত দুর্ব্বল চিত্ত লয়ে ন্যায়ের সিংহাসন অধিকার করেছেন ? ছিঃ পিতা, কাপুরুষ আমি, শুনে আমারও লজ্জা হচ্ছে !

রায়। সিংহাসন যদি আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করি, তাহ'লে ত' আর আমার পুত্রগণ নরঘাতী হবে না। আমি এখনি এ সিংহাসন পরিত্যাগ করব। প্রভাতে মেবারীরা নূতন মহারাণার জয়কীর্ত্তন করবে।

জয়। তা'র পূর্ব্বে জয়মল্ল মেবারের মহারাণার নিকট বিচার প্রার্থনা করে। অকারণ আমায় বধ করবার চেষ্টা করেছিল তা'রা, এখন আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দারুণ আঘাতে শক্তিহীন, নিশ্চল হয়ে রয়েছে। পিতা ! রাজবৈদ্য আমার ক্ষতগুলি পরীক্ষা ক'রে বন্ধন করে দিয়েছেন। তাঁকে আহ্বান করুন। আমি মহারাণার নিকট আমার অগ্রজ দুইজন ও পিতৃব্যের নামে হত্যার অভিযোগ করছি। মহারাণা ! সুবিচার করুন।

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

রায়। কি চাও তুমি ?

সৈ। সেনাপতি সূর্য্যমল্লের আদেশ (মহারাণার হস্তে একখানি পত্র দান।)

রায়। আদেশ আমার উপর ?

সৈ। না মহারাণা ! আমাদের উপর। রাজকুমার জয়মল্লকে যেখানে পাব সেই খানেই বন্দী করতে হবে। চিতোরের চারিদিকে সৈন্য পাঠান হয়েছে এই আদেশ পালন করতে। অশ্বারোহী দূত চিতোরের তোরণ রক্ষীদের সতর্ক করতে গেছে, যেন তারা রাজকুমারকে পলায়ন করবার সুযোগ না দেয়।

রায়। এই যে কুমার জয়মল্ল ; বন্দী কর।

(সৈনিক তাহাই করিতে উদ্যত)

রায়। থাম, আমি কে জান ?

সৈ। মহারাণা।

রা। আর এই জয়মল্লের পিতা। আশ্চর্য্য তোমার স্পর্দ্ধা।

সৈ। মহারাণার অনুমতি পেয়ে এ দাস বন্দী করতে গিয়েছিল।

রা। বৎস ! আমি পলকে পলকে দিব্যজ্ঞান লাভ করছি। সৈনিক ! আমাদের মধ্যে কে বড় ? সূর্য্যমল্ল, না আমি ?

সৈ। আপনি মহারাণা।

রা। তবে দাঁড়াও। কে আছ ? লেখনী ও মস্যাধার।

(কালি, কলম, পত্র লইয়া একজন পরিচারকের প্রবেশ। রায়মল্ল লিখিতে লাগিলেন।)

জয়। (স্বগত) বস্—পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করবার সোপান প্রস্তুত হয়ে গেল।

রায়। বৎস! আমি তাদের সমস্ত দুশ্চিন্তার ভার কমিয়ে দিলেম। সূর্য্যমল্লের সহিত আমার বোঝাপড়া আছে, পরে হবে। আপাততঃ কুলকলঙ্কগুলোকে দূর করে দিলাম। শোন সৈনিক, এই অনুজ্ঞালিপি তুমি সূর্য্যমল্ল আর অপর দুই রাজকুমারকে এখনি দাও গে। এ তাদের নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা—আমি সঙ্গ ও পৃথ্বীকে আমার রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত করলাম।

সৈ। যথা আজ্ঞা মহারাণা! (অভিবাদন করিয়া প্রস্থান)

রা। পুত্র! জ্যোতিষিগণকে সংবাদ দাও—শুভদিন স্থির করে তোমার অভিষেক উৎসব সম্পন্ন করব। আর এই নির্ব্বাসন দণ্ড যথাযথ পালিত হবার জন্য আমার বিশ্বস্ত দেহরক্ষীদের প্রেরণ কর। তারা যেন সেই দুই পশুস্বভাব রাজপুত্রদের মেবারের সীমার বাইরে রেখে আসে। এই দণ্ডে, যেন বিলম্ব না হয়।

জয়। যথা আজ্ঞা পিতা। [রায়মল্ল চলিয়া গেলেন]

(জয়মল্ল উঠিয়া বসিলেন। তৎপরে আনন্দে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তৎপরে কহিলেন) হাঃ হাঃ হাঃ। সূর্য্যমল্ল বেত্রাঘাত করবে বলেছিল, পৃথ্বী কৈফিয়ত চেয়েছিল, আর চারণী গণনা করেছিল! —ধূলিমুষ্টি, ধূলিমুষ্টি! আজ জয়মল্ল তাদের ওপর দিয়ে (সপদদাপে) এমনই করে চলে যাবে। (প্রস্থান)

———

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পথ। কাল—প্রদোষ।

সূর্য্যমল্ল, সঙ্গ, পৃথ্বী। অদূরে সৈন্যদল।

সঙ্গ। বিদায় দিন পিতৃব্য! আর ত অপেক্ষা করা চলে না।

পৃ। এ যে পিতার আদেশ। জয়মল্লের কূট বুদ্ধি এর জন্মদাতা হলেও পিতা যে স্বহস্তে লিখে দিয়েছেন। বিদায় দিন। কিসের চিন্তা? রাজার পুত্র আমরা, ভিক্ষুক হবো না। তরবারির সাহায্যে নূতন রাজ্য তৈরী করে নেব।

সূর্য্য। তোমরা একটু অপেক্ষা কর বৎস। আমি একবার মহারাণার সঙ্গে সাক্ষাত করে আসি।

সঙ্গ। না পিতৃব্য, রুগ্ন বৃদ্ধ পিতা আমাদের; আপনি তাঁকে অসন্তুষ্ট করবেন না। হ'তে পারে এ আদেশ তাঁর একটা মস্ত ভুল। হোক, কালে যদি এ ভুল তিনি বুঝতে পারেন তাহলে সেই তাঁর যথেষ্ট শাস্তি হবে। আসি তবে—বিদায় দিন।

সূর্য্য। আমি একটা ক্রূর, মিথ্যাবাদী, কাপুরুষের চক্রান্তে পরাজিত হ'তে পারছি না বৎস। তাই তোমাদের অপেক্ষা করতে বলছি। আমি আমার তরবারির সাহায্যে এ রাজ্যের বহু কণ্টক সমূলে উচ্ছেদ করেছি, আর আজ—

সঙ্গ। এ ত কণ্টক নয় পিতৃব্য! এ যে আমার ভাই! হোক সে সহস্র অপরাধে অপরাধী, হোক সে নীচ, ক্রূর মিথ্যাবাদী—তবু সে আমার ভাই। আমি বর্ত্তমানে তার অঙ্গে কুশাঙ্কুরও বিঁধতে দেব না। সে রাজা হোক। এই আমার অতি সাধের মেবার তার শাসনগুণে ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। পৃথিবীর দূর

বহুদূর হতেও যেন মেবারের বর্দ্ধিত শ্রীর কথা শুনতে পাই,৷ তাই আমাকে পরম সুখ প্রদান করবে।

(জনৈক সৈনিক অগ্রসর হইল)

সৈ। আর বিলম্ব করবার আদেশ নেই রাজকুমার।

সঙ্গ। চল—আমরা প্রস্তুত।

সূর্য্য। একবার—সৈনিক—কয়েকদণ্ড অপেক্ষা কর। আমি একবার মহারাণার সহিত সাক্ষাৎ করে আসি।

সৈ। সেনাপতি! চিতোর দুর্গে প্রবেশ করতে পারবেন না—মহারাণার আদেশ!

পৃ। কি নিষ্ঠুর আদেশ!

সৈ। আরও নিষ্ঠুর আদেশ এখনও আপনারা শোনেন নি যুবরাজ! আপনাদের দুজনকে ভিন্নপথে যেতে হবে!

পৃ। ওঃ।

সঙ্গ। আর আক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন। পৃথ্বী!

পৃ। দাদা! (সঙ্গকে জড়াইয়া ধরিলেন)

সঙ্গ। ভুলো না।

পৃ। ইহ জনমে নয়। (উভয়ে পিতৃব্যকে প্রণাম করিলেন। প্রত্যেকে সৈন্ত পরিবৃত হইয়া ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিলেন।)

সূ। আমায় অন্ধ করে দিয়ে তোরা কোথা চলে গেলি বাপ।

পার্ব্বতীর প্রবেশ।

পা। কই, কই, যুবরাজ কই—কোথায় গেলেন?

সূ। কে—পার্ব্বতী? তুমি এই প্রকাশ্য রাজপথে কেন?

পা। সে উত্তর পরে দেব! এখন বলুন রাজকুমার কোথায়।

সূ। চলে গেছে।

পা। চলে গেছেন? কি করলেন প্রভু? মেবারের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক হ'য়ে এ আপনি কি করলেন?

সূ। কি করব মা? এ যে রাণার আদেশ।

পা। এ আদেশ—আপনি অনুরোধ করলে, আপনি চেষ্টা করলে—তিনি নিশ্চয়ই প্রত্যাহার করতেন। প্রভু! আপনি যদি ইচ্ছা করেন—মহারাণার মত পরিবর্ত্তিত হয়। আসুন বুঝিয়ে দিন মহারাণাকে তাঁর এই ভয়ানক ভ্রম। আমি আপনার সহকারিণী হব। এ ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোগীদের আমি জানি, আমি তাদের সকলকেই মহারাণার সম্মুখে উপস্থিত করব।

সূ। তুমি জান কি বালিকা, সেই সব ষড়যন্ত্রকারীর অন্যতম দলপতি, তোমার পিতা?

পা। জানি, অনেকক্ষণ জানি। কিন্তু আমি আমার কর্ত্তব্য বেছে নিয়েছি। আমার জন্মভূমির কল্যাণের জন্য স্বহস্তে হৃদপিণ্ড উপড়ে দিতে পারি, পিতা ত তুচ্ছ কথা!

সূ। সুখী হলাম তোমার কথা শুনে। তুমি এই দণ্ডেই দুর্গে ফিরে যাও। খুব সাবধানে থেকো, নতুবা জয়মল্লের হস্তে তোমার আয়ুঃ শেষ হবে। প্রয়োজন মত আমার সঙ্গে সাক্ষাত ক'র।

(সূর্য্যমল্লের প্রস্থান।)

পা। মেবারের রাজ্যেশ্বর হ'য়ে ভিখারীর মত চলে গেলে? করুণার আলয়, দীন দুঃখীর অমূল্য নিধি! এ অভাগিনীকে কোন্ বনে রেখে গেলে? একবারও মনে পড়ল না? এ আশ্রিতাকে একবারও মনে পড়ল না? দিগন্ত-প্রসারী, মহাসমুদ্রের অকুল জলরাশির মাঝে এই নিরাশ্রয়ার হাতে আশার যে ক্ষীণ কাষ্ঠখণ্ড তুলে দিয়েছিলে, সেটা যে আর ধরে রাখতে পারছি না প্রভু!—

না কাঁদবো না, এ ত বিলাপের সময় নয়। দুর্ব্বলতায় এ মহামূল্য মুহূর্ত্তগুলি নষ্ট করব না। বিপুল কর্ত্তব্য আমার সম্মুখে।

(দক্ষজীর প্রবেশ।)

দক্ষ। পার্ব্বতী, (পার্ব্বতী মুখ ফিরাইলেন) মুখ ফিরিয়ে নিচ্চিস ? পৃথিবী শুদ্ধ যা'র ওপর বিরূপ, তুই কন্যা বই ত নস্— তুই কেন তাকে অনুকম্পার চোকে দেখবি বল ? তার ওপর আমি তোকে একরকম পরিত্যাগই করেছিলাম—আট বৎসর তোর কোন খোঁজও রাখিনি। আমার এ আব্দার আজ খাটবে কেন ? কিন্তু তবুও আমি তোর পিতা।

পা। যে পিতা জন্মভূমির সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত করে, নীচ গুপ্ত-হন্তার কাজ করে, আর যে পিতা আমার মাতৃহন্তার অন্নে জীবন ধারণ করে !

দক্ষ। তুই কি বুঝবি পার্ব্বতী কেন এ সব করি। বুকের ভেতর সর্পদংশনের জ্বালা নিয়ে কেন সর্পের পশ্চাতে ঘুরে বেড়াই। আর জন্মভূমি ? দেশ ? মনে করে দেখ পার্ব্বতী, এই দেশ আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে। সকাল সন্ধ্যা মজুরের কাজ ক'রে ক্লান্ত অবসন্ন দেহখানা—এক স্নেহ-করুণাময়ী, স্বামী-পরায়ণার বুক-ঢালা সেবার শীতল পালঙ্কে ঢেলে দিতাম। আশে পাশে দারিদ্র্য মত্ত-প্রভঞ্জনের মত গর্জ্জন করত, আর আমি সেই কয়টা মুহূর্ত্ত তন্দ্রাপথে স্বপ্ন খেলা খেলতাম। দেশের লোক আমার সেই সম্পদটুকু— হতভাগার সেই শান্তিটুকু রক্ষা করবার জন্য কি করেছিল পার্ব্বতী ? ব্যভিচারীর নাগপাশ হ'তে রক্ষা পাবার জন্য যখন সেই সতী আর্ত্তস্বরে আকাশ পাতাল কম্পিত করেছিল, কেউ তাতে কর্ণপাত করেছিল কি ? আমার নিদ্রিত অবস্থায় আমায় বন্দী করে, আমারই সম্মুখে

যখন শয়তান সিলাইদি আমার বন্দিনী পত্নীর শুভ্র অঙ্গ কলঙ্কিত করলে—মর্ম্মবেদনায় যখন সে প্রাণত্যাগ করলে—তখন তোমার দেশের লোক সিলাইদির কণ্ঠ চেপে ধরেনি কেন, তার চোখ উপড়ে দেয়নি কেন, তার দেহ শৃগাল কুকুরের মুখে নিক্ষেপ করে নি কেন? ধর্ম্ম তখন সে নারকীর মস্তকে—ওঃ—(রুদ্ধ বেদনায় চক্ষুর্দ্বয় যেন কোটরচ্যুত হইল। মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল।)

পা। বাবা! বাবা! স্থির হোন—স্থির হোন। শরীরের সবটুকু রক্ত যে বেরিয়ে গেল!

দক্ষ। রক্ত—রক্ত—এ কি রক্ত দেখছিস পার্ব্বতী? রক্তের সাগর বইয়ে দেব এই অভিশপ্ত দেশটার ওপর দিয়ে। কুটীর, প্রাসাদ, প্রান্তর, পর্ব্বত, বন, উপবন সব রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে দেব। আজ আমার মুখের একঝলক রক্ত দেখে শিউরে উঠছিস—একদিন সারা বিশ্বের মুখ দিয়ে ফিনিক দিয়ে রক্ত ছোটাব। তারপর সারা সৃষ্টি যখন সেই শোণিত-সাগরে ডুবে যাবে, আমি তখন আমার বিজয়-তরণী ভাসিয়ে দিয়ে, এই দীর্ঘ দেহখানা প্রসারিত ক'রে, তারস্বরে চীৎকার করব—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ কুটীরাভ্যন্তর। কাল—সন্ধ্যা।

শূরতানরাজ ও দক্ষজী কথোপকথন করিতেছিলেন।

শূর। এ অসম্ভব। রাজপুত দু'রকম কথা কয় না। আমি আমার কন্যার পণ ভঙ্গ করতে পারব না। রাজ্যহারা এ অভাগার সেই একমাত্র শান্তির স্থল। তার মতবিরুদ্ধ কাজ আমা হ'তে হবে না।

দক্ষ। মহারাজ! এ বিবাহে সম্মতি দিন, :আপনার কন্যার পণ রক্ষা হবে। যুবরাজ জয়মল্ল শীঘ্রই মেবারের সিংহাসনে উপবেশন করবেন। মেবারের রাণাকে জামাতারূপে প্রাপ্ত হলে আপনার হৃতরাজ্যের চতুর্গুণ সম্পত্তি ফিরে পাবেন।

শূর। আমি সেরূপে আমার পূর্ব্ব সম্পদ ফিরে পেতে চাই না তার উপর আমি ইতিপূর্ব্বে আর একজনকে বাক্যদান করেছি। সেই মহানুভব যুবক নিজ বাহুবলে আমার নষ্ট রাজ্য উদ্ধার করে দেবে প্রতিজ্ঞা করে গেছে। প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করতে পারলে আমার কন্যার পণ অনুসারে সেই আমার জামাতা হবার যোগ্যব্যক্তি-রূপে বিবেচিত হবে।

দক্ষ। কে সেই ব্যক্তি?

শূর। এই মেবারেরই সন্তান। বংশগরিমায় সে আপনার জয়মল্ল অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়।

দক্ষ। মহারাজ, বৃথা আশা হৃদয়ে পোষণ করছেন। নিশ্চিত ছেড়ে অনিশ্চিতের স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যে মোহিত হচ্ছেন।

শূর। আমার সহিত তর্ক বৃথা। আপনি কুমার জয়মল্লকে বলবেন যে আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

দক্ষ। মহারাজ! বিবেচনা করুন। রাজ্যহারা, সঙ্গীহারা হয়ে আপনি মেবারের এই বনপ্রান্তে বাস করছেন। মেবারের মহারাণা আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী।

শূর। কে মেবারের মহারাণা?

দক্ষ। কুমার জয়মল্ল। আগামী পূর্ণিমায় তাঁর অভিষেক।

শূর। নীচ ষড়যন্ত্রকারী সে শয়তান ইন্দ্রত্ব পেলেও আমি তাকে কন্যাদান করব না।

দক্ষ। রসনা সংযত করবেন মহারাজ। স্মরণ রাখবেন, এ বনভূমি মেবারের মহারাণার রাজ্য-সংলগ্ন। কুমার জয়মল্ল ইচ্ছা করলে এখনি আপনাকে এ স্থান হতে বিতাড়িত করতে পারেন।

শূর। তাঁর ইচ্ছা তিনি কার্য্যে পরিণত করুন—আমার কোন আপত্তি নেই।

দক্ষ। আপনি তা হলে তাঁর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দেবেন না?

শূর। জীবনে নয়!

দক্ষ। তাহ'লে বল-প্রকাশই আবশ্যক হয়ে উঠল।

(সশস্ত্রা তারাবাই প্রবেশ করিলেন।)

তারা। আপত্তি কি বীরপুরুষ। পার ত অস্ত্রের সাহায্যেই

তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর। আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই।

দক্ষ। (স্বগত) ঠিক এই রকম ভঙ্গীতে সেও সেদিন দাঁড়িয়েছিল, যেদিন সিলাইদি তাকে স্পর্শ করতে গেছলো। উঃ! কি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য!

তারা। নীরব কেন দূত? তোমার কার্য্য আরম্ভ কর। একাকী তুমি আমার নিশ্বাসের ভরও সইতে পারবে না। তোমার অনুচরদের ডাক, অদূরে তোমার প্রভু জয়মল্ল শিবির সংস্থাপন করেছেন, তাকেও ডেকে নিয়ে এস। মেবার রাজ্যের জনকয়েক কুচক্রীকে চিরজন্মের জন্য অবসর প্রদান করি।

দক্ষ। ওঃ! আমার সেই মুহূর্ত্তগুলো তেমনি রাক্ষসীমূর্ত্তি প্রসব ক'রে এখন এই বৃদ্ধকে দগ্ধ করছে ত! না, না, আমি তা পারব না, আমি তা পারব না। আমি যে জ্বালায় জ্বলছি, সে জ্বালা যেন আর কারও অঙ্গ স্পর্শ না করে। দোসর পেলে পৃথিবী ধ্বংস করে দেব—মেবার ত তুচ্ছ কথা! [প্রস্থান]

শূর। ও কি বলে গেল তারা?

তারা। কি জানি বাবা। বোধ হয় ওর পূর্ব্বজীবনে একটা রহস্য আছে। যাক্ ওর কথায় আমাদের আবশ্যক কি?

শূর। এখন উপায় কি তারা! ব্যভিচারীর কলুষস্পর্শ হ'তে তোকে কি করে রক্ষা করি?

তারা। আমাকে রক্ষা করবার জন্য আপনার এত ব্যাকুলতার কোন প্রয়োজন নেই পিতা। আজ রাত্রি প্রভাতেই আমরা আমাদের পূর্ব্বসম্পদ ফিরে পাব।

শূর। কি বলছিস তারা?

তারা। আপনার কন্যা কখন অসঙ্গত কিছু বলেছে কি পিতা? এই মাত্র কুমারের নিকট হতে এক দূত এসেছে।

শূর। কুমার? পৃথ্বীরাজের নিকট হ'তে?

তারা। হাঁ পিতা। তিনি পত্র পাঠিয়েছেন যে একশত ভীল সৈন্য লয়ে আমাদের শত্রু সেনাকে প্রথম যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন। দ্বিতীয় যুদ্ধের সংবাদ তিনি নিজে বহন করে আনবেন।

শূর। ভগবান! ভগবান!

তারা। রাত্রি অনেক হয়েছে, আহার করবেন চলুন। বাবা! আজকের মত ঘাসের রুটি খাবেন চলুন—আর খেতে হবে না, এই শেষ! (উভয়ের প্রস্থান)

জয়মল্লের প্রবেশ।

জয়। বাহুবলে যা হয় না, জয়মল্ল শুধু মস্তিষ্কের বলে সে কাজ সম্পন্ন করে। নির্ব্বোধ বালিকা! তুমি হাতিয়ার দেখিয়ে জয়মল্লকে নিরস্ত করতে চাও? মেবারের শ্রেষ্ঠ বীর সূর্য্যমল্লকে যে শুধু বুদ্ধির জোরে পরাস্ত করেছে, তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তুমি? স্পর্দ্ধা বটে! ঐ আসছে বুঝি—গঙ্গাজী শোন। (সশস্ত্র একব্যক্তি প্রবেশ করিল) সকলে প্রস্তুত হয়ে থাকবে—বংশীধ্বনি করবা মাত্র এখানে আসবে। খুব সাবধান. গোলমাল ক'রো না। যাও। (সৈনিক অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল) আসছে—এই দিকেই আসছে। (শয্যা নিয়ে লুকাইলেন)

তারাবাইএর প্রবেশ।

তারা। প্রিয়তম! তুমি কতদূরে। এস, আর বিলম্ব ক'র না। দেখবে এস তোমার বিরহে আমার কত যাতনা। তোমায় সেদিন প্রত্যাখ্যান করেছিলাম—ক্ষমা কর। আমার হৃতসর্ব্বস্ব পিতার

জন্য আমি কঠিন পণ করেছিলাম ; নইলে তুমি—পৃথ্বীরাজ—তোমায় প্রত্যাখ্যান করা আমার সাধ্যাতীত। আমি যে তোমার চরণ-তলেরও যোগ্য নই প্রভু! স্বামী! আজ দূত-হস্তে কি বীণার ঝঙ্কার পাঠিয়ে দিয়েছ? ভূলোকে দ্যুলোকে কিসের প্রস্রবণ ছুটিয়ে দিয়েছ? আমি যে নিজেকে নিজে ধ'রে রাখতে পারছি না।

(শয্যার উপরে বসিয়া গান গাহিতে লাগিলেন।)

আজি চারিভিত জুড়ে একি হর্ষ খেলে ভুবনে!
হেরি ছন্দোময়ী ধরণী, গন্ধভরা পবনে!
জ্যো'স্না আজি স্নিগ্ধ কিবা
কুহুতানে কি স্বপ্নস্মৃতি
মন মাঝে একি আকুলতা
শিহরিয়া ওঠে হৃদি
ভেদি সব সুর সব গান আকুল করিয়া প্রাণ
মুরতি তাহার জাগে মনে!

(পশ্চাৎ হইতে জয়মল্ল তারাবাইকে বাঁধিয়া ফেলিলেন।)

জয়। চুপ করে থাক—আমি জয়মল্ল।

তারা। তুমি দস্যু!

জয়। হ্যাঁ প্রিয়তমে। লোকমুখে তোমার রূপের কাহিনী শুনলাম; আমার অনুচরের মুখে তোমার বীরত্বের কাহিনী শুনলাম; আর স্বকর্ণে তোমার কম্বুকণ্ঠের মধু-ঝঙ্কার শুনলাম। দস্যুতা ভিন্ন আর উপায়ান্তর খুঁজে পেলাম না।

তারা। কাপুরুষ তুমি, তাই উপায়ান্তর খুজে পেলে না। কুচক্রী দস্যু! এখনও আমার বন্ধন মুক্ত কর, নইলে আমি চীৎকার করব, আর আমার সহচরীগণ এসে তোমাকে হত্যা করবে।

জয়। আর ওদিকে চেয়ে দেখ সুন্দরী—বাতায়নের নিম্নে কতগুলি অস্ত্রধারী দাঁড়িয়ে আছে। পুনরায় অবাধ্যতা দেখালে তোমার মুখ বাঁধতে হবে।

তারা। আমি তোমার ভ্রাতৃজায়া। পৃথ্বীরাজের বাগ্‌দত্তা আমি। জননী জ্ঞানে আমাকে তুমি ত্যাগ কর।

জয়। পৃথ্বীরাজের বাগদত্তা তুমি? বাঃ, তাহ'লে তোমাকে লাভ করতেই হবে। এস, আর বিলম্ব করো না।

তারা। দেখ, শুধু মেবারের রাজপুত্র ব'লে তোমায় মার্জ্জনা করছি, আমার দেবর ব'লে তোমাকে মার্জ্জনা করছি। আমার কথা শোন, আমাকে—

জয়। চুপ।

তারা। তুমি তাহ'লে ছাড়বে না?

জয়। সেটা কি তোমার মত বুদ্ধিমতীকে বুঝিয়ে বলতে হবে? (জানু পাতিয়া) এস সুন্দরী, আমার স্কন্ধ তোমাকে বহন করে ধন্য হো'ক।

(শূরতানরাজের প্রবেশ।)

শূর। তার আগে আমার এই বর্শা তোমার বক্ষে প্রবেশ করে ধন্য হো'ক।

(বর্শাঘাত—জয়মল্লের পতন)

তারা। বাবা, বাবা, কি করলেন।

শূর। একটা কুকুর হত্যা করলুম।

তারা। শীঘ্র আমার বন্ধন মোচন ক'রে দিন। পাপিষ্ঠের সঙ্গীরা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত এদিকে ছুটে আসছে। (শূরতান তারাবাইএর বন্ধন মোচন করিতে লাগিলেন।)

(দক্ষজী প্রভৃতি কতিপয় অস্ত্রধারী পুরুষ কক্ষে প্রবেশ করিল।)

দক্ষ। একি অনর্থ ঘটল! যুবরাজ! যুবরাজ—একেবারে স্থির! ওদিকে যে তোমার অভিষেকের আয়োজনে দেশে কোলাহল উঠেছে। শূরতানরাজ! তুমি কাকে হত্যা করেছ জান?

শূর। জানি;—এক কুচক্রীকে, এক লম্পটকে। মেবারের জ্যোৎস্নাধবল ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে একটা কলঙ্কের ছাপ মুছে ফেলে দিলাম। নারীর ধর্ম্মে যে হস্তক্ষেপ করে, সে পৃথিবীর অধীশ্বর হ'লেও আমি তাকে ক্ষমা করি না।

দক্ষ। এই—একে বন্দী কর্।

তারা। সাবধান! এক পা নড়িস নে।

দক্ষ। বন্দী কর্। (তারাবাই অগ্রগামী সৈনিকের উপর পতিত হইয়া তাহার অস্ত্র কাড়িয়া লইলেন।)

তারা। এখনও সাবধান, অনর্থক রক্তপাত আমি ভালবাসি না।

দক্ষ। তোমরা থাম। শূরতানরাজ। আমি মোহিত হ'য়ে গেছি। ইচ্ছে হ'চ্ছে তোমার পায়ের ধুলো সর্ব্বাঙ্গে মেখে নৃত্য করি। আমি যদি তোমার মত ভাগ্যবান হতাম—নারায়ণী যদি তোমার কন্যার মত সিংহীর বিক্রম ধারণ করত! তাহ'লে আজ আর আমায় এই ঘৃণ্য দাসত্বে বদ্ধ হ'য়ে থাকতে হ'ত না। নারায়ণী কে জান শূরতানরাজ? সে ছিল আমার বিবাহিতা পত্নী—অপ্সরার মত সুন্দরী—জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল। একদিন আমারি চক্ষের ওপর এক শয়তান তার সর্ব্বনাশ করলে। যন্ত্রণা-কাতর চক্ষু দুটী একবার আমার পানে ফিরিয়ে সে জন্মের মত চক্ষু মুদ্রিত করলে। বন্দী আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই পৈশাচিক লীলা

দেখলাম! সকাতরে মৃত্যু চাইলাম, বাতাস শুধু একটা অট্টহাসি ফিরিয়ে দিলে। তারপর সে এক বিস্তৃত কাহিনী! শূরতানরাজ! তুমি ভাগ্যবান; আর আমি একটা অভিশাপের মত, একটা নরকাগ্নির মত, একটা মরুভূমির মত—উঃ

(টলিতে টলিতে প্রস্থান)

১ম সৈ। মা! আপনারা রাজকুমারকে হত্যা করেছেন। আপনাদের ধরতে না পারলে আমরা সকলেই যে শূলে যাব মা।

সকলে। (জানু পাতিয়া) আমাদের রক্ষা করুন মা!

শূর। মা! এরা ঠিকই বলেছে। আমি রাণার কাছে ধরা দিতে যাব। পৃথ্বী ফিরে এলে তার পাণিগ্রহণ ক'রো।

তারা। কি বলছেন বাবা?

শূর। ঠিকই তো বলছি মা। আমি নরহত্যা করেছি, রাজহত্যা করেছি।

তারা। সে ত আপনার কন্যার ধর্ম্মরক্ষার্থে পিতা!

শূর। হ'ক—তবু আমি অপরাধী। আর যদি নির্দ্দোষ হই, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন। বাধা দিও না মা—আমাকে তুমি তো জান? (সৈনিকগণকে) তোমরা যুবরাজের দেহ এই পালঙ্কের ওপর শায়িত করে বহন করে লয়ে এস। মা, আমার অশ্ব সজ্জিত ক'রে দেবে এস। (উভয়ের প্রস্থান)

(সৈনিকগণ শূরতানরাজের আজ্ঞা পালন করিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর রাজসভা। কাল—মধ্যাহ্ন।

(সিংহাসন শূন্য ছিল। রাণা রায়মল্ল সিংহাসন নিম্নে একটী আসনের উপর বসিয়াছিলেন। সভার মধ্যস্থলে চারণী দাঁড়াইয়াছিলেন।)

চার। মহারাণা! শুনেছি আপনি ন্যায়পরায়ণ। আমার প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী শুনলেন—অত্যাচারীকে দণ্ড প্রদান করুন।

রায়। চারণী!

চার। আদেশ করুন মহারাণা।

রায়। উপরে অনন্ত আকাশ, তার অন্তরালে সর্ব্বদর্শী ভগবান, নিম্নে ভগবতী বসুন্ধরা, আর তোমার আশে পাশে এই সব পুণ্যাত্মা বীর। মিথ্যা ব'ল না।

চার। বুঝলাম—আপনার কনিষ্ঠ পুত্রের বিরুদ্ধে আপনার নিকট অভিযোগ নিয়ে এসে অন্যায় ক'রেছি।

রায়। না চারণী, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার চন্দ্র সূর্য্য খসে গেছে—শুকতারা অবলম্বন ক'রে বসে আছি। কাল তার অভিষেক—আশে পাশে নহবত বেজে উঠেছে, প্রাসাদ দীপাবলী-সজ্জিত, দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট স্থাপিত—আর এখন তুমি এ কি অভিযোগ নিয়ে এলে মা!

চার। আজ না আনলে কাল কার কাছে এ অভিযোগ উপস্থিত করব মহারাজ! কাল তো ঐ সিংহাসনে সেই পাপীর স্থান হবে। ঈশ্বর! ঈশ্বর! মহারাণা বললেন তুমি আজকের

এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করছ ! তুমি যদি থাকো তবে মেবার সিংহাসনের পবিত্রতা এমন করে কলুষিত হ'তে দিও না।

দক্ষজীর প্রবেশ।

দক্ষ। ঈশ্বরের অভিশাপ বহু পূর্ব্বে তার শিয়রে বজ্র নিক্ষেপ করেছে মহারাজ।

রায়। কি—তুমিও তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ ?

দক্ষ। সত্য বলছি মহারাজ। আজ আর মিথ্যা ব'লে কোন লাভ নেই।

রায়। (সভাসদবর্গের প্রতি) এই ব্যক্তি সেদিন আমায় দুর্গ হতে নিয়ে গিয়েছিল। এই সেদিন আমায় রাজপুত্রদের কলহের সংবাদ দিয়েছিল।

১ম সভা। তুমি তাহ'লে সেদিন মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিলে ?

দক্ষ। হাঁ্যা সভাসদবৃন্দ। আমি জয়মল্লের শিক্ষামত কার্য্য করেছিলাম।

রায়। তাহ'লে জয়মল্লের এ একটা ষড়যন্ত্র, সিংহাসনের জন্য ? আর তুমি সেই কুচক্রীর সাহায্যকারী ?—মন্ত্রী ! সূর্য্যমল্লকে ডাক। অভিষেক-উৎসব বন্ধ করে দাও। চারিদিকে চতুর অশ্বারোহী দূত প্রেরণ কর, নির্ব্বাসিত রাজপুত্রদের সন্ধানের নিমিত্ত। যাও, বিলম্ব ক'র না।

(মন্ত্রী অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।)

রায়। জয়মল্ল এখনও মৃগয়া থেকে ফিরে আসে নি—সে এলে তাকে শৃঙ্খলিত ক'রে আমার কাছে লয়ে আসবে, বুঝলে কৃষ্ণজী !

২য় সভা। যে আজ্ঞা মহারাণা।

রায়। আর এই মিথ্যাবাদী ষড়যন্ত্রকারীকে শৃঙ্খলিত করে

কারাগারে রক্ষা কর। একজন অশ্বারোহী সৈনিককে বাইমান-পতি সিলাইদির নিকট প্রেরণ কর। এ ব্যক্তি তা'র অনুচর, সুতরাং তার সম্মুখে এর বিচার হবে। আপাততঃ যতক্ষণ না সূর্য্যমল্ল আসে, তুমি এই সয়তানের পার্শ্বে এসে দাঁড়াও গজসিংহ।

(একজন সভাসদ অভিবাদনানন্তর দক্ষজীর পার্শ্বে দাঁড়াইল)

চারণী। মা! জয়মল্লের প্রতি কিরূপ শাস্তি বিধান করলে তুমি সন্তুষ্ট হবে?

চার। মহারাণা, জয়মল্লের দুরাশা, সফলতার মুখে এই রকম ভাবে নষ্ট হ'য়ে গেলে সে যে শাস্তি মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করবে, মহারাণা বোধ হয় তার চেয়ে কঠোর শাস্তি তাকে দিতে পারবেন না। আমি চাই মেবা'রের এই পুণ্য সিংহাসনে এক ন্যায়বান, বীর, সত্যনিষ্ঠ, দয়ালু রাজার অধিষ্ঠান। কুমার সঙ্গ এই সমস্ত গুণে গুণবান; এ সিংহাসন তারই যোগ্য। অধীনার আর কোন অভিযোগ নেই। মহারাণার জয় হ'ক—আমি চল্লুম।

(সকলে অভিবাদন করিল; চারণীর প্রস্থান।)

১ম সভা। আমরা চারণীর এই কথাগুলি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কুমার সঙ্গ মেবারের রত্নবিশেষ।

২য় সভা। মহারাণা! আমাদের মর্ম্মাহত প্রাণে আজ আবার আনন্দ সঞ্চার হচ্ছে। আবার আমরা আমাদের গৌরবের জিনিস ফিরে পাব। (মন্ত্রীর প্রবেশ)

রায়। তুমি একা যে—সূর্য্যমল্ল কই?

মন্ত্রী। মহারাণা, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

রায়। কি—কি হয়েছে? সূর্য্যমল্ল ভাল আছে ত?

মন্ত্রী। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু একি দুঃসংবাদ বহন করে আনলাম মহারাজ!

রায়। কি—কি শীঘ্র বল।

মন্ত্রী। সেনাপতি সূর্য্যমল্ল আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছেন। চিতোর দুর্গের প্রায় সমস্ত সৈন্যই তাঁর সহিত যোগদান করেছে।

রায়। তুমি তার সঙ্গে দেখা করেছিলে? তাকে বলেছিলে যে রায়মল্ল তার সাক্ষাত চায়?

মন্ত্রী। না মহারাণা। তাঁকে সংবাদ দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন না। বাইমান-পতি সিলাইদি তাঁ'র পক্ষ লয়েছেন। তিনিই আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলেন।

রায়। তিনি কি বল্লেন? এ যুদ্ধ বন্ধ হয় না?

মন্ত্রী। এইরূপ সূর্য্যমল্লের অভিপ্রায়। মেবারের সীমাপ্রান্তে তিনি ইতিমধ্যেই সৈন্যসংস্থান করেছেন। বাহির হতে কোনরূপ সাহায্যের পথ রুদ্ধ। শীঘ্রই চিতোর অবরুদ্ধ হবে। সৈন্যচালনা আরম্ভ হয়েছে।

রায়। বাঃ! বাঃ! বা রাজপুতানা! আমি শুধু এই ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ থামাবার জন্য সঙ্গ আর পৃথ্বীকে নির্ব্বাসিত করেছিলাম। মেবারের ইতিহাসে কলঙ্কের ছাপ লাগবার ভয়ে আমার দুটী হস্তই আমি বর্জ্জন করেছিলাম। কিন্তু ঈশ্বরের কি চমৎকার কৌশল দেখ মন্ত্রী, সেই ভ্রাতৃবিরোধ আবার উপস্থিত।

দক্ষ। সে ত আপনারই দোষে মহারাণা।

রায়। আমার দোষ? পাপিষ্ঠ তোরাই তো এই অনর্থের মূল। ক্ষতবিক্ষত দেহ লয়ে সেই কুচক্রী জয়মল্ল আমার কাছে ন্যায়-

বিচার প্রার্থনা করেছিল। আমি তো জানি নি যে তার ভিতর এত চক্রান্ত! আমি তো জানি নি যে সুধাভ্রমে আমি গরলপান করছি! —কালসর্প হৃদয়ে ধারণ করেছিলাম, দংশনের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি। আমি তাকে কিছুতেই মার্জ্জনা করব না। নির্জ্জন কারাগারে তাকে আবদ্ধ করে রাখবো।

দক্ষ। সে আপনার দণ্ডাজ্ঞার বাইরে চলে গেছে মহারাণা।

রায়। এখনও সে আমার অধীন। এখনও এ সিংহাসনে তাকে অভিষিক্ত করি নি। যতক্ষণ না আমার নির্ব্বাসিত পুত্রগণ ফিরে আসে, ততক্ষণ আমি এই সিংহাসনে ব'সব।

(সিংহাসনে উপবেশন)

দক্ষ। আপনিই বসে থাকুন মহারাণা, সে আর আসবে না।

রায়। কেন আসবে না? সিংহাসনের লোভ—

দক্ষ। এ পৃথিবীর সঙ্গে আর তা'র কোন সম্পর্ক নেই মহারাজ! যুবরাজ জয়মল্ল অনেকক্ষণ এ পৃথিবী হ'তে বিদায় গ্রহণ করেছে।

রায়। কি বললি দুর্ম্মুখ?

দক্ষ। কুমার জয়মল্ল নিহত হয়েছেন।

রায়। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া) দেখ্ শয়তান—শত অপরাধী হ'লেও সে আমার পুত্র।

দক্ষ। আর সে আপনার কেহ নয় মহারাণা!

রায়। সর্দ্দার ওর রসনা উৎপাটিত করে দাও—মিথ্যাবাদী!

(শূরতান-রাজের প্রবেশ।)

শূর। মিথ্যাবাদী নয় মহারাণা। আমিই আপনার পুত্রের হত্যাকারী।

রায়। তুমি? তুমি? কে তুমি?

শূর। আমি শূরতান-রাজ। মহারাণা! হত্যাকারীকে দণ্ড দিন।

(রায়মল্ল ললাটে হস্তার্পণ করিয়া সিংহাসনের উপর বসিয়া পড়িলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার মুকুট মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিলেন। একজন সভাসদ তাহা কুড়াইয়া লইল।)

শূর। দণ্ড দিন মহারাণা!

(রায়মল্ল উভয়হস্তে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। মন্ত্রী ছুটিয়া গিয়া রাণার পরিচ্ছদ শিথিল করিতে লাগিলেন)

রায়। ঈশ্বর! ঈশ্বর! এই মুহূর্ত্তগুলো যেন স্বপ্ন হয়! হে শঙ্কর! এ সংবাদগুলো যেন মিথ্যা হয়! আমায় এমন ক'রে শাস্তি দিও না—ওঃ!

দক্ষ। (স্বগত) আমার অট্টহাস্য করতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। কাঁদে, কাঁদে—সবাইকে কাঁদতে হয়। শুধু দীনহীন দরিদ্ররাই কাঁদে না। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতিকেও কাঁদতে হয়। কাঁদো রায়মল্ল, আমিও একদিন কেঁদেছিলাম—তোমারই সিংহাসন তলে কেঁদেছিলাম। তুমি 'বাতুল, মিথ্যাবাদী' ব'লে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আমি যে দরিদ্র ছিলাম, তাই আমার কান্নাগুলো উপেক্ষা ক'রেছিলে। আমার সেই সব অশ্রু অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হ'যে গেছে। আমি দেখব সে গুলো কেমন দাহিকা শক্তি ধারণ করে,—দেখব, আর হাসব —দেখব আর হাসব!

রায়। বল শূরতান-রাজ, কেন তুমি আমার পুত্রকে হত্যা করেছ। পুত্রহত্যার বিচার করি—বোধ হয় এই আমার শেষ বিচার-

কার্য্য মন্ত্রী! এ সিংহাসন অভিশপ্ত হয়ে গেছে। এ সিংহাসনের ছায়াও আর আমার সইবে না।

শূর। মহারাণা! আমি আপনার পুত্রকে স্বহস্তে বধ করেছি। বাইরে তার দেহরক্ষীরা মৃতদেহ মস্তকে লয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হত্যা করেছি, তার উপযুক্ত শাস্তি দিন। আমার অধিক কিছু বলবার নেই।

রায়। আমি রাণা রায়মল্ল, লোকে বলে আমি নিক্তি ধরে বিচার করি। বল তুমি কেন তাকে হত্যা করেছ।

শূর। মহারাণা! তবে শুনুন। আপনার পুত্র আমার কন্যার পাণি-প্রার্থী হ'যে এই ব্যক্তিকে আমার নিকটে প্রেরণ করেছিল। আমার কন্যার বিবাহের এক পণ ছিল, যে কোন ক্ষত্রিয় আমার হৃতরাজ্য উদ্ধার করবে, সেই আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করবে—এই পণ। কুমার জয়মল্লকে সে কথা জ্ঞাপন করায়, তিনি রাজ্যোদ্ধার করতে স্বীকৃত না হয়ে শুধু আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন। আমি অস্বীকৃত হই। অস্বীকার করবার দ্বিতীয় কারণও ছিল। তারাবাই আপনার মধ্যমপুত্র পৃথ্বীরাজের বাগ্‌দত্তা। সেই নির্ব্বাসিত বীর আমার একশত ভীল সেনার সাহায্যে আমার শত্রুকুলকে পরাস্ত করেছে। আমার কন্যা তাকেই পতিত্বে বরণ করবার অভিলাষ প্রকাশ করেছিল। সেইজন্য দক্ষজীর প্রস্তাবে আমি অসম্মত হ'য়েছিলাম। বিফল হ'য়ে কুমার জয়মল্ল রাত্রিযোগে আমার কন্যার কক্ষে প্রবেশ করে, তাকে বন্ধন করে। শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়; বাইরে এসে দেখি আপনার পুত্র আমার বন্দিনী কন্যাকে আকর্ষণ করছে। কন্যার ধর্ম্মরক্ষার্থে আমি তখন সেই ব্যভিচারীকে

বর্শাবিদ্ধ করি। আমার অকলঙ্ক বংশের গৌরব চক্ষের সম্মুখে নষ্ট হয় দেখে জ্ঞান-হারা হয়েছিলাম। আর তাকে হত্যা না করলে বোধ হয় আমার কন্যার ধর্ম্মরক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠত মহারাণা। সমস্ত ঘটনা স্বরূপ বললুম—আমায় দণ্ড দিন।

রায়। শূরতান-রাজ তোমার সেই কন্যা কোথায় ?

শূ। সে সেই বন-প্রান্তে আপনার মধ্যমপুত্রের অপেক্ষায় বসে আছে।

রায়। শূরতান-রাজ! তুমি কিরূপ শাস্তি প্রার্থনা কর ?

শূর। হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যু।

রায়। (সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া) আচ্ছা তোমরা কেউ বলতে পার—মহামূল্য মনি বড়, না সেটা যার কণ্ঠে থাকে, সে বড় ? সিংহাসন বড়, না সিংহাসনের ওপর যে বসে আছে সে বড় ? তবে কেন লোক মানুষের আদর না করে তার ঐশ্বর্য্যের আদর করে —কেন সাঁচ্চা ফেলে ঝুটার গুণকীর্ত্তনে মত্ত হয় ? শূরতানরাজ! তুমি আজ শাস্তিভিক্ষা করতে এসেছ, কেনন৷ তুমি রাজপুত্র হত্যা করেছ—মেবারের সব চেয়ে ঐশ্বর্য্যশালীর প্রিয়পুত্রকে হত্যা করেছ। কিন্তু হে বন্ধু, তুমি যে একটা হত্যায় কোটী হত্যা নিবারণ করেছ. নিজের কন্যাকে রক্ষা করতে গিয়ে কোটী নারীর সম্মান রক্ষা করেছ। তুমি যে একজনকে শাস্তি দিয়ে কোটী লোকের নির্য্যাতনের পথ বন্ধ করে দিয়েছ। তবু—তবু তোমায় শাস্তি দিতে হবে, কেন না তুমি নরঘাতক। এস, গ্রহণ কর—তোমার শাস্তি গ্রহণ কর। তোমার শাস্তি আমার এই উন্মুক্ত বক্ষের আলিঙ্গন।

শূর। মহারাণা! মহারাণা। (আলিঙ্গন)।

তৃতীয় দৃশ্য।

বনপথ। কাল—প্রদোষ।

পৃথ্বীরাজ, তারাবাই।

পৃ। এখন উপায় কি তারা! চারিদিকে সতর্ক সৈন্যের সজীবতা। চিতোরে প্রবেশ করবার তো কোন উপায় নেই।

তা। তোমার এ ছদ্মবেশ খুলে ফেল প্রিয়তম। তোমাকে চিতোরের কে না জানে? তোমায় দেখলে সকলেই পথ ছেড়ে দেবে।

পৃ। তা যে হয় না তারা। আমি যে নির্ব্বাসিত। চিতোরী প্রাণ বলি দেয় তবু রাজার আদেশ লঙ্ঘন করে না। তার ওপর এ সব আমারই শিক্ষিত সেনা। আমি আর পিতৃব্য একদিন এদের যে সব শিক্ষা দিয়েছি, আজ সে সমস্ত উপদেশের বিরুদ্ধাচরণ এদের কাছে কিরূপে প্রত্যাশা করি!

তা। তবে চল, ফিরে যাই।—পিতা! পিতা! আর তোমার সঙ্গে দেখা হল না। তুমি যদি স্বর্গে থাক, আমার এই আকুল আহ্বান যেন তোমায় ব্যথা না দেয়। অনেক জ্বলেছ—আমার মুখ চেয়ে অনেক যন্ত্রণা তুচ্ছ করেছ। ঘুমাও—ঘুমাও, আর আমি তোমাকে ত্যক্ত করব না।

পৃ। কেন অন্যায় আশঙ্কায় দুঃখভোগ করছ তারা? পিতা আমার ন্যায়পরায়ণ; তিনি যদি শাস্তি দেন, তাঁকে কারারুদ্ধ করবেন মাত্র।

তা। প্রিয়তম! তোমার কথাই যেন সত্য হয়, তিনি যেন বেঁচে থাকেন।

পৃ। চুপ কর, রঘুয়া আসছে। (জনৈক ভীলের প্রবেশ) কি সংবাদ রঘুয়া? চারিদিকে এত সৈন্যসংস্থানের কারণ কিছু জানতে পারলে?

রঘু। সংবাদ বড় ভাল নয় রাজা। লড়াই বেধেছে, ভায়ে ভায়ে লড়াই।

পৃ। লড়াই?

রঘু। মহারাণার সাথে সূর্য্যমল্লের লড়াই বেধেছে।

পৃ। কে তোমায় এ সংবাদ দিলে? সংবাদ মিথ্যা অথবা তোমার শোনবার ভুল।

রঘু। ভুল নয় রাজা! রঘুয়া কখন ভুল করে নি। মহারাণার বড় বিপদ। রাজা, বড় বিপদ! চিতোর-গড়ে একটীও সওয়ার নেই; সব সূর্য্যমল্লের সঙ্গে মিলেছে। আজ দুপুর রাতে গড়ের ফটক ভেঙ্গে ফেলবে।

পৃ। এখন উপায় কি তারা? বল কোন্ দিক রাখি? একদিকে আমার অসহায় বৃদ্ধ পিতা, আর একদিকে আমার শিক্ষাদাতা গুরু, কোন দিক রাখি! আমি বুঝতে পারছি, চিতোরে আর একটীও সৈন্য নেই, সকলেই পিতৃব্যের ইঙ্গিতে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু আমি যদি একবার সেই সব সৈন্যদলের মধ্যে আমার এই মূর্ত্তিখানা নিয়ে, দাঁড়াই, তাহ'লে নিমেষে পিতৃব্যের স্বপ্ন চূর্ণ করে দিতে পারি। অর্দ্ধেক সৈন্যকে আমি হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছি—তারা আমায় প্রাণের চেয়ে ভালবাসে। বল, বল, প্রতি মুহূর্ত্ত মহা মূল্যবান। শীঘ্র বল কোন দিক রাখি।

তারা। তোমার যা অভিরুচি, আমি তোমার ছায়া মাত্র ; তুমি যেখানে, আমিও সেখানে। আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকু তুমি যে লুপ্ত করে দিয়েছ প্রভু।

পৃ। কে বলে দেবে—কে আমায় যুক্তি দেবে? জন্মদাতা বড় না শিক্ষাগুরু বড়।

তারা। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।

পৃ। কি—কি বল্লে?

তারা। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা। এস আমরা এই সব ভীলসৈন্য লয়ে রণরঙ্গে ঝাপিয়ে পড়ি। এ তো তোমার একার কাজ নয় স্বামিন্, এতে আমারও যে তুল্য অধিকার! তোমার পিতার বিপদ—তোমার পিতা, তিনি কি আমারও পিতা নন্ প্রভু!

পৃ। প্রাণময়ী! এত গুণবতী না হ'লে পৃথ্বীকে মোহিত করেছ?

তারা। রঘুয়া!

রঘু। মা!

তারা। আজ জীবন-মরণ রণ—সেনাপতি সূর্য্যমল্লের সঙ্গে যুদ্ধ —মেবারের অদ্বিতীয় বীরের সহিত যুদ্ধ। পারবে?

রঘু পায়ের ধূলো দে মা—পাহাড় তুড়ে ফেলবো।

পৃ। তবে এসো আর বিলম্ব নয়।

তারা। জয় মা ভবানী।

পৃ। জয় মা ভবানী। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর-দুর্গ-প্রাচীর। কাল—প্রভাত।

(নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি, দামামাধ্বনি, সৈন্যগণের চীৎকার। প্রাচীরের উপর রায়মল্ল। শূরতানরাজ আসিয়া রাণার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন।)

রায়। দেখছ বৈবাহিক, কেমন যুদ্ধ হ'চ্ছে! কাল হয়ত এরা এক সঙ্গে আহার করেছে, একসঙ্গে নিদ্রা গিয়েছে, একই জননীর দুটী বাহু ধরে দুজনে দুধারে নৃত্য করেছে! আচ্ছা, এদের হাত কাঁপে না, চক্ষু বাষ্পে অন্ধ হয়ে যায় না? আমার দেখতে হবে এ সব কি করে সম্ভব হয়।

শূর। মহারাণা! এ বিপদসঙ্কুল স্থান; কোন নিরাপদ স্থান হতে যুদ্ধ দেখবেন চলুন।

রায়। নিরাপদ স্থান শূরতান-রাজ? আমার নিরাপদস্থান এক জায়গায় আছে। কিন্তু তুমি ত আমায় সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না বন্ধু! সেখানে নিয়ে যেতে পারে একজন—সে ঐ বিদ্রোহীদলের নায়ক, সেনাপতি সূর্য্যমল্ল, সে আমার ভাই! আমি তারই আশায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি। সে তার বিজয়গর্ব্বিত মূর্ত্তি নিয়ে আমার সম্মুখে আসুক। আমি আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেব তার তরবারীর নিম্নে। আমি শুধু দেখব তার চোখে জল আসে কি না, তার হাত কাঁপে কি না।

শূর। মহারাণা—দেখুন, সহসা যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল। সূর্য্যমল্লের সৈন্য সমূহ সহসা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। ঐ দেখুন অগ্রগামী সৈন্যদল সহসা স্তব্ধ হয়ে পড়ল। (মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাণা! সূর্য্যমল্লের পশ্চাদ্ভাগ আক্রান্ত। জানি না ক সে অজ্ঞাত বন্ধু, চিতোরের এই বিপদকালে সাহায্যদান করতে সেছে।

রায়। কে আসবে মন্ত্রী, কে আছে?

মন্ত্রী। ঐ দেখুন কি অতুলনীয় ক্ষিপ্রগতিতে তারা সূর্য্যমল্লের ধ্যব্যূহ ভেদ করলে। ঐ—ঐ তারা সূর্য্যমল্লের কামান অধিকার রলে। জয় মা ভবানী, জয় মা ভবানী। (সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। মহারাণা! সেনাপতি সূর্য্যমল্ল রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। মামাদের এদিকের বিপক্ষসেনা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। আমরা অগ্রসর ব কি না সামন্তগণ জিজ্ঞাসা করছেন।

রায়। না; তোমরা অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আমাদের অজ্ঞাত ন্ধুর কোন সংবাদ পাওয়া যায়। আর একটু অপেক্ষা করা যাক— র্য্যমল্লের রণকৌশল বড় জটিল। (সৈনিকের প্রস্থান।)

শূর। ঐ সেনাপতি সূর্য্যমল্ল শ্বেতপতাকার ইঙ্গিতে যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন।

মন্ত্রী। আর ঐ দেখুন মহারাণা, চিতোরের দিকে পৃষ্ঠ রেখে নমেযে কি সুন্দর ব্যূহ রচিত হল। নিশ্চয়ই এ সমস্ত আমাদের অজ্ঞাত বন্ধুর কাজ। দেখুন কি ত্বরিত গতি, কি চমৎকার যুদ্ধপটুতা কি প্রখর উপস্থিত বুদ্ধি!

শূর। যুদ্ধক্ষেত্র হতে দুজন অশ্বারোহী এদিকে আসছে না ন্ত্রী?

মন্ত্রী। হ্যাঁ মহারাজ।

রায়। ওরা সেই অজ্ঞাত যোদ্ধার প্রেরিত দূত নিশ্চয়। চল ন্ত্রী আমরা ওদের অভ্যর্থনা করিগে। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্র। কাল—অপরাহ্ণ।

(দূরে সূর্য্যমল্লের শিবির দেখা যাইতেছিল। সিলাইদি চিন্তামগ্ন-ভাবে পরিক্রমণ করিতেছিলেন।)

সি। চিতোরের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। দক্ষজীর কোন সংবাদ নেই। প্রথম প্রথম সে তো বেশ সংবাদ প্রেরণ করছিল, আজ ক'দিন একেবারে চুপ। সূর্য্যমল্ল ত পরাজয়ের মুখে যুদ্ধ বন্ধ ক'রে দিলেন। এখন আমার কর্ত্তব্য কি? সূর্য্যমল্ল যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তার আর কোন বিপদের ভয় থাকবে না। কিন্তু আমি ক্ষমা চাইতে পারব না। মাথা হেঁট সিলাইদি এ পর্য্যন্ত করে নি, করবেও না। অথচ একা আমার দ্বারা এ যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌বে। সূর্য্যমল্ল ও পৃথ্বী একত্র হলে অবলীলাক্রমে দিল্লী অধিকার করবে, আমি ত তাদের একটা ফুৎকারেরও ভর সইতে পারব না। এখন উপায় কি?—সূর্য্যমল্লকে পুনরায় রাণার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা ভিন্ন আর উপায় নেই। কিন্তু তা'ই বা কি করে সম্ভব হয়।

(দক্ষজীর প্রবেশ।)

দক্ষ। এই যে, চিন্তায় বিভোর। এখনি এর বক্ষশোনিত পান করে তৃপ্ত হতে পারি। কিন্তু তাতে কি লাভ, নিমেষেই ত সব ফুরিয়ে যাবে। মার্জ্জার যেমন মূষিকের প্রাণবধ করে, তেমনি ক'রে আমি একে হত্যা করবো;—পলে পলে, তিল তিল করে—তারপর, তারপর—উঃ সে কি উল্লাস!

সি। আমার এতদিনের এত গোপন আশা, স্বপ্ন ও কল্পনায় যাকে অমরার সম্পদে সাজিয়ে আমার মরমের নিভৃত কক্ষে এত যত্নে রেখে দিয়েছি—এমন করে হতশ্রী হয়ে যাবে? না, অসম্ভব; তা হ'তেই পারে না। (চমকিয়া) কে ও?

দক্ষ। আমি—দক্ষজী।

সি। দক্ষজী? কখন এলে, কি সংবাদ?

দক্ষ। সংবাদ বড় খারাপ মহারাজ। আপনি এ যুদ্ধ হ'তে ক্ষান্ত হন। নইলে আপনার সমূহ বিপদ।

সি। আমার বিপদের জন্য তোমায় চিন্তান্বিত হ'তে হবে না। তুমি কি সংবাদ এনেছ শীঘ্র বল।

দক্ষ। সিংহাসনের জন্য জয়মল্ল যে ষড়যন্ত্র ক'রেছিল, সমস্তই প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে। আমিও যে সেই ষড়যন্ত্রকারীদের একজন, আর আমি যে আপনার অনুচর, এও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আমি বন্দী হ'য়েছিলাম, শূরতানরাজের অনুরোধে রাণা আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

সি। জয়মল্ল এখন কার পক্ষ গ্রহণ করবে? সে কি সিংহাসনের আশা ত্যাগ করবে?

দক্ষ। জয়মল্ল নিহত।

সি। নিহত? যুদ্ধে না কি?

দক্ষ। শূরতানরাজের কন্যা তারাবাইকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করতে গিয়েছিলেন। শূরতান তাকে হত্যা করেছে।

সি। হত্যা করেছে? তারাবাইকে লাভ করতে পারে নি? মূর্খ সে।

দ। কাজেই।

সি। মূর্খ নয়? তুমিই বল না। রমণী লাভ বড়লোকের একটা খেলা বই ত নয়। মূর্খ কি না তার জন্ম প্রাণ বলি দিলে?

দ। আপনি হ'লে কি করতেন মহারাজ?

সি। আমি হ'লে—হুঁঃ, সে 'ত তুমি এই কয়েক বৎসর আমার কার্য্যে নিযুক্ত হয়ে বুঝতে পেরেছ। জয়মল্ল চুরি করবার আগে শূরতানের নিকট প্রস্তাব করেছিল বোধ হয়?

দ। করেছিল।

সি। শূরতান মত দেয় নি, নয়? আমি হলে আগে সেই শূরতানকে বন্দী করতাম। তারপর তারই সমক্ষে (অট্টহাস্য) —শূরতান যন্ত্রণায় মৃত্যু প্রার্থনা করত, আর আমি ধীর গম্ভীরভাবে তারই সম্মুখে তা'র কন্যার অধরোষ্ঠে চুম্বন করতাম।—আমার ওটা একটা বিলাস বুঝলে দক্ষজী?

(দক্ষজী সহসা সমুদ্র তরঙ্গের মত ফুলিয়া উঠিল। তরবারী স্পর্শ করিল। তারপর আপনাকে সংযত করিতে চেষ্টা পাইল।)

কি হ'লো তোমার, অমন করছ কেন?

দ। কিছু না মহারাজ! ও একটা ব্যথা মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। তারপর, এখন উপায়?

সি। আমিও সেই কথা ভাবছি। উপায় কি? সূর্য্যমল্লকে নষ্ট ক'রবার এত চক্রান্ত, এত আয়োজন সব।বৃথা হ'ল? সে বেঁচে থাকলে আমার যে কোন উপায় নেই দক্ষজী। সূর্য্যমল্ল যে আমার উন্নতিপথের প্রধান অবরোধ। দক্ষজী! দক্ষজী! এই ঝোপটার আড়ালে দাঁড়াও।—শীঘ্র—সূর্য্যমল্ল আসছে। (দক্ষজী তাহাই করিল।)

(সূর্য্যমল্লের প্রবেশ।)

সূ। এই যে সেনাপতি সিলাইদি। আর যুদ্ধক্ষেত্রে কেন, বিশ্রাম করবেন আসুন।

সি। পরাজয়ের মুখে যুদ্ধ বন্ধ ক'রে কলঙ্কের বোঝা মাথায় চাপিয়ে সেনাপতি সূর্য্যমল্ল বিশ্রাম আশা করেন, এ আমার নূতন অভিজ্ঞতা!

সূ। এ পরাজয়ে যে আমার কত আনন্দ, তা তুমি কি বুঝবে সিলাইদি? শৈশবে যা'রা আমার দুই হাঁটুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার তুড়িতে তালে তালে নৃত্য করেছে, কৈশোরে যা'রা আমার নিকট অস্ত্রখেলা শিখেছে, যৌবনে যারা আমার নিকট রাজনীতির গূঢ় রহস্যভেদ শিক্ষা করেছে, তাদেরই একজন আজ আমায় যুদ্ধে পরাস্ত ক'রেছে—এ আমার কি আনন্দ, কি উল্লাস তা তোমায় কি করে বোঝাব সেনাপতি!

সি। আমি সেই জন্যই আরও আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছি। শৈশবে যাদের কোলে পিঠে ল'য়ে বেড়িয়েছেন, যৌবনে যাদের রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়েছেন, আর আজ যা'দের জন্য ভায়ের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করেছেন, সেই তা'রা অবহেলে আপনার সৈন্যদল আক্রমণ করলে, আর আপনি—

সূ। আর আমি সেই অকৃতজ্ঞকে ক্ষমা করছি—কেন ক্ষমা করছি জান? তারা আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে বলে। যত আমার মনে হ'চ্ছে যে পৃথ্বী আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে, ততই আমি তা'র প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ছি। কি মহান্, কি উদার সে, আর কি গৌরব আমার যে সেই পৃথ্বী আমারই শিষ্য। তুমি বুঝতে পারবে না সিলাইদি—আমার আনন্দের গভীরতা তোমার উপলব্ধি হবে না। তুমি কখনও এমন শিষ্য লাভ কর নি। এস আমার শিবিরে

এস। পৃথ্বী আমার সহিত সাক্ষাৎ করতে আসছে। তার অভ্যর্থনার আয়োজন করি গে এস। (প্রস্থান)

সি। পৃথ্বী আসছে? তা'র অভ্যর্থনার আয়োজন? না এর ভেতর কিছু আছে বোধ হয়। আর যদিই কিছু না থাকে, আমি সে শূন্যতা পূর্ণ ক'রে দেবো। দক্ষজী! দক্ষজী! শীঘ্র বেরিয়ে এস। (দক্ষজীর তথাকরণ) হ'য়েছে! এ যুদ্ধ বন্ধ হবে না, হ'তে দেবো না। ঐ পাহাড়ের ওপর যে মন্দির দেখতে পাচ্ছ, ও মন্দির নয়,—আমার অস্ত্রাগার। আমার অশ্ব নিয়ে তুমি এখনি ঐখানে যাও। এই অঙ্গুরী দেখালে মন্দিররক্ষক তোমায় একশত অশ্বারোহী সেনা ও তদুপযোগী অস্ত্র শস্ত্র দেবে। তুমি সেই সব সেনা ল'য়ে এইখানে এস; এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র না।—পৃথ্বী চিতোরে গেছে, আজ রাত্রে আর সে আসছে না। যাও—বাকী সব আমি ঠিক করব।

(উভয়ের ভিন্ন দিকে প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চিতোর দুর্গ। কাল—প্রভাত।

(দরবার গৃহ। সুসজ্জিত সিংহাসন। কক্ষের চারিভিতে পুষ্পমাল্য। নর্ত্তকীরা নৃত্যগীত করিতেছিল।)

গীত।

দূর ক'রে অভিমান—
আয় সখি আয় দলে দলে দলে
আয় সখি আয় তালে তালে তালে
পঞ্চমে তুলি' তান।
কঠোর গলিয়া হ'য়েছে তরল
পাষাণ ভেদিয়া উঠে জল দল
কেটে গেছে নিশা, ফুটিয়াছে উষা
আলোক পরশে, ধরণী সরসা
পাপিয়া গাহিছে গান।
ছাড় সখি ছাড় জড়তা তোর
মুছে ফেলে দে অলসতা ঘোর ;
শিঞ্জি নূপুর—হাস্যে লাস্যে
মাতাই ভুবনখান।

(তারাবাই ও রায়মল্লের প্রবেশ।)

রায়। এই দেখ মা, আমার বিজয়ী পুত্রের জন্য কি পুরস্কারের আয়োজন ক'রেছি।

তারা। বাবা! এই আপনার বিজয়ী পুত্রের পুরস্কার?

রায়। হ্যাঁ মা।

তারা। অন্য কোন পুরস্কার ছিল না কি পিতা?

রায়। তাকে আর কি দেবো মা? ষড়যন্ত্রকারীর কুহকে ভুলে তা'কে আমি রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত করেছিলাম। সে নিজ বাহুবলে মেবার অধিকার করেছে।

তারা। যুদ্ধজয়ের গৌরবটুকু ছাড়া তিনি নিজের জন্য আর ত কিছুই রাখেন নি মহারাণা।

রায়। বিনাদোষে তাকে যে শাস্তি দিয়েছিলাম তা'র ত একটা প্রায়শ্চিত্ত চাই। এই সিংহাসনে তোমাদের দুজনকে বসিয়ে আমি জন্মের মত মেবারকে অভিবাদন করব।

তা। আর যদি তিনি আপনার এ দানে প্রত্যাখ্যান করেন?

রা। এই অতুল ঐশ্বর্য্য, অসীম সম্মান সে প্রত্যাখ্যান করবে? আমি স্বহস্তে দিচ্চি—সে প্রত্যাখ্যান করবে?

তারা। তাঁর এ সিংহাসনে অধিকার কি পিতা?

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বী। ঠিক বলেছ তারা! আমার এ সিংহাসনে অধিকার কি পিতা?

রায়। কেন, বিজয়ীর অধিকার!
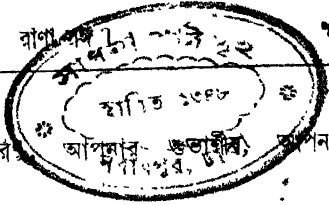
পৃ। সেনাপতি জয় করে রাজার জন্য; নিজের জন্য নয়।

রা। আমি রাজ্যভার ত্যাগ করেছি। তুমি রাজশূন্য রাজ্য জয় ক'রেছ

পৃ। সে শুধু আমার অগ্রজের জন্য পিতা।

তা। আপনার বিজয়ী পুত্রকে অন্য পুরস্কার দিন না কেন পিতা!

রা। কি সে মা ?

তা। আপনার চরণ-রেণু, আপনার শুভাশীষ, আপনার স্নেহচুম্বন!

রা। মা! না! তুই এখনও সন্তান কি জানিস নে। বিপদের আধার এই সংসার-অরণ্যে কা'র শুভেচ্ছা দুর্ভেদ্য বর্ম্মের আবরণে অহনিশ তোদের যেবে রেখে দিয়েছে জানিস নে। সন্তান যখন বক্ষের ওপর ছুরি ধরে, তখনও সে পিতার আশীর্ব্বাদ হ'তে বঞ্চিত হয় না। আমার শুভাশীষ, আমার স্নেহচুম্বন—সে কি আজ নূতন ক'রে দিতে হবে? (বক্ষবস্ত্র উন্মোচন; রাণার কণ্ঠলগ্ন একখানি চিত্র ঝুলিতেছিল) এই দেখ মা—এ কাদের ছবি! নির্ব্বাসিত ক'রেও বক্ষে রেখে দিয়েছি। গোপনে, বিরলে আমি এদের চিত্রগুলি চুম্বনে ভরিয়ে দিই, আর যোড়করে উদ্ধমুখে ঈশ্বরকে বলি, 'হে শঙ্কর! একবার চিত্রগুলি সজীব হ'য়ে উঠুক—একবার, একবার মাত্র!'

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। মহারাণা! সমূহ বিপদ!

রা। কি মন্ত্রী? আবার এখনও বিপদ? এতেও আমার প্রায়শ্চিত্ত হয় নি? বল, শীঘ্র বল কি হয়েছে!

মন্ত্রী। সূর্য্যমল্লের সৈন্যগণ শ্বেতপতাকার অবমাননা ক'রে সহসা আমাদের সৈন্যদল আক্রমণ করেছে।

পৃ। কি? অন্যায় যুদ্ধ? পিতৃব্যের এই আচরণ? রঘুরা!

(রঘুরার প্রবেশ)

আমার অশ্ব সজ্জিত করো।

রঘু। দ্বারে অশ্ব প্রস্তুত রাজা।

তারা। রঘুয়া! সেনাপতি সূর্য্যমল্লের রণভেরী আবার বেজে উঠেছে। তোমাদের রাণা আবার বিপন্ন হয়েছেন।

রঘু। প্রভুর একটা কেশ কেউ স্পর্শ করলে ঐ পাহাড় উপ্‌ড়ে তা'র মাথায় চাপিয়ে দেবো।

তারা। তবে চল, উল্কা বেগে।

রায়। মা, তুই কোথায় যাবি মা? তোর নবনীত-কোমল দেহ লয়ে—

তারা। আমি শুধু দেখব পিতা, আমি বেঁচে থাকতে তা'রা কেমন ক'রে আমার সৈন্যদলকে পরাস্ত করে।

(রায়মল্ল ও মন্ত্রী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

রায়। ভাই ভায়ের বক্ষে ছুরী ধরেছে, পিতা সন্তানের তরবারীর লক্ষ্যস্থল হয়েছে, আর উপর হতে জগদীশ এই দেশটার উপর পুষ্পবৃষ্টি করছেন, কি বলো মন্ত্রী? এস আর একবার প্রাচীর হ'তে যুদ্ধ দেখি গে।

সপ্তম দৃশ্য।

রণস্থলের একপার্শ্বে। কাল -অপরাহ্ন।

দক্ষজী ও পার্ব্বতীর প্রবেশ।

দক্ষ। ঐ সূর্য্যমল্লের বস্ত্রাবাস দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তুমি ওদিকে যেও না—সিলাইদির সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারবে না। ঐ লতাগুল্মের আড়ালে অপেক্ষা কর—এখনি তার সঙ্গে সাক্ষাত হবে। সিলাইদির চক্রান্তের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁকে বলো; আমি তোমার কাছেই থাকবো। পরে যদি আবশ্যক হয়, আমি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হব না। যাও। (উভয়ের ভিন্নদিকে প্রস্থান)

জনৈক সর্দ্দার ও সূর্য্যমল্লের প্রবেশ।

সূ। যতক্ষণ না তোমরা বলবে কে পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করেছিল, কে শ্বেতপতাকার অবমাননা করে যুদ্ধের আদেশ দিয়েছিল, ততক্ষণ তোমাদের সাহায্যার্থে আমি একটী অঙ্গুলিও তুলবো না। যুদ্ধের প্রারম্ভেই আমি তোমাদের সকলের কাছেই আমার মনোভাব সরলভাবে ব্যক্ত ক'রেছিলাম। বলেছিলাম, এ যুদ্ধ আমার নিজের স্বার্থের জন্য নয়;—যথার্থ রাজ্যাধিকারী অকারণে নির্ব্বাসিত, তারই জন্য এই সংগ্রামের অবতারণা; তাই আমি পৃথ্বীরাজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা আমার অনুমতির বিরুদ্ধে শ্বেতপতাকার অবমাননা ক'রে পৃথ্বীরাজের সৈন্যদলকে আক্রমণ করেছ। তোমরা যে অপরাধ ক'রেছ, তা'র উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যু। তোমাদের সে মৃত্যুর গ্রাস হ'তে আমি কিছুতে রক্ষা করবো না।

সর। বিশ্বাস করুন সেনাপতি—দোহাই আপনার—আমাকে

আপনি বিশ্বাস করুন। আপনার সৈন্যদলের মধ্যে কেহই এ অন্যায় যুদ্ধ করেনি। আমি যত দূর জানি, সিলাইদি যে দলের অধিনায়ক ছিল সেই দলই প্রথম পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করে।

স্থ। সিলাইদির নিজের সৈন্য নয় তারা তারা আমারই সৈন্য। তারা আমার পদস্পর্শ ক'রে বলেছে যে এ যুদ্ধে তারা একটী অঙ্গুলিও তোলে নি।

সর। কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখেছি—

স্থ। ভুল দেখেছ। সিলাইদিকে তোমাদের সকলের উপর স্থান দিয়েছি ব'লে ঈর্ষায় তার নামে এই অপবাদ দিচ্ছ। তোমরা অতি নীচ।

সর। আমরা এতদূর অবিশ্বাসের পাত্র?

স্থ। যাও, এখন সত্য সংবাদ নিয়ে এস তোমাদের রক্ষা করবো।

সর। সেনাপতি! অক্ষম আমি, আমায় বিদায় দিন। কিন্তু মনে রাখবেন সেনাপতি মেবারের কি সর্ব্বনাশ সাধন করলেন। যে বীরবৃন্দ আজ বিনা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্চে তাদের সমকক্ষ সৈন্য সমস্ত হিন্দুস্থানে নেই। আপনি অন্যায় অবিচারে তাদের হত্যা করলেন। মেবারের ভবিষ্যৎ অতল অন্ধকারে ডুবিয়ে দিলেন। স্মরণ রাখবেন যে আপনি শুধু ভ্রাতৃদ্রোহী নন—আপনি দেশদ্রোহী; নরকেও আপনার স্থান নেই। (প্রস্থান)

স্থ। মিলনের মধুর রাগিণী একটী মাত্র ঝঙ্কার তুলতে না তুলতে অস্ত্রের ঝনঝনায় তার কণ্ঠ চেপে ধরেছ—তোমাদের আমি ক্ষমা করব না।

(সশস্ত্রা পার্ব্বতীর প্রবেশ)

পা। কিন্তু ক্ষমা করতেই হবে প্রভু! প্রভু! রক্ষা করুন—এ ভীষণ হত্যা নিবারণ করুন।

সূ। প্রয়োজন নেই—কোন প্রয়োজন নেই। একি পার্ব্বতী, তুমি?

পা। হ্যাঁ প্রভু। প্রভু! মেবারের ভাগ্যচক্র আপনার করতলে; দোহাই আপনার তাকে রক্ষা করুন। কুচক্রী, শঠ কাপুরুষের হস্ত থেকে মেবারকে রক্ষা করবার জন্য ভ্রাতৃদ্রোহী হয়েছেন; আজ এক লম্পট তার কলুষ-স্পর্শে মেবারের রাজদণ্ড কলঙ্কিত করতে চায়। হে মহানুভব বীরপুরুষ! মেবারকে রক্ষা করুন। সিলাইদির সিংহাসন লাভ-আশায় ভস্ম আরোপ করুন।

সূ। সিলাইদির সিংহাসন-লাভ-আশা? তুমি কি বলছ পার্ব্বতী?

পা আমার সঙ্গে আসুন, আমি সব বুঝিয়ে দিচ্চি।

(উভয়ের প্রস্থান)

দক্ষজী ও সিলাইদির প্রবেশ।

সি কে গেল সূর্য্যমল্লের সঙ্গে? দক্ষজী সন্ধান নিতে পার?

দ। কোন সর্দ্দার বোধ হয়।

সি. দূর মূর্খ! কৃষ্ণ কেশরাশি বর্ষার নীরদমালার মত তার পৃষ্ঠদেশ ছেয়ে রেখেছিল; মুখখানি দেখতে পাইনি, কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্চি অসীম রূপবতী ঐ রমণী। দেহে তার যৌবনের কোলাহল উঠেছে। দক্ষজী! তুমি একবার সন্ধান নিতে পার?

দ। আপনি তাহ'লে এই স্থানে অপেক্ষা করুন, আমি সন্ধান নিয়ে আসি।

সি। আচ্ছা। (দক্ষজীর প্রস্থান) কি সৃষ্টিই করেছ তুমি ভগবান! নারীর কাছে প্রাণেরও কোন মূল্য নেই। কি

অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী ঐ তারাবাই। একবার, শুধু একটিবার তাকে দেখেছি—অশ্বপৃষ্ঠে মুক্ত তরবারী হস্তে সৈন্য চালনা করছিলো। সুন্দর, সুন্দর—অতি সুন্দর!

(নেপথ্যে—'এই দিকে, এই খানে')

কে ও—তারাবাই? হাঁ সেই ত বটে। একাকী—যুদ্ধ করতে করতে এসে পড়েছে—সৈন্যরা সঙ্গ নিতে পারেনি। এই ত সুযোগ। (অশ্বপৃষ্ঠে তারাবাইয়ের প্রবেশ)

তা। অস্ত্র ফেলে দাও, তুমি আমার বন্দী। (সিলাইদি পলকহীন দৃষ্টিতে তারার মুখপানে চাহিয়া রহিল)

ফেল অস্ত্র।

সি। কি সুন্দর—কি সুন্দর! (নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রঘুরা প্রভৃতি ভীল সৈন্য রূপোন্মত্ত সিলাইদিকে ঘেরিল)

সুন্দরী! যে মুহূর্ত্তে তোমাকে দেখেছি সেই মুহূর্ত্তেই বন্দী হয়েছি।

তা। চুপ রও বেয়াদব!

সি। সুন্দরী!

রঘু। মাতৃসম্ভাষণ কর্ পাপিষ্ঠ। (সিলাইদি তরবারী খুলিতেছিল কিন্তু রঘুরা তাহার তরবারী কাড়িয়া লইল ও অন্যান্য ভীল তাহাকে বন্দী করিল)

তা। চল, সেনাপতি সূর্য্যমল্লের স্থান নির্দ্দেশ করবে চল।

সি। যদি না করি।

তা। রঘুরা!

র। (সিলাইদির কণ্ঠ চাপিয়া) যদি মায়ের আদেশ পালন না কর, তাহ'লে এই রকমে তোমায় বধ করব।

সি। না, না—চল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। (সকলের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

পর্ব্বতভূমি। অদূরে একটী মন্দির অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

কাল—রাত্রি। পার্ব্বতী ও সূর্য্যমল্ল।

পা। ঐ সেই মন্দির—সিলাইদির গুপ্ত অস্ত্রাগার। এই স্থানে সিলাইদির অস্ত্র শস্ত্র ও পাঁচহাজার সুশিক্ষিত সেনা লুক্কায়িত আছে। এই স্থান হ'তে সৈন্য নিয়ে সিলাইদি পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করেছিল।

সূ। প্রভাতে যদি এ সংবাদ দিতে মা। আজ রণক্ষেত্রে আমার হৃদয়ের এক একখানি অস্থি খসে গেছে;—বিনাযুদ্ধে তারা প্রাণ বলি দিয়েছে। একটী অঙ্গুলি চালনা করলে আমি তাদের সকলকেই রক্ষা করতে পারতাম।

পা। আপনাকে সংবাদ দেবার কত চেষ্টাই করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, দুর্ভাগ্য মেবারের, আপনার কাছে পৌছুতে পারি নি।

সূ। চুপ কর। অন্ধকারে ছায়ার মত কে এ দিকে আসছে। (দক্ষজীর প্রবেশ; সূর্য্যমল্ল তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। নিমেষে তাহাকে অস্ত্রচ্যুত করিলেন)

এই মন্দিরের প্রবেশ পথ দেখিয়ে দাও, নতুবা হত্যা করব।

দ। সেনাপতি! এই মন্দিরে পাঁচ হাজার সশস্ত্র সেনা বাস করছে। আপনি একাকী। বিবেচনা করুন, আপনার পক্ষে এ মন্দির নিরাপদ নয়। কিন্তু আমায় বিশ্বাস করতে পারেন কি সেনাপতি? দেশের অবিচার, রাজার অত্যাচার আমায় রাক্ষসে পরিণত করেছে। কিন্তু তবুও আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করব।

সূ। কি সাহায্য করবে ?

দ। সিলাইদির এই গুপ্তগৃহ ধ্বংস করে দেবো। তাতে আমার যথেষ্ট স্বার্থ আছে সেনাপতি। এই মন্দিরের একটী কক্ষে বারুদের এক প্রকাণ্ড স্তূপ আছে। সিলাইদি চীনদেশ হতে তিনটী কামান সংগ্রহ করেছে সেগুলিও এখানে আছে। একটী দীপশলাকার সাহায্যে আমি নিমেষে সেই সব যুদ্ধোপকরণ ভস্মে পরিণত ক'রে দিতে পারি। আমায় বিশ্বাস করুন—

সূ। যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর ?

দ। একটিবার আমায় বিশ্বাস করুন।

সূ। আচ্ছা, তোমার কন্যার জীবন তোমার কার্য্যের ওপর নির্ভর করবে—যাও।

দ। বেশ।

(দক্ষজীর প্রস্থান)

[নেপথ্যে—'কোথায় আর কতদূর !' "এই যে এই মন্দির।"]

(অগ্রে সিলাইদি, পশ্চাৎ রঘুয়া ও সশস্ত্র ভীল পরিবৃতা তারাবাইয়ের প্রবেশ।)

সি। (স্বগত) এই মন্দিরে একবার প্রবেশ করতে পারি তাহ'লে দেখি কতদূর বলদৃপ্তা রমণী তুমি।

তা। সেনাপতি সূর্য্যমল্ল এই মন্দিরে আছেন ?

সি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা। রঘুয়া ! ওকে বন্দী কর—মিথ্যাবাদী। সেনাপতি সূর্য্যমল্ল যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে এ মন্দিরে কখনই নেই—পাপিষ্ঠের মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে।

সি। আজ্ঞে না—এ দাস সত্যই বলছে; এই মন্দিরে তিনি বাস

করচেন। যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে লোকসমাজে আর কি ক'রে মুখ দেখাবেন ?

সূ। ঠিক বলেছ সিলাইদি! লোকসমাজে এ মুখ আর দেখা'ব না।

সি। য়্যাঁ—সূ—সূর্য্যমল্ল ?

সূ। চমকিত হ'য়ো না সিলাইদি, আমি সূর্য্যমল্ল, ভ্রাতৃদ্রোহী, দেশদ্রোহী, সূর্য্যমল্ল। চতুর রাজনীতিজ্ঞ ব'লে আমার একটা নাম ছিল, অজেয় সেনাপতি ব'লে আমার একটা খ্যাতি ছিল; কিন্তু অযোগ্য ব'লে আমার শিরর থেকে গৌরবের সে মুকুট খসে পড়েছে। কে যেন যাদুবলে আমার বাহিরের আবরণ সরিয়ে ফেলে, ভেতরের অস্থিগুলো প্রকট করে দিয়েছে—নিজেকে নিজে দেখেই ঘৃণায় লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে !

(সহসা ভীষণ শব্দের সহিত মন্দির ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল)

সি। ও কি ও—কি হল ? উঃ—চক্ষু অন্ধ হয়ে যাও—মিথ্যা মিথ্যা —এ যা' দেখছি স্বপ্ন !

সূ। স্বপ্ন নয় সিলাইদি, কঠোর সত্য। সূর্য্যমল্লের চক্ষে ধূলি দিয়ে, মেবারের সিংহাসনে বসবার আশায়, তুমি যে প্রচুর আয়োজন করে রেখেছিলে সে সমস্তই ভস্মে পরিণত করলাম—ভেবেছিলে আত্মবিরোধে দুর্ব্বল চিতোর সগর্ব্বে অধিকার করবে;—তোমার আশার মুখে ছাই ফেলে দিলাম !

সি। সূর্য্যমল্ল! (তাঁহার চক্ষু ভাটার ন্যায় ঘুরিতেছিল। দন্তে দন্ত সংযোগ করিয়া মুষ্টি বদ্ধ হাতে হাত সূর্য্যমল্লকে আক্রমণ করিতে আসিতেছিলেন। মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইলেন) না—আর তোমায় হত্যা করে কি লাভ হবে। যাই—যাই—আমার অস্থিগুলো কেমন পুড়ছে দেখিগে—আমারি বক্ষঃরক্তে অগ্নি কেমন ফুলে ফুলে উঠছে দেখিগে।

আমারই নিশ্বাসে শতমুখ হয়ে শতদিক দিয়ে সেআগুন আমাকে কেমন জড়িয়ে ধরছে দেখিগে। (বেগে প্রস্থান)

স্থ। মা! তুমি কে তা' বুঝতে পেরেছি। বলো, মা কি চাও?

চাহ যদি বাঁধিতে মোরে অয়স বন্ধন
এই দিনু বাড়াইয়া বাহু দুটি মোর
দাও তব শৃঙ্খল পরায়ে।
মেবার অরাতিশিরে এতদিন এইবাহু
নিয়ত আসিছে করি অশনি-সম্পাত!

বিহগ যেমতি বক্ষ তলে তার
শাবকে লুকায়—
তেমতি এ দেহ জননী আগুলি
রেখেছে চিতোর, যোগ্য তার ঈশ্বরের লাগি।
আজি সমরের শেষে ক্ষীণ বাহু মোর
হীন বল স্থাবর দেহ, গুরুভারে
জর্জ্জরিত শির—
কাতরে মাগিছে বিরাম! সমর-
সম্রাজ্ঞী! বিশ্রাম দাও গো তনয়ে।

তা। ঈশ্বরের সৃষ্ট এই সুন্দর ধরণী
ভূমিকম্পে বজ্রাঘাতে যবে যায় ছারেখারে
কে দোষে স্রষ্টারে প্রভু!
তুমিই গড়েছ মেবার, তুমিই দিয়েছ তারে
অমূল্য সম্পদ ভূষণ!
তুমি পুনঃ হরে নিলে ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার।
ইচ্ছাময়! লীলাময়! তব লীলা কে পারে

বুঝিতে। খেল যা’ ইচ্ছা তোমার
যাও যথা অভিরুচি।
দাসীরে করিও মার্জ্জনা—
সশস্ত্র আসিয়াছিনু সমীপে তোমার
তেয়াগিয়া লাজ রমণীর মহার্ঘ ভূষণ।

সূ। জননী। জগদ্ধাত্রী! সন্তানে কিবা লজ্জা তোর?
তুই বুদ্ধিমতি, মেবারের ললনাভূষণ
লজ্জাহীন আমি—মেবারের কলঙ্ককীট!

(পৃথ্বীর প্রবেশ)

পৃ। পিতৃব্য!

সূ। কে রে, কে রে—ঢেলে দিলি কর্ণে
মোর অমিয়ার ধারা!
কোথা রে মধু-সঞ্চারিণী বীণা
বর্ষ পরে মর্ম্মে মোর তুলিলি সঙ্গীত?
আয় আয়—আয় বক্ষে মোর—

(পৃথ্বী সূর্য্যমল্লের উন্মুক্ত বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল)

আ! তৃপ্ত হ’লো ক্ষুব্ধ হিয়া
নিভে গেল চিতানল হৃদয় হইতে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রভুরাওএর উদ্যান-বাটিকা। কাল—রাত্রি।

গৃহ মধ্যে গালিচার আসনে রঙ্গলাল মানিকলাল তিলকলাল প্রভৃতি প্রভুরাওএর মোসাহেবগণ বসিয়া গল্প গুজব করিতেছিল। একটী সুন্দর গড়গড়ায় কারুকার্য্যময় সুন্দর নল সংযোগ করিয়া সকলে একে একে ধুমপান করিতেছিল।

রঙ্গ। তারপর বুঝলে কি না, সে এক তুমুল যুদ্ধ। খুড়ো ভাইপোয় একেবারে তুমুল যুদ্ধ—

মানি। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। শেষে পৃথ্বীরাজেরই জয় হল। সূর্য্যমল্ল অবশ্য লড়তে চায়নি, কিন্তু না লড়ে থাকতে পারলে না। কেন না সূর্য্যমল্ল দেখলে যদি পৃথ্বীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ না করি, তাহ'লে তার পক্ষের সৈন্যরা ভাববে যে ভাইপোর উপর মায়ার খাতিরে সূর্য্যমল্ল তাদের মাথায় পরাজয়ের কলঙ্কটা বৃথা চাপিয়ে দিলে। তাই নিজেই পরাজয়ের কলঙ্কটা মাথায় চাপিয়ে নিলে।

রঙ্গ। সাধু!

তিল। ভীষ্ম!

রঙ্গ। বাস্তবিক। তা না হ'লে যেদিন সূর্য্যমল্লকে পরাস্ত ক'রে পৃথ্বীরাজ তার শিবিরে একা গিয়েছিল, সেইদিনই ইচ্ছা করলে তাকে বন্দী বা হত্যা করতে পারত।

তিল। স্বয়ম্বয়টা বোক:—

মানি। গাধা।

তিল। যা বল, দুটোই চতুষ্পদ!

প্রভু। কে চতুষ্পদ, কোন শালা?

তিল। আজ্ঞে আপনার ঘোড়াটা—।

প্রভু। কারণ?—

রঙ্গ। তার একটা ল্যাজ আছে।

মানি। কেন বাবা, পাখীরও ত ল্যাজ আছে।

প্রভু। পাখী ওড়ে—চতুষ্পদ তো আর উড়তে পারে না।

রঙ্গ। হুঁ হু বাবা—চতুষ্পদ তো আর উড়তে পারে না।

তিল। আরে তা না হয় হ'লো, মানুষ তো আর উড়তে পারে না।

রঙ্গ। সুতরাং সে চতুষ্পদ।

প্রভু। তা হতেই পারে না, কি বলো তিলকলাল।

তিল। কখনই না—মানুষ চতুষ্পদ এ যদি রঙ্গিলা বাইজী এসে বলে, তবুও বিশ্বাস করব না।

প্রভু। আরে কেন করব। বিশ্বাসের কারণ থাকা চাই ত। মানুষ দস্তুর মত ওড়ে।

রঙ্গ। নিশ্চই ওড়ে—আমার ভুল হয়েছিল।

মানি। জল জ্যান্ত এমন উড়চি আমরা সব—বাপ মা ত ফতুর হয়ে গেল—আর বলে কিনা মানুষ ওড়ে না। ভয়ানক ভুল!

প্রভু। যাও, এরকম ভুল আর ক'র না।

মানি। ক'র না—শূল হবে।

প্রভু। না, শূল নয়—

মানি। তা তো নয়ই।

সকলে! নিশ্চয় নয়।

প্রভু। তবে--

সকলে। আজ্ঞে হাঁ, তবে (মদ্যপাত্র বাহির করিল)।

প্রভু। দাও—আজ সকাল থেকেই আরম্ভ ক'রেছি, তা হোক, মদের সঙ্গে প্রচুর আহার পেলে দেহের কোন অনিষ্ট হবে না।

মানি। অনিষ্ট? হঁঃ। আপনার দেহে অনিষ্টগুলো সব ইষ্ট হয়ে যাবে।

(সকলের একে একে মদ্যপান)

প্রভু। দেখ দেশের চতুর্দ্দিকে—

মানি। দেখ হে দেখ—দেশের চতুর্দ্দিকটা এক বার দেখে নাও।

প্রভু। আহা—

রঙ্গ। আজ্ঞে হাঁ—আহা। কি শোভাই হয়েছে।

প্রভু। আরে দূর—শোন না (সকলে উৎকর্ণ হইল) এই চারিদিকেই পৃথ্বীরাজের কথা। আমার তো কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

রঙ্গ। একেবারে—

সকলে। আজ্ঞে হাঁ—আর তো তিষ্ঠান যায় না।

প্রভু। কি এমন বীরত্বের কাজ সে করেছে—

রঙ্গ। আরে রাম—কি করে করবে—তার দ্বারা বীরত্বের কাজ সম্ভব হবে কেমন করে? সে তো আপনার শালা—

মানি। কি মূর্খ সব লোকগুলো—ভগিনীপতি পড়ে রইলো আর শালার সুখ্যাতিতে দেশ ছেয়ে গেল!

প্রভু। কাল সকালে, বুঝলে, আমি এক আদেশ প্রচার করবো।

মানি। নিশ্চয় করবেন—আপনার দেশে আপনি করবেন না তো কি আমরা করব ?

প্রভু। আদেশ প্রচার করবো যে পৃথ্বীরাজের কথা কেউ কইতে পারবে না। যদি কেউ করে, তার শূল হবে।

রঙ্গ। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই হলেই হবে—আর কেউ কইবে না।

প্রভু। আমার মাগের কথা শুনেছ ?

রঙ্গ। শুনেছ হ্যা, শুনেছ ? বেশ কথা তাঁর—কোকিলকণ্ঠী—

প্রভু। উল্লুককণ্ঠী—

মানি। তা তো হবেই—

রঙ্গ। মেয়েছেলেদের গলাই ঐ রকম। কেবল যারা প্রেমে পড়ে, তারাই বলে যে এমন গলা তেমন গলা। আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ উল্লুককণ্ঠী, তারপর ?

প্রভু। সেই ছোটলোকের মেয়ে আমায় বড় অপমান করেছে ভাই।

মানি। আজ্ঞে—বড্ড !

প্রভু। কি বললি শুয়ার ! আমায় সে বড্ড অপমান করেছে ? বড্ড অপমান করেছে-তোকে কে বললে ? পাজি গাধা কোথাকার !

মাণি। আজ্ঞে—মহারাজ ঘাট হয়েছে। আপনাকে অপমান করবে এমন ক্ষমতা তার কোত্থেকে হল। আপনাকে মোটেই অপমান করে নি।

প্রভু। আলবৎ করেছে ! তুই শালা তাহলে আমার মাগের দলে আছিস।

মানি। আজ্ঞে কসুর হয়েছে মহারাজ, কসুর হয়েছে। সে আলবৎ অপমান করেছে ; তবে বড্ডও নয়, কমও নয়—শুধু অপমান করেছে—এই পর্য্যন্ত।

প্রভু। শুধু অপমান? দেখ মানকে! তুই মুখ সামলে কথা ক'স। তোর অপরাধ সব ক্রমশঃ জেরায় বেরিয়ে পড়ছে।

মানি। আজ্ঞে এই নাকে কানে খত। আর কখন শ্রীচরণে দোষী হব না।

প্রভু। বস্—তাহলে মাপ চাইচো?

মানি। আজ্ঞে—

প্রভু। তারপর বুঝলে—সেই ছুঁড়ি আমার মাগ—বলে কি জানো—বলে—এর পর যদি কখনো অত্যাচার কর, তাহলে আমার ভাই পৃথ্বীকে খবর দেব—সে এসে তোমার নির্য্যাতনের পথ চিরদিনের মত বন্ধ করে দেবে।' শালী আমাকে ভয় দেখায় হে। আস্পর্দ্ধা দেখেছ?

রঙ্গ। দেখেছ একবার আস্পর্দ্ধা দেখেছ?

প্রভু। আমি কিন্তু ভয় না পেয়ে খুব চটে গিয়েছি। শালীকে পাশের ঘরে চাবি বন্ধ করে রেখে দিয়েছি। তোমাদের সামনে এনে তাকে আজ এমন অপমান করব—তুনিয়ার কোন লোক কোন ছুঁড়ীকে এ পর্য্যন্ত তেমন অপমান করে নি—বুঝলে? তুমি বাইজিদের ডাকো রঙ্গলাল, আমি আস্‌ছি। (প্রস্থান)।

রঙ্গ। এই কে আছিস—বাইজীদের ডাক্।

(বাইজীগণের প্রবেশ)

চালাও বাবা—নাচ গান—চালাও, চালাও

(বাইজীগণের নৃত্যগীত।)

নয়নে নয়নে রাখি,
এসো সোহাগে, শয়নে স্বপনে
প্রেমের মদিরা মাখি।

গগনে বাড়িল রাতি
চমকিল ফুলবালা
সুরভিতে মাতি
চন্দ্রমা পড়িল ঢলে
কনক কমল কোলে
কে যাপে সুখনিশায়
নিরাশায় রাতি।
এসো যতনে রতনে পরাণে
বরণ করিয়া রাখি॥

(ললিতার হাত ধরিয়া প্রভুরাওএর প্রবেশ)

প্রভু। এই—তোকে নাচতে হবে এদের সঙ্গে বুঝলি? এই বাইজীরা, নূতন মাগীটাকে পা সাধতে বল।

ললি। মহারাজ! মহারাজ! আমাকে এভাবে অপমানিত করবেন না। আপনার পায়ে পড়ছি, আমাকে কারাগৃহে পাঠিয়ে দিন।

প্রভু। হুঁ—চিড়িয়া বহুত মিঠি বলচে আজ, বুঝলে রঙ্গলাল।

রঙ্গ। আজ্ঞে বহুত।

প্রভু। এই ফুলিয়া।

১ম বাই। কি বলচেন?

প্রভু। এই ছুঁড়ীটার হাত ধরে নাচ শেখা—আমরা বসে বসে মদ খাই, আর মজগুল হয়ে দেখি।

১ম বাই। এস সুন্দরী—মহারাজের নেকনজরে পড়েছ—হেলায় এ সুযোগ হারিয়ো না। পস্তাতে হবে।

প্রভু। তুই হাত ধরে নে আয় না।

১ম বাই। এস। (হাত ধরিতে অগ্রসর)।

ললি । (পিছাইয়া) ছুঁসনে কসবি । (গ্রীবা উন্নত করিয়া দাঁড়াইলেন, অবগুণ্ঠন অপসারিত হইল) ।

১ম বাই । (বিস্ময়চকিত দৃষ্টিতে একবার ললিতার দিকে একবার প্রভুরাওএর মুখের দিকে চাহিল । তৎপরে মৃত্তিকাপানে চাহিয়া নীরব নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল) ।

প্রভু । আমার আদেশ, ওর হাত ধর । যদি ফের অবাধ্য হও, পদাঘাত করব । নে হাত ধর ।

১ম বাই । আমায় মর্জ্জনা করবেন মহারাজ ।

প্রভু । কি বলছিস—তুই পারিনি ।

১ম বাই । না মহারাজ—আমাকে ক্ষমা করুন । কসবি কুলটাকে স্পর্শ করতে পারে, আপনাদের মত মদ্যপ, পরদারলোলুপ, চরিত্রহীন মহাপাপীদের স্পর্শ করতে পারে, কিন্তু কসবি কখন রাণা রায়মল্লের কন্যার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে না । রাণী ! মা ! আমায় ক্ষমা করবেন, আমি না জেনে অপরাধ করেছি ।

প্রভু । দূর হয়ে যা কুক্কুরী—দূর হ ।

১ম বাই । এখনি যাচ্ছি । (প্রস্থান)

প্রভু । (মদের বোতল তুলিয়া) যা'সব শালী চলে যা তোদের দরকার নেই আমার । (সভয়ে বাইজীগণের প্রস্থান) ।

এই ললিতা, এদিকে আয় বলছি । আমাদের মদ ঢেলে দিয়ে যা । আয় । (হাত ধরিলেন) ।

ললি । ছেড়ে দাও মহারাজ—তোমায় মিনতি করছি ।

প্রভু । কি ? হাত ছিনিয়ে নেওয়া ? তবে রে শালী । (পদাঘাত) নে, এবার আয় : রঙ্গলাল ! তুমি ও হাতটা ধর— আমি শালীকে একবার দেখে নিচ্ছি !

ললি। স্থির হয়ে ভেবে দেখ মহারাজ, তুমি কি করছ। সূর্য্যবংশের রাজনন্দিনী আমি; ধর্ম্ম সাক্ষ্য করে আমি তোমায় আত্মদান করেছিলাম। পিতা, তোমার দুটি বাহুধরে বলেছিলেন, "বৎস! এতদিন আমার ছিল, আজ হতে চিরদিন তোমার।" নিম্নে বসুমতী, উপরে নারায়ণ, আর সম্মুখে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রেখে তুমি সে ভার আনন্দে বহন করতে সম্মত হয়েছিলে। কিন্তু আজ তুমি এ কি করছ, স্বামী হয়ে তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হয়েছ! জ্ঞানহীন পশুতেও যা করে না, তুমি মানুষ হয়ে—

প্রভু। চুপ করে থাক্। স্বামী আমি তোর—আমার অভিরুচি তোকে মেনে চলতে হবে। (হাত ধরিলেন)

ললি। ওগো, কে কোথায় আছ ছুটে এস। রাণা রায়মল্লের কন্যার সর্ব্বস্ব যায়—সূর্য্যবংশে কলঙ্ক পড়ে! কে কোথায় আছ, ছুটে এস। এদেশে কি মানুষ নেই, এ দেশে কি ক্ষত্রিয় নেই, রমণীর ধর্ম্মরক্ষায় এ দেশে কেউ আসে না? তবে হে ঈশ্বর! তোমার বিশ্বধ্বংসী নিশ্বাসের একটা স্ফুলিঙ্গ আমায় ভিক্ষা দাও! আমায় মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও।

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

পৃ। মৃত্যু তোমার শত্রুর শিয়রে—তোমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই বোন।

(প্রভুরাওকে পদাঘাত। রঘুয়া ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

রঘুয়া! এই তিন পাষণ্ডকে সহরের মাঝখানে, বৃক্ষকাণ্ডে বেঁধে, পুড়িয়ে মার।

রঙ্গ। হ্যাঁ—মহারাজ—ও মহারাজ— (সভয়ে কম্পন, রঘুয়া টানিয়া লইয়া গেল।)

পৃ। প্রভুরাও! ইষ্টদেবের নাম জপ কর। তোমার অন্তিম সময় উপস্থিত।

প্রভু। পৃথ্বীরাজ! আমায় ক্ষমা কর।

পৃ। কি বললি পশু? ক্ষমা? ক্ষমা কাকে বলে জানিস তুই? ক্ষমা তুই নিজে কাউকে করেছিস? আমি তোর প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়েছি, তোকে তোর সহচরদের সঙ্গে পুড়িয়ে মারতে বলিনি। আমি স্বহস্তে তোকে বধ করছি এই তোর যথেষ্ট সৌভাগ্য! নে, প্রস্তুত হ'।

ললি। ওকে ক্ষমা কর দাদা! (পৃথ্বীরাজ ও প্রভুরাওএর মধ্যস্থলে জানু পাতিয়া) ওকে ক্ষমা কর দাদা!

পৃ। এই স্ত্রীর ওপর তুই অত্যাচার করছিলি? নরকের প্রেতেও যা করতে লজ্জা পায়!—না তোর মার্জ্জনা নাই। সরে দাঁড়া ললিতা—সর।

ললি। আমার জীবনের চেয়ে, বংশমর্য্যাদার চেয়ে, ধর্ম্মের চেয়ে বড়—আমার স্বামী। ওকে ক্ষমা কর দাদা। (উভয় হস্তে প্রভুরাওকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া) আর যদি ক্ষমা না কর, একসঙ্গে দুজনকেই বধ কর!

পৃ। কি মহান সৃষ্টি তোমার, এই ভারতের নারী! ঈশ্বর! এর চেয়ে সুন্দর তুমি কিছু রচনা করেছ কি? ভারতের নারী! তোমাদের চরণে আমার কোটী নমস্কার! প্রভুরাও। তোমায় ক্ষমা করলাম।

প্রভু। ঈশ্বর! কখন তোমায় ডাকিনি—প্রভু! পাপীকে মার্জ্জনা কর। ললিতা! প্রিয়তমে! আমায় ক্ষমা কর। আজ আমার চোক ফুটেছে! পৃথ্বীরাজ! ভাই! তোমায় স্পর্শ করতে

কুণ্ঠিত হবে বোধ হয়—আমায় তোমার পদধূলি দাও ভাই !

পৃথ্বী। পায়ের ধুলো কেন ভাই, আমার আলিঙ্গন গ্রহণ কর।

(আলিঙ্গন)

প্রভু। বস ভাই ! ললিতা, আহারের আয়োজন—

পৃথ্বী। না ললিতা—আমায় এখনি যেতে হবে। চিতোরে আমার অনেক কাজ। কেবল তোমার কাতরতামাখা পত্র পেয়ে আমি ছুটে এসেছি, না এলে সর্ব্বনাশ হ'ত। আমি যাচ্ছি। তুমি শিবিকারোহণে পশ্চাতে এস ; প্রভুরাও ! তুমিও এস। পিতা তোমাদের দেখতে চেয়েছেন।

প্রভু। তুমি এই নরকপুরীর একটু জলও স্পর্শ করবে না পৃথ্বীরাজ ?

পৃ। নরক আজ দেবীর নিশ্বাসে নন্দন হয়ে গেছে। আমি পারিজাতের মদগন্ধে ভরপুর হয়ে যাচ্ছি।

ললি। একটু কিছু খেয়ে যাও দাদা ! অনেকদিন তোমার সেবা করিনি—

পৃ। আন তবে ভগিনি ! আজ নন্দনের রাণী, অমরার ঈশ্বরী, আমার পূজা করতে চাইছে, সার্থক এ মুহূর্ত্তগুলো আমার !

(ললিতার প্রস্থান)

প্রভু। একটু ধূমপান কর—

পৃ। অভ্যস্ত নই ভাই। (খাদ্যপূর্ণ স্বর্ণপাত্র লইয়া ললিতার প্রবেশ)

প্রভু। তুমি ঐখানে বসে ওকে খাওয়াও ললিতা ! আমি সরবং তৈরী করে আনি। আজ দেবতার পূজা করছি ললিতা, আনন্দ ধরে রাখতে পারছি না। (প্রস্থান)।

(পৃথ্বীরাজ আহার করিতেছিল। ললিতা বলিতেছিল—এটা খেলে না দাদা?—এই জিনিসটা আমাদের দেশের একটা বিশেষত্ব ইত্যাদি।)

(সরবৎ লইয়া প্রভুরাওএর প্রবেশ।)

প্রভু। (স্বগত) পৃথ্বীরাজ! প্রভুরাও কখন অপমান হজম করে নি, আজ তোমার শেষ দিন। শয়তান! কালকূট বিষ এই সরবতে মিশিয়ে দিলাম। পথিমধ্যেই তোমায় চক্ষু মুদিত করতে হবে।

পৃ। আমার আহার হয়েছে—প্রভুরাও, তোমার সরবৎ নিয়ে এস। (সরবৎ পান)।

পৃ। সরবৎটা যেন একটু তিক্ত বোধ হল।

প্রভু। বোধ হয় মৃগনাভি একটু বেশী হয়ে গেছে। পাপী কি না, দেবতা আমার পূজায় তুষ্ট হবে কেন বল।

পৃ। না ভাই, ক্ষুব্ধ হ'ও না। আমি চল্লেম। ললিতা! রাগ ক'র না; আমার এক মূহূর্ত্ত অবসর নাই! তোমরা এস প্রভুরাও, পিতা তোমাদের পথ চেয়ে আছেন। (ললিতা প্রণাম করিল, প্রভুরাও আলিঙ্গন দিল; পৃথ্বীর প্রস্থান)।

প্রভু। হাঃ হাঃ হাঃ। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! প্রভুরাওকে অপমান করে পার পাবে তুমি? হাঃ হাঃ হাঃ।

ললি। য়্যাঁ! য়্যাঁ! কি বলচ তুমি? কি প্রতিশোধ নিয়েছ?

প্রভু। সরবতের সঙ্গে কালকূট বিষ মিশিয়ে দিয়েছি। এতক্ষণ তোমার গুণধর ভাই—

ললি। ভগবান! ভগবান! (বেগে প্রস্থান)।

প্রভু। কি মজা! কি চমৎকার প্রতিশোধ! হাঃ হাঃ হাঃ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

শ্রীনগরের অরণ্য । করমচাঁদের কুটীর পার্শ্ব ।

একটী পার্ব্বত্য নদী বহিয়া যাইতেছিল । তাহারই

তীরে ফুলের শয্যার সঙ্গ । কাল পূর্ণিমা সন্ধ্যা !

সঙ্গ । ঈশ্বর ! বেছে বেছে বেশ আশ্রয়টী জুটিয়ে দিলে ! কর্ম্মের চিহ্ন নেই, চিন্তার লেশ নেই,—হাস, গাও, আনন্দ কর । যৌবনের উদ্দাম বাসনারাশি যাদুদণ্ডের স্পর্শ পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—জীবনটাকে একটা সঙ্গীতে ডুবিয়ে দিয়েছি । পৃথিবীখানা অনেক দূরে নেমে গেছে—আমি যেন স্বর্গের নীলিমায় সাঁতার দিচ্চি ! নিম্নে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি বটে—কিন্তু সে শুধু কৌতুহলের বশে, নিমেষের তরে ! আমার আশে পাশে নীল সাগরের উর্ম্মিগুলো সুরে তালে নেচে নেচে ফিরছে, নন্দনের অপ্সরাদল আমার মাথার ওপর তাদের স্বর্ণপক্ষের চন্দ্রাতপ তুলে ধরেছে । চোক আর কি চেয়ে থাকতে পারে ? সে মনকে উপভোগের অবসর দেবার জন্য আপনা আপনিই মুদে গেছে !

(নেপথ্যে গীত—"আজি ছড়ায়ে পড়েছে, কাহার হাস্য কাহার মহিমা জগতময় ।")

এই একটা স্বপ্ন আমার বিশ্রামের মাঝে, থেকে থেকে জেগে ওঠে ; আমায় বিস্মৃতির রাজ্যে আরও টেনে নিয়ে যায় !

(গান গাহিতে গাহিতে করুণাবতীর প্রবেশ ।)

গীত ।

আজি, ছড়ায়ে পড়েছে কাহার হাস্য, কাহার মহিমা জগতময় !

ঘুমায়ে পড়েছে কাহার পরশে নীরব হরষে সৃষ্টি চয় ।

দাশু বনানী, স্নিগ্ধ আলোকে
দূরি'ত অন্ধকার
উছলি চলিছে ছলকি তটিনী
কীর্ত্তি গীত কার!
তুমি সে প্রভু, তুমি সে মহান—তুমি সে দীনবন্ধু
ধ্যান ধারণার অতীত গো তুমি অপার গুণসিন্ধু ;—
শক্তি তুমি, মুক্তি তুমি—তুমিই সৃষ্টি তুমি গো লয়॥

সঙ্গ। বাঃ বাঃ করুণা।

করু! য়্যাঁ—তুমি এখানে?

সঙ্গ। হ্যাঁ প্রিয়তমে—আমি। আজ এত গভীর বিশ্বাসে ভগবানের গুণগান করছ কেন করুণা?

করু। কি জানি—কেন। আকাশে চাঁদ উঠল, প্রাণে সুর জেগে উঠল। গেয়ে ফেললাম! তোমার এ গান কি বড় ভাল লাগলো আজ? কই তবে পুরস্কার দিলে না?

সঙ্গ। (করুণাবতীর হাত ধরিয়া) তোমার সুরের মাঝখানে আমি আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম করুণা, অন্য কোন কথা মনে ছিল না।

(করমচাঁদের প্রবেশ।)

করম। মা করুণা! শীঘ্র পূজার আয়োজন কর। আজ মহা আড়ম্বরে মায়ের পূজা দেবো—আজ আমার গভীর আনন্দের দিন। বৎস! এতদিনে আমার সন্দেহ সত্যে পরিণত হ'ল। যেদিন তুমি আততায়ীর হস্ত থেকে আমায় রক্ষা কর, সেদিন তোমার অস্ত্রচালনার কৌশল দেখে আমি বুঝেছিলাম যে তুমি সামান্য বংশের কুমার নও। আমি যখন তোমায় কন্যা সম্প্রদান করি, অজ্ঞাতকুলশীল ব'লে তুমি

তখন বিবাহে অসম্মতি জানিয়েছিলে! আজ কোথায় যাবে বৎস। আজ ঘনঘটা ভেদ করে সুধাংশুর হৈমচ্ছটা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। করুণা! মা ভবানীকে ধন্যবাদ দাও, তুমি আজ মেবারের মহারাণার সহধর্ম্মিণী।

সঙ্গ। কি বলছেন আপনি—

করম। আর আমায় বলতে হবে না। ঐ দেখ কে এদিকে আসছে।

(করুণার প্রস্থান। সিলাইদির প্রবেশ)

সিলা। মহারাণা।

সঙ্গ। সামন্তরাজ সিলাইদি? তুমি এখানে কি করে এলে?

সিলা। মহারাণা! সত্বর হোন্—পথে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করব। আপাততঃ এই মাত্র জেনে রাখুন, মেবারের সিংহাসন শূন্য, রাণা রায়মল্ল আর ইহজগতে নেই, অপর দুই রাজকুমারের জীবনলীলাও সাঙ্গ হয়েছে। এখনই অগ্রসর না হলে রাজহীন রাজ্যে মহা অনর্থের সৃষ্টি হবে।

সঙ্গ। কি, কি বললে সামন্ত-রাজ? পিতা নেই—ভ্রাতা নেই, কেউ নেই? তবে আমি কাকে নিয়ে সিংহাসনে বসব? পিতা নেই—কার আশীর্ব্বাদ আমার শত্রু দমনে সক্ষম করবে? ভ্রাতা নেই—তবে কে আততায়ীর অস্ত্রের মুখে আমার জন্য বুক পেতে দেবে? যাও সামন্তরাজ—তুমি মেবারে ফিরে যাও। মেবার নিজের অধীশ্বর নিজে বেছে নিক্—আমি আবার বিস্মৃতির দেশে ফিরে চলে যাই।

করম। ধৈর্য্যহারা হ'য়ো না বৎস। এ জীবন একটা বিরাট পরীক্ষা। হতাশ হ'য়ে পেছিয়ে পড়লে চলবে না। যেমন ক'রে

হোক্ এ পরীক্ষায় জয়ী হতেই হবে। আমার কথা ভেবে দেখ দেখি বৎস—কি কষ্টে জীবন যাপন করছি। বিনা দোষে কাশ্মীরপতি আমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন। দেশের লোক দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে—ছেলে মেয়ের হাত ধরে এই বনে এসে কুটীর নির্ম্মাণ করলাম, তবু নিস্তার নেই।—এখানেও আততায়ী। তুমি দেখেছ কি বৎস আমায় কখন ভগ্নোদ্যম হতে? স্বর্ণকার যেমন আগুনে পোড়ায় সোণাকে পাকা করবার জন্য, ভগবান তেমনি দুঃখ পাঠান, মানুষটাকে পাকা করবার জন্য, খাঁটি করবার জন্য। শোক ত্যাগ কর বৎস। বজ্রমুষ্টিতে শাসনদণ্ড ধারণ কর। তোমার জয়গানে সমগ্র হিন্দুস্থান মুখরিত হোক্।

সঙ্গ। সামন্তরাজ! যাও বিশ্রাম করগে। আপনি এর বিশ্রামের আয়োজন করে দিন। আমি একটু একা থাকব।

(সঙ্গ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(করুণাবতীর প্রবেশ।)

করু। আমি আসতে পারি কি মহারাণা?

সঙ্গ। তুমিও বলছ মহারাণা? করুণা! আমার ভাই নেই পিতা নেই। এক মুহূর্ত্তের জাগরণে চেয়ে দেখি, আমি পথের ভিখারী হয়ে গেছি। তুমি এ সময় আমায় দূর করে দিও না প্রাণেশ্বরী! আগে আমায় যে নামে ডাকতে, সেই নামেই ডাক।

করু। দাসীর প্রতি এত মমতা তোমার? প্রভু! আমায় মার্জ্জনা কর, কত অপরাধ করেছি। না জেনে মেবারের মহারাণার কত অসম্মান করেছি। জ্ঞানহীনার অপরাধ মার্জ্জনা কর স্বামী।

সঙ্গ। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছ, অজ্ঞাতকুলশীলকে মাল্য

দান করেছ—এর চেয়ে অপরাধ কি আর আছে? এতদিন যে অপরাধ করেছ তার মার্জ্জনা আছে, কিন্তু আজ যা করেছ এর আর মার্জ্জনা নেই।

করু। দণ্ড দাও স্বামিন্।

সঙ্গ। এস কাছে এস। (করুণাবতীর বাহুদুটী কণ্ঠহার করিয়া) বল, আর কখনও আমায় মহারাণা বলে ডাকবে না?

করু। তবে কি বলব?

সঙ্গ। আগে কি বলতে?

করু। তবে তাই বলব।

সঙ্গ। এখন একবার বল।

করু। প্রিয়তম!

সঙ্গ। আর একবার ডাক।

করু প্রিয়তম!

(সঙ্গ করুণাবতীর ওষ্ঠে চুম্বন করিলেন)

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ। কাল—প্রভাত।

দক্ষজী পাদচারণা করিতেছিল।

দক্ষ। সিলাইদির বিষদাঁত আবার গজিয়ে উঠ্‌ছে! সেদিন তা'র উন্নত ফণার লগুড়াঘাত ক'রে, তা'র বিফল গর্জ্জন পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হ'তে শুনে আনন্দে যে লম্ফ প্রদান করেছিলাম, প্রতিহিংসা রাক্ষসীর সেটা অনেক দিন মনে থাকবে। আজ আবার সে রাক্ষসী আমায় ডাকছে—এখন, এখনও তার তৃষ্ণা মেটেনি! এখনও ব্রত উদ্‌যাপনের অনেক বাকী।

(সিলাইদির প্রবেশ।)

সি। এই যে তুমি এখানে আছ।

দক্ষ। আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনার আদেশমত এইখানেই অপেক্ষা করছি।

সি। তা বেশ করেছ। আজ সঙ্গের অভিষেক। অভিষেকের পর সন্ধ্যায় সভা আহূত হবে। সঙ্গের ওপর যে চাল চেলেছি, সেটা কতদূর সফল হয়, আজ সন্ধ্যাতেই বুঝতে পারব। সূর্য্যমল্ল দেশত্যাগী; সূর্য্যমল্লের পর মেবারের সেনাপতিত্বে আমারই অধিকার বুঝতে পারছ—আমার কল্পনারাণী আবার মূর্ত্তিমতী হ'য়ে উঠ্‌ছেন—আবার তাতে প্রাণ সঞ্জীবিত হ'চ্চে।

দক্ষ। দেখুন।

সি। না, না হতাশ হ'য়ো না। আমার ষড়যন্ত্রের কথা তুমি ছাড়া অপর কেউ অবগত নয়। সকলেই জানে যে ন্যায্য ব্যক্তিকে

সিংহাসন অর্পণ করবার জন্যই আমি সূর্য্যমল্লের সহিত রণে যোগ দিয়েছিলাম।

দক্ষ। আর সেই গুপ্ত অস্ত্রাগারের কথা ?

সি। কে জানে সে কথা? জান্‌তো সূর্য্যমল্ল—কিন্তু সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছে, সে আর কখন মেবারে ফিরে আসবে না। জান্‌ত তারাবাই—সে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সহমৃতা হয়েছে। আর জান তুমি, কিন্তু তোমা হ'তে কখন মন্ত্রভেদ হবে না।

দক্ষ। মহারাজের বুদ্ধি প্রশংসনীয়। এখন আমায় কি করতে হবে ?

সি। তুমি আপাততঃ আমার প্রাসাদে যাও। তথায় আমার বিলাসমন্দিরে যে সমস্ত যুবতী আছে, তাদের সকলকে সরস মোহকর সঙ্গীত অভ্যাস করতে বল। আমি সঙ্গকে নিয়ে শীঘ্রই সেখানে উপস্থিত হব। একবার যদি সেই যুবককে বিলাসপঙ্কে ডোবাতে পারি—

দক্ষ। বিশ্বাস হয় না। একাধিকবার তাকে আমি দেখেছি, বিলাসীর অবয়ব সে নয়। কর্ম্মঠ, বলিষ্ঠ, নাতিদীর্ঘ দেহ; উজ্জ্বল প্রশস্ত ললাটে রাজদণ্ড—না, সে মূর্ত্তি বিলাসিতায় মত্ত হবে না মহারাজ।

সি। সম্ভব—সম্ভব—সকলই সম্ভব। নির্ব্বাসিত, আশ্রয়হীন হ'য়ে সে যখন এক হীনবংশীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করতে পারে, তখন তার নিকট সবই আশা করতে পারি। তুমি বিলম্ব ক'রো না; আমার বাসভূমি সুন্দরভাবে সজ্জিত করবার আদেশ দাও—সুন্দরী রমণীগণকে বলে দাও যে মহারাণা সঙ্গ তাদের নৃত্যগীত উপভোগ করতে আসছেন। আমায় এখনি রাজসভায় যেতে হবে, আমি চললুম। (প্রস্থান।)

দক্ষ। 'তোমা হ'তে কখনও মন্ত্রভেদ হবে না।'—হাঃ হাঃ হাঃ—আমি যেন ওর (সহসা থমকিয়া) খবরদার—এত বাচালতা ভাল নয়।

(পার্ব্বতীর প্রবেশ।)

পা। কোথা যাও বাবা?

দ। কাজে।

পা। এখনও তোমার কাজ ফুরোয় নি?

দ। তোর কি ফুরিয়েছে না কি? আমি আর একটা নূতন সর্ব্বনাশ করতে চলেছি—তুই বাধা দিবি না?

পা। আর কেন বাবা? এ পথ ছাড়। মানুষ তোমায় পীড়ন করেছে, মানুষের দেশ ত্যাগ কর।

দ। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয় পলায়ন করা।

পা। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয় শত্রুকে পেছন থেকে আঘাত করা।

দ। আজকাল যুদ্ধনীতি বদলেছে।

পা। বাবা, তোমায় মিনতি করছি, তুমি ফেরো। মেবারের সিংহাসনে ন্যায় ও ধর্ম্মের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত হ'চ্ছে; তুমি তাঁর নিকট তোমার জীবনের কাহিনী প্রকাশ ক'রে বল—

দ। সে লগ্ন উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।

পা। তাহ'লে তোমার সঙ্কল্প দৃঢ়?

দ। হ্যাঁ কন্যা। (প্রস্থানোদ্যত।)

পা। শোন, দাঁড়াও। শৈশবে, যখন সবেমাত্র জ্ঞান হয়েছে, তখন আমায় এক ভীলের আশ্রয়ে রেখে যাও। সে আশ্রয় যখন কালের কুঠারাঘাতে পঞ্চভূতে মিশে গেল, তখন কন্যা বাঁচলো কি ম'লো একবার সন্ধানও নিলে না। অনাহারে, পথের ধূলিতে প'ড়ে,

যখন আমি প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলাম, তখন কুমার সঙ্গ এই পরিত্যক্তা ধূলিধূসরিতাকে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেন। আমায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটু অবসর দাও বাবা!

দ। বেশ—তুমি চিতোর দুর্গেই থাক; আমি কখনও তোমার পথে ছায়া ফেলবো না।

পা। প্রাসাদে এ অভাগিনীর স্থান কোথায়? যা'র পিতা রাজদ্রোহী, তা'র আবার রাজঅন্তঃপুরে স্থান কোথায়?

দ। আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলো যে তোমার পিতা নেই, মাতা নেই, কেউ নেই। রাজসংসারে ওরকম দাসী প্রচুর থাকে।

পা। আমি অমনভাবে থাকতে পারব না বাবা!

দ। (পার্ব্বতীর আপাদমস্তক দেখিয়া) নির্ব্বোধ বালিকা! এ কথা দুদিন আগে ভাবিস নি কেন? রাজপুত্র কি তোর মত দরিদ্রাকে কণ্ঠহার করতে পারে? তাকে ভালবাসবার আগে তুই নিজেকে একবার ভাল ক'রে বুঝলি না কেন? অভাগিনী! এই দুরাশা আজীবন তোকে দগ্ধ করুক—আমি আর কি করব!

পা। বাবা! অভাগিনী কন্যাকে একটা ভিক্ষা দাও! জীবনে কখন কিছু চাই নি, আজ এ হৃতসর্ব্বস্বা দীনা কন্যার এই সাধটী পূর্ণ কর।

দ। বল, কি ভিক্ষা তোমার।

পা। ঐ বৈচিত্র্যময় অসীম নীলিমার অন্তরাল হ'তে মা ভবানী তোমায় নিরীক্ষণ করছেন—ভগবতী বসুধা তোমার কথা কান পেতে শুনছেন। আমার মাথায় হাত দিয়ে বল, তুমি রাণা সঙ্গের কোন ক্ষতি করবে না।

দ। আচ্ছা তাই হো'ক। রাক্ষসী! কটমট ক'রে আমার পানে তাকাচ্ছিস? ভাবছিস তোর মন্ত্র ভুলে গেছি? একটাকে ছাড়লাম ব'লে মন্ত্র ভুলি নি। দ্বিগুণ তেজে সিলাইদির মাথার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। পার্ব্বতী! তুই রাণী হ'তে পারতিস—যদি সিলাইদি আমার সর্ব্বনাশ না করত—তুই রাণী হ'তে পারতিস—যদি তোর জননী নারকীর স্পর্শে কলঙ্কিত না হতো;—তুই—

পা। বাবা! বাবা! স্থির হোন—স্থির হোন।

দ। (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) স্থির হয়েছি। কিন্তু এ আগ্নেয়-গিরি কন্যা—একে বিশ্বাস নেই। (উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর—রাজসভা। কাল—মধ্যাহ্ন।

রাণা সঙ্গ, করমচাঁদ, জয়সিংহ, জগমল, সিলাইদি ও অন্যান্য সামন্তগণ।

সঙ্গ। সামন্তগণ! দেশের এই সঙ্কট সময়ে আপনারা কায়মনোবাক্যে আমার সাহায্য না করলে আমার সাধ্য কি রাজকার্য্য সুচারুভাবে নির্ব্বাহ করি। দিল্লী ও অন্যান্য পাঠান নরপতিদের দুর্ব্বল শাসনদণ্ডের অন্তরালে মেবার যেরূপ ক্ষমতাশালী হ'য়ে উঠেছিল, গৃহযুদ্ধে সেইরূপ দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। হিন্দুস্থানের অন্যান্য নরপতি এই সুযোগ উপেক্ষা করবে না, এটা নিশ্চিত। এ সময়ে প্রাণপণ পরিশ্রমে মেবারের অভ্যন্তরীণ অবস্থা উন্নীত না করলে আমাদের জন্মভূমি আবার বিদেশীর পদাঘাত সহ্য করতে বাধ্য হবে।

জয়। জন্মভূমির কল্যাণার্থে আমরা আমাদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আদেশ করুন মহারাণা, কি করতে হবে।

সঙ্গ। প্রথমে বল বৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। রাজকোষ অর্থশূন্য নয় কিন্তু সৈন্য সংখ্যায় মেবার অত্যন্ত হীনবল হ'য়ে পড়েছে। পিতৃব্যের সেই লৌহবাহিনী, পৃথ্বীরাজের সেই অজেয় সৈন্যদল—যাদের সাহায্যে দিল্লীর প্রাসাদ দুর্গে হিন্দুর বৈজয়ন্তী উড্ডীন করবার আশা করেছিলাম—সমস্তই গৃহযুদ্ধে নষ্ট হয়ে গেছে। শীঘ্রই নূতন সৈন্যদল গঠন করতে হবে। অর্থ স্বচ্ছন্দতা দিতে পারে, বিলাসের উপকরণ দিতে পারে, কিন্তু অর্থ প্রকৃত সৈনিক দিতে পারে না। যারা অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধ করে, তা'দের দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হ'তে পারে না—এটা স্থির জানবেন।

জয়। মহারাণা! মেবার এ পর্য্যন্ত অর্থের বিনিময়ে যোদ্ধা ক্রয় করেনি। মেবারের যুদ্ধক্ষেত্র—নিস্বার্থপর, অমিতসাহস, দেশহিতৈষী

মহাপুরুষদের দেহমৃত্তিকায় পূত ! চিতোরের তোরণে দাঁড়িয়ে আপনি একবার রণ-দুন্দুভি বাজিয়ে দিন, দেখবেন মাটী ফুঁড়ে সৈন্য গর্জ্জিয়ে উঠবে।

সঙ্গ। এই ত মেবার-সন্তানের যোগ্য কথা। জয়সিংহ বলীয়! আমি তোমায় দশ সহস্র পদাতিকের সেনানায়ক করলাম, আশা করি সপ্তাহ পরে তোমার পতাকানিম্নে দশ সহস্র দেশভক্ত বীরের অস্ত্রঝলক্ দেখতে পাব।

জয়। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি সে সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত হব না মহারাণা!

সঙ্গ। উত্তম। সামন্তরাজ সিলাইদি! আপনাকে পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করলাম। আশা করি, যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার বাহিনী, সর্ব্বাগ্রে শত্রুরক্ত দর্শন করবে।

সিলা। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

সঙ্গ। জগমল! আমার বনবাসকালে, আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে, তুমি তোমার পিতৃশত্রুদের বিরুদ্ধে অতুলবিক্রমে যুদ্ধ করেছ; একদিন কাশ্মীরী সেনার উদ্যত বল্লম, নিজের স্কন্ধে পেতে নিয়ে আমার প্রাণরক্ষা করেছ। তোমাকে আমি পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর দলপতি করলাম। আশা করি, উত্তরোত্তর অধিকতর সম্মান অর্জ্জন ক'রে তোমার বংশাবলীর গরিমার তালিকা দীর্ঘতর করতে সক্ষম হবে।

জগ। মহারাণার কার্য্যে জীবনোৎসর্গ করতে পেলে স্বর্গসুখও তুচ্ছ করব!

সঙ্গ। অমাত্যগণ! যাঁর আশ্রয়ে গৃহতাড়িত, গুপ্তঘাতকবেষ্টিত সঙ্গ আত্মরক্ষা করেছিল, যে মহাশয় আমার কুলশীলের পরিচয় না নিয়ে আমায় জামাতৃপদে বরণ করেছিলেন, তিনি আমাদের সম্মুখে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আপনারা কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করতে বলেন?

১ম সা। মেবারের পরমবন্ধু বলে আমরা তাঁকে অভিবাদন করছি। তাঁকে একজন সামন্তরাজার মধ্যে পরিগণিত করা হো'ক।

জয়। মহারাণা! আপনার অভিষেক উৎসবে, রামপুর, আবু, বুন্দী, কল্পী প্রভৃতি সমস্ত দেশের রাজন্যবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন; কেবল উদ্ধত আজমীর আপনার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছে। অনুমতি করুন, আমি সেই গর্ব্বিত বিদ্রোহীর দমন ক'রে, আজমীরের সিংহাসনে করমচাঁদ রাওকে অভিষিক্ত করি।

১ম সা। অতি উত্তম সঙ্কল্প; আমরা সকলেই অনুমোদন করি।

সঙ্গ। জয়সিংহ বলীয়! আবার আমি তোমায় ধন্যবাদ করি।

করম। অমাত্যগণ! এই বিদেশীর প্রতি আপনারা যে অনুকম্পা প্রদর্শন করলেন, তার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

১ম সা। আর আপনি বিদেশী ন'ন আজমীররাজ! আজ থেকে আপনি মেবারী আমাদের ভাই!

সিলা। মহারাণা! সেনানায়ক নির্ব্বাচন একটু অসম্পূর্ণ হয়ে যাচ্চে। ইতিপূর্ব্বে চিরকাল সমস্ত ক্ষুদ্র সেনানায়কদের উপর একজন প্রধান সেনাপতি নির্ব্বাচিত হ'তেন। বিপদকালে তাঁরই মন্ত্রণা বা আদেশ সকলে অবনতমস্তকে গ্রহণ করত।

সঙ্গ। সামন্তরাজ সিলাইদি! আমার পূজনীয় পিতৃব্য মহাযোদ্ধা সূর্য্যমল্ল আমাকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, আমি তা ভুলিনি; তাঁর আদেশ মত মেবারের প্রধান সেনাপতিত্ব আমি নিজেই গ্রহণ করলাম।

সিলা। (স্বগত) সঙ্গ! তুমি আমার ঘোড়ার কিস্তি নষ্ট করে দিয়েছ! (প্রকাশ্যে) অতি উত্তম সঙ্কল্প মহারাণা!

পঞ্চম দৃশ্য।

সিলাইদির বিলাসকক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

দক্ষজী ও পার্ব্বতী।

দক্ষ। এই বাতায়নের নিম্নেই স্রোতস্বতী। গতরাত্রে গোপনে আমি তিনখানি তরণী সজ্জিত ক'রে গুপ্তস্থানে রক্ষা করেছি। বাতায়ন হতে একটি রজ্জু নদীগর্ভে নেমে গিয়েছে। সাহসে বুক বেঁধে বন্দিনীগণকে সেই রজ্জু অবলম্বন ক'রে নামতে ব'লো। সকলের শেষে তুমিও এই পথে পালিয়ে এস। খুব সাবধান। (প্রস্থান)

পা। ভগবান! হৃদয়ে বল দাও। (বংশীধ্বনি করিলেন; অনেকগুলি যুবতী বাহিরে আসিল)।

তোমরা প্রস্তুত?

১ম য। প্রস্তুত; কিন্তু বোন্, পালিয়ে আমরা কোথায় যাব? দুর্দ্দান্ত সিলাইদি বলে, কৌশলে আমাদের গৃহের বা'র করেছে—এতদিন পরে গৃহে ফিরে গেলে কেউ কি আর ঘরে স্থান দেবে? আমাদের সম্মুখ পশ্চাৎ দু'দিকই রুদ্ধ।

পা। তবে কি এইখানে বসে বসে, ব্যভিচারীর কলুষস্পর্শে পিতামাতার অকলঙ্ক কুলে কালী দেবে? ছিঃ ছিঃ বোন—এই কি তোমাদের যোগ্য কথা? তোমরা না রাজপুতললনা? তোমরা না সেই দেশেরই কন্যা যে দেশের রাণী, দুর্দ্দান্ত দস্যু আলাউদ্দীনের চুম্বনপ্রয়াসী অধরোষ্ঠে নিজ দেহের ভস্ম নিক্ষেপ করেছিলেন? তোমরা না সেই দেশেরই সন্তান যে দেশের সতীর আহ্বানে চিতোর-দুর্গের ভগ্নপ্রাচীরে বক্ষ পেতে দিতে কৈলাস হ'তে জগদ্ধাত্রী মর্ত্তে নেমে আসেন? তোমরা না সেই মাতৃকুলের বুকপোরা ধন যাঁরা যুদ্ধে

নিজ বেণী কর্ত্তন ক'রে স্বামীর অসিবন্ধন ক'রে দেন, রণে শায়িত পতির মৃতদেহ আলিঙ্গন ক'রে দিব্যালোক উদ্ভাসিত অমরার পথের পথিক হ'ন ? এই কি তোমাদের উপযুক্ত কথা ? পিতামাতা, আমাদের চক্ষের উপর গৃহের দুয়ার বন্ধ ক'রে দেবেন ? কলঙ্কিনী ব'লে তাড়িয়ে দেবেন ? তাতে কি আসে যায় ! আমরা ধর্ম্মের অভেদ্য বর্ম্মে অঙ্গ সজ্জিত ক'রে পৃথিবীর ঘৃণা হেলায় উপেক্ষা করব।

সকলে। এস বোন্, আমরা প্রস্তুত !

পা। এস, একে একে। এই দেখ রজ্জু—সাহসে বুক বেঁধে অবতরণ কর।

২য় রম। উঃ কি গভীর অন্ধকার !—অত নীচে নেমে যেতে হবে ? ভয়ে আমার মাথা ঘুরছে।

পা। এই অন্ধকার দেখে ভয় পাচ্চ ? তবে থাক—কামান্ধ কুক্কুরের কণ্ঠালিঙ্গনের জন্য এই খানে ব'সে থাক।

২য় র। কখন না—আমিই আগে নামবো। (অবতরণ ;
পরে একে একে সকলে অবতরণ করিল ;
কেবল পর্ব্বতী দাঁড়াইয়াছিল)

সিলাইদির প্রবেশ।

সি। কই কোথায় গেল সব ? মহারাণাকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি, এ সময়ে তোমরা কোথায় গেলে ? এই যে একজন—তুমি ওখানে কি করছ সুন্দরী ?

পা। ধরণীর বিচিত্র শোভা দেখছি।

সি। আর সব কোথায় গেল ?

পা। নীচে।

সি। নীচে কি ? কে তাদের ছেড়ে দিলে ? তুমি ওখানে কেন ?

পা। (সহসা ছুরিকা বাহির করিয়া) খবরদার! এক পাও অগ্রসর হ'য়ো না, তাহ'লে মৃত্যু নিশ্চিত।

সি। কি বললি?

পা। এ দিকে এক পা অগ্রসর হ'লে এই ছুরিকা আমূল তোমার বক্ষে বসিয়ে দেবো।

সি। এতদূর? শয়তানী!

পা। শয়তান! (ছুরিকা তুলিলেন)

সি। (পার্ব্বতীর মনিবন্ধ চাপিয়া ধরিয়া) এইবার?

পা। পাপীর চক্ষু ঝলসিত ক'রে জ্বলে ওঠ অন্তর্নিহিত মহাশক্তি! দ্বিবাহু! দশভুজে দশ প্রহরণে সজ্জিত হও; পদতলে ঘুমন্ত মৃগেন্দ্র! হুঙ্কার দিয়ে জেগে ওঠ।

(হাত ছাড়াইয়া লইলেন)

সি। আশ্চর্য্য! ঐ ক্ষুদ্রবাহুর এত শক্তি? ঐ মৃণালনিন্দিত ভুজবল্লরীর এত তেজ?

(সঙ্গের প্রবেশ।)

সঙ্গ। মূর্খ! শক্তিপ্রার্থিনীর আকুল আহ্বানে দশপ্রহরণধারিণী দশভুজ বিস্তার ক'রে সন্তানের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন যে! নরদেহের দুটো বাহু নিয়ে দশভুজার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাও? যাও নরপিশাচ—এ মন্দিরের পুণ্যবায়ু কলঙ্কিত করতে আর এখানে দাঁড়িও না—চলে যাও।

(সিলাইদির প্রস্থান)

পার্ব্বতী!

পা। আদেশ করুন মহারাণা।

সঙ্গ। চিতোরের মহারাণার অন্তঃপুরে, তাঁরই কুলাঙ্গনার

মত সম্ভ্রমে তোমাকে রেখে গিয়েছিলাম। রাজ-অন্তঃপুরের মর্য্যাদায় পদাঘাত ক'রে, একটা সামন্তের বিলাসকক্ষে তুমি কি জন্য অপেক্ষা করছিলে আমায় বলতে পার কি ?

পা। মহারাণা! এই বাতায়নপার্শ্বে আসুন। এই রজ্জু দেখে কিছু বুঝতে পারছেন ? মাতৃক্রোড় হ'তে অপহৃতা হ'য়ে দ্বাদশটী অভাগিনী আপনার লম্পট সেনাপতির উপভোগের জন্য বন্দিনী ছিল ; আমি তাদের মুক্তি দিয়েছি।

সঙ্গ। চিতোর দুর্গ ত্যাগ করলে কেন ?

পা। মহারাণা যে ফুলদানী থেকে দরিদ্র কুসুমকে নামিয়ে নিয়ে অতুল শোভাসম্ভারবাহী বনকুসুমের স্থান করে দিয়েছেন। আমার কি অপরাধ ?

সঙ্গ। অভাগিনী! আমি কি তোমায় ফুলদানীতে সাজিয়ে রেখেছিলাম ? আমি যে তোমায় হৃদয়ক্ষেত্রের সরস মৃত্তিকায় রোপণ করেছিলুম। বেলা ও রজনীগন্ধা কি স্বতন্ত্রক্ষেত্রে রোপণ করতে হয় বালা ?

পা। মহারাণা! মহারাণা। আমায় ক্ষমা করুন। পথের ধূলি থেকে দুনিয়ার সিংহাসনে উপবেশন করতে গিয়েছিলাম,—ভাগ্য আমাকে সে সৌভাগ্যমঞ্চ হতে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। আমি হারিয়েছি তা জানি, কিন্তু কতখানি হারিয়েছি তা জানি না। আপনি আমার ক্ষতির পরিমাণ আমাকে জানাবেন না—মিনতি করছি।

সঙ্গ। যৌবনের প্রথম জাগরণে, আমার প্রথম নয়ন-পলক-নিমে তোমাকে স্বচ্ছ সরসীর বক্ষশোভাকরী শ্যামকিসলয়ে ঘেরা কমলিনীর মত কেঁপে উঠতে দেখেছিলাম। অভাগিনী! ঐ

ইন্দীবরতুল্য নয়ন দুটীকে শুধু কি প্রাণ হরণ করতেই শিখিয়েছিলে, প্রাণের ভেতর প্রবেশ করতে শেখাওনি? তুমি হারিয়েছ নারী, হারিয়েছ; মুহূর্ত্তের অসহিষ্ণুতায় সর্ব্বস্ব হারিয়েছ!

পা। আমি হারাইনি মহারাণা হারাই নি। আমার জিনিস আমারই আছে। তবে ইহলোকে সেটা আমি স্পর্শ করতে পাব না। আমার অমূল্যনিধি আমি দেবতার নামে উৎসর্গ করেছি। আমি দূর হ'তে তাকে দেখব আর যে দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছে সেই দেবতার ষোড়শোপচার পূজা দেবো।

সঙ্গ। বেশ—তোমার যথা অভিরুচি। জগমল! (জগমলের প্রবেশ) এই মহিলাটীকে এঁর ঈপ্সিত স্থানে রেখে এস।

জগ। আসুন দেবী। (উভয়ের প্রস্থান)

সঙ্গ। জয়সিংহ! (জয়সিংহের প্রবেশ) এখনি আজমীর আক্রমণের আয়োজন কর। সামন্তরাজ কোথায় গেলেন?

(সিলাইদির প্রবেশ)

সি। মহারাণা! আমি নিজের ভোগবিলাসের জন্য এই বিপুল আয়োজন করিনি। আপনারই জন্য আমি এই—

সঙ্গ। সামন্তরাজ সিলাইদি কি নিজের মত সকলকেই মনে করেন? স্পর্দ্ধা বটে! জয়সিংহ! তুমি আজ হ'তে আমার সমূহ অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক হ'লে। সেনাপতি সিলাইদি তোমার পার্শ্বচরের মত তোমার আজ্ঞাধীন হয়ে থাকবেন। উচ্ছৃঙ্খল পুত্রকে পিতা ত্যাগ করেন না—চোকে চোকে রাখতে চেষ্টা করেন। এস জয়সিংহ। (উভয়ের প্রস্থান)

সি। একে একে সমস্তই হারাচ্ছি। অদৃষ্টের এ নির্ম্মম পরিহাস আর কত সহ্য করি? মেবারের সৈন্যদল মধ্যে আমার

প্রভাব বিস্তারের সমস্ত পথই রুদ্ধ হ'ল। এই ক্ষুদ্র যুবক সিংহাসনে ব'সে যেন ভাস্করের মত দীপ্ত হয়ে উঠেছে; সে আমার সমস্ত কথাই জানতে পেরেছে। ভেবেছিলাম বালক রাণাকে অঙ্গুলির ইঙ্গিতে পরিচালিত করব—সে আশা বাতুলতা মাত্র!—এ পথ ছাড়বো? ছেড়ে যাবো কোথায়? অবনতির নিম্নস্তরে—হেঁট মুণ্ডে সিংহাসন হতে বহুদূরে?—না আমি তা পারব না; তবে যে পথে চলেছি এ পথে আমার স্বর্ণ মন্দিরে পৌঁছিতে পারব না। ভিন্নপথ অবলম্বন করতে হবে।—আজকের এই ব্যাপারে দক্ষজীকে আমার সন্দেহ হয়। দক্ষজী কি বিশ্বাসঘাতক? তা যদি হয়, তার দেহের প্রত্যেক অস্থি পেষণীতে চূর্ণ ক'রে আমার সবজি-বাগের মৃত্তিকায় ছড়িয়ে দেবো।

(প্রহরীর প্রবেশ)

কি খবর?

প্রহ। দক্ষজী ভাং খেয়ে অজ্ঞান হয়ে আস্তাবলের ধারে পড়ে আছে। তাকে কোথায় রাখব?

সি। যমালয়ে। পাজি বদমায়েস—নেশা ক'রে সব মাটী করে দিয়েছে। যাক্, তবু ভাল, বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। তাকে কুঞ্জগৃহে নিয়ে গিয়ে তা'র চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা দেখ। (প্রহরীর প্রস্থান) সময়ে সময়ে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। তা না হলে এতটা বিফল হতে হত না! রাণা বলে গেল 'সকলেই তোমার মত নয়।' উঃ কি স্পর্দ্ধা, কি দম্ভ! অতটুকু শিশু—আর আমি এত প্রবীণ—আশ্চর্য্য! (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

উদ্যান। কাল—প্রভাত।

করুণাবতী।

করু। লোকে বলে তুমি রাণী—পদমর্য্যাদার অনুরূপ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করে থাক। আমি জানি না কি সে গাম্ভীর্য্য, কি সে মর্য্যাদা—অথচ আমায় সেটা অন্ততঃ অভিনয় করতে হবে! মনুষ্য হয়ে মানুষের সঙ্গে এতটা কাপট্য করা কি সম্ভব? অদৃষ্ট পুরুষের লেখনীর একটা টানে কাঙ্গালের সন্তান আজ সিংহাসনে বসেছে। জন্ম আমার কোথা হয়েছিল জানি না, কিন্তু জ্ঞান হওয়া অবধি তরুতলেই বাস করেছি। আর আজ হেম-চন্দ্রাতপের নিম্ন হ'তে সেই সব বাল্য সঙ্গীদের দিকে চেয়ে গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠব?—না, না আমি তা পারব না। অসম্ভব।

(সঙ্গের প্রবেশ)

সঙ্গ। কি অসম্ভব করুণা?

করু। এই রাণী হওয়া প্রিয়তম। আজন্ম গেরুয়া বল্কল পরে এসেছি; আজ এই মনিমুক্তাখচিত ঘেরাটোপ আমি সহ্য করতে পারছি না। আমায় এই সোণার কারা থেকে মুক্ত করে দাও স্বামী!

সঙ্গ। রাণী তুমি—তোমার যথা অভিরুচি তুমি করতে পার। কি অভিলাষ তোমার প্রকাশ কর।

করু। যদি বলি, রাগ করবে না?

সঙ্গ। কেন রাগ করব?

করু। তুমি যে রাজা!

সঙ্গ। রাজার কি রাণীর ওপর রাগ শোভা পায়?

কল্প। তবে বলি শোন। আমি চাই আমার সেই বন, আমার সেই উপত্যকা—সেই তরুতলবাসী, ছিন্নবাস, অন্নহীন শৈশব সঙ্গী!

সঙ্গ। আমার এই হৃদয় বনভূমি তোমার মদগন্ধে ভরে আছে—এ বন কি তোমার পছন্দ হয় না? দেশের কোটী নরনারী কোটী প্রার্থনা লয়ে তোমার সিংহাসন নিম্নে আকুল প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, শক্তি থাকতে তাদের সেবা করা তোমার কি উচিত নয় করুণা? রাণীগিরি কি মুখের কথা? নিজের নশ্বর দেহটি সুবর্ণে ছেয়ে ফেলা কি রাণীর কর্ত্তব্য? নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা নিজের বিলাসিতা, নিজের উপভোগের জন্য কি বিধাতা রাজারাণীর সৃষ্টি করেছেন? একটা ক্ষুদ্র সংসারে যেমন পিতামাতা—কোটি সংসারের সমষ্টি এই রাজ্যখণ্ডের তেমনি রাজা ও রাণী। লোক একটা অতিথির সেবা করলে স্বর্গসুখের অধিকারী হয়, আর তোমার আশে পাশে চারিভিতে অসংখ্য অতিথি। পুণ্যার্জ্জনের এই সুযোগ ক'টা সৌভাগ্যবান লাভ করে? তুমি এই সুযোগ ত্যাগ করতে চাও রাণী?

কল্প। এ কথা ত' আগে শুনিনি প্রভু; আর কেউ ত আমায় এ শিক্ষা দেয়নি। প্রিয়তম! জীবনসর্ব্বস্ব! অন্ধকে যদি দৃষ্টিশক্তি দিলে, তবে তাকে তা'র নূতন জগতের পথঘাটগুলি জানিয়ে দাও!

(জগমলের প্রবেশ।)

জগ। মহারাণা! সেনাপতি জয়সিংহ আজমীর জয় ক'রে আপনার আদেশের অপেক্ষায় দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছেন।

সঙ্গ। তাঁকে সসম্মানে লয়ে এস। (জগমলের প্রস্থান।)

কল্প। আমি কি অপেক্ষা করব প্রিয়তম?

সঙ্গ। হাঁ প্রিয়তমে। (জয়সিংহের প্রবেশ।)
এস বন্ধু, এস বীর! রাজদম্পতী তোমার হর্ষোৎফুল্ল মুখমণ্ডল দেখবার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

জয়। (তরবারী রাখিয়া) দাসের অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনাদের আশীর্ব্বাদ আমার ক্ষীণ অঙ্গে লক্ষ মত্তমাতঙ্গের শক্তি এনে দিয়েছিল—আমি তিন ঘণ্টায় আজমীর জয় করেছি। বিদ্রোহী-দলের উৎপীড়নে দেশবাসী অত্যন্ত কষ্টে কালযাপন করছিল। আমাদের জয় সংবাদে তা'রা সকলেই সুখী, প্রবীণ বীর করমচাঁদ রাওকে তারা সানন্দে আজমীরের সিংহাসনে বরণ ক'রে নিয়েছে।

সঙ্গ। বন্ধু! তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার সিংহাসন আরোহণের পর মেবারের এই প্রথম জয়-সংবাদ, দেশের লোক দেবতার 'আশীর্ব্বাদ ব'লে গ্রহণ করবে। সেনাপতি সিলাইদি তোমাকে সাহায্য করতে কার্পণ্য করেন নি?

জয়। না মহারাণা! তিনি বীরের ন্যায় যুদ্ধ করেছেন। সৈন্যমণ্ডলী তাঁর রণকৌশল দেখে চমৎকৃত হয়েছিল।

সঙ্গ। আশ্বস্ত হলাম। রাণী! এই প্রভুভক্ত বীরকে পুরস্কৃত কর। এই মহাবীর সিংহাসন জয় ক'রে তোমার পিতাকে দান করেছেন।

জয়। মহারাণা! আমায় লজ্জিত করবেন না। আমি দান করিনি—দান করেছেন আপনি।

সঙ্গ। (হাসিতে হাসিতে) হাঁ সেনাপতি; দান করেছি আমি, কিন্তু জিনিসটি তোমার।

কর্ম্ম। মহানুভব বীর! আমি তোমায় আর কি পুরস্কার দেবো? মালমুক্তাময় এই কণ্ঠহার গ্রহণ কর। গৃহকোণে বসে যে গৃহলক্ষ্মী

স্বামীর কল্যাণের জন্ত অনাহারে অনিদ্রায় দেবতার আরাধনা করছেন, তাঁর কণ্ঠে এই হার অর্পণ ক'রো। মনে রেখো, তাঁরই ঐকান্তিক সাধনা, তোমার জীবনপথ আলোকমালায় সজ্জিত করে রেখেছে।

জয়। মহারাণী। মা! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

কঙ্ক। যাও বৎস, তিনি আকুল প্রতীক্ষায় গৃহের দুয়ারে অপেক্ষা করছেন। তাঁর উৎকণ্ঠিত প্রাণে শান্তি প্রদান করোগে।

সপ্তম দৃশ্য।

মন্ত্রণাগৃহ। কাল—অপরাহ্ন।

মালবের দূত ও জগমল রাও।

মা-দূ। মহাশয়! আপনাদের অকারণ বিলম্বে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

জগ। বরাত আমাদের।

মা-দূ। গোপনীয় রাজকার্য্য সাধনে মালবরাজ আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। এক পক্ষের মধ্যেই আমাকে মালবে ফিরতে হবে, এই আদেশ ছিল। কিন্তু চিতোরেই দশ দিন কেটে গেল, অথচ এখনও কোন কাজ হ'ল না।

জগ। আপনাকে ছেড়ে দিতে মন প্রাণ বড় একটা রাজী ন'ন। সত্যি বলতে কি, আমি আপনার চরণে মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন সমস্তই অর্পণ ক'রে ফেলেছি। আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে আপনাকে এই নিষ্ঠুর লোকালয় হ'তে কোন নির্জ্জন নিরালা নিস্তব্ধ নির্ব্বান্ধব পুরীতে নিয়ে গিয়ে দিবারাত্রি আপনার করুণ ক্রন্দন—থুড়ি—করুণ প্রেমালাপ শ্রবণ করি।

মা-দূ। কিন্তু সেটী হ'চ্ছে না।

জগ। আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন; মনের কথা টেনে বে'র ক'রে ফেলেছেন।

মা-দূ। মালবের রাজদূত আমি।

জগ। বটে? পরিচয়টা নূতন শুনলাম। বাঃ, বাঃ! বেশ, বেশ। এই বয়সে এতটা উন্নতি সচরাচর দেখা যায় না; খুব ক্যালোয়াত আপনি—কি বলেন?

মা-দূ। আপনি যে নিতান্তই পরিহাস আরম্ভ করে দিলেন, দেখছি।

জগ। দিলাম না কি? বাঃ। কি তীক্ষ্ণবুদ্ধি—সাধু!

মা-দূ। খুব যে দম্ভ প্রকাশ করছেন দেখতে পাই।

জগ। আজ্ঞে হ্যাঁ; বেশ দেখছেন কিন্তু। বলিহারি আপনার চাউনি। (সুর করিয়া) "মরি কিবা খঞ্জন গঞ্জন আঁখি"—

মা-দূ। গলাটাও সেধে রেখেছেন দেখতে পাই।

জগ। এবারেও বেড়ে দেখেছেন; ক্যালোয়াত কি না.

মা-দূ। (স্বগত) ছিট আছে বোধ হয়; নীরব থাকাই শ্রেয়।

জগ। কি মশাই চুপ করলেন যে!

মা-দূ। দেখুন আমি একজন রাজপ্রতিনিধি! মালব ও মেবার রাজ্যের সৌহার্দ্দ্য-বন্ধন দৃঢ় করবার জন্য আমার এখানে আসা। আপনি ভাঁড়ামি ক'রে আমায় ত্যক্ত করবেন না।

জগ। আজ্ঞে না—আচ্ছা আমি এই চুপ করলাম।

মা-দূ। (কিঞ্চিৎ বিলম্বে) হ্যাঁ মহাশয়, মহারাণা নাকি সামন্ত-রাজ সিলাইদিকে পদচ্যুত করেছেন? কি হয়েছিল বলতে পারেন? অমন মহানুভব রাণার সঙ্গেও ঝগড়া হয়? আপনি ত রাণার অন্তঃপুরেও প্রবেশ করেন শুনতে পাই। আপনি বুঝি রাণীমহল্লার রক্ষক?

জগ। দেখুন, মহারাণা সঙ্গের শ্যালক আমি। আপনি পাগলের মত আবোল তাবোল ব'কে আমায় ত্যক্ত করবেন না।

মা-দূ। ও। তা আমার সাহচর্য্যে যদি বিরক্ত হন, আমি ঐ পার্শ্বের ঘরে অপেক্ষা করিগে।

জগ। য়্যাঁ—কি বললে—চলে যাবে? নির্দ্দয় নিষ্ঠুর নিপট

নির্লজ্জ হৃদয়কান্ত! পাশের ঘরে চলে যাবে? এ অবলার দশায় তা'হলে কি হবে? নাথের বিরহে আমি যে চোদ্দভুবন অন্ধকার দেখব। নাথ হে যেওনা; আর যদিই যাও—আমার এই ছোট্ট হৃদয়ের ছোট্ট কুসুমটী তোমার গোদাপায়ে দ'লে যদি একান্তই যাও—আমায় এই নির্জ্জন নিভৃত প্রকোষ্ঠে গুমখুন করে রেখে যাও।

মা-দূ। দেখুন ইয়ারকি করবেন না বলছি—হ্যাঁ।

রাণা সঙ্গের প্রবেশ।

জগ। (অভিবাদন করিয়া) এই মালবের দুত। (মালব-দুত অভিবাদন করিল।)

সঙ্গ। মালব প্রতিনিধি! আমার বিলম্বের জন্য আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আপনাদেব মহাবাজের পত্র পাঠ করেছি। এখন আপনার কি বক্তব্য বলুন।

মা-দূ। মহারাণা! রাণা কুম্ভের রাজত্বকাল হ'তে মালব মেবারের রাজকোষে নিয়মিতভাবে কর প্রদান ক'রে আসছে। মহাবাজ বলেন যে মালব যখন এতদিন ধবে মেবারের সহিত সদ্ভাব রেখে এসেছে, তখন এই সামান্য কব গ্রহণে লাভ কি? করপ্রথা তুলে দিয়ে মালবকে মেবারের সুহৃদকুলের মধ্যে গণ্য করা হ'ক।

সঙ্গ। আমি যদি এ প্রস্তাবে সম্মত না হই?

মা-দূ। সম্মত হওয়াই উচিত ছিল, অসম্মত হ'চ্চেন সুতরাং আমাকেও স্পষ্ট বলতে হল।

সঙ্গ। বলুন।

মা-দূ। মালব আর মেবারকে কর প্রদান ক'রবে না।

সঙ্গ। জগমল! এতক্ষণ মালবের সীমান্তে সেনাপতি জয় সিংহের লৌহবাহিনী ব্যূহ রচনা করেছে। তুমি তোমার পঞ্চ সহস্র

অশ্বারোহী ল'য়ে সীমান্ত অভিমুখে অভিযান কর। আমি আর তোমার পিতা শীঘ্রই তোমাদের সহিত মিলিত হব। (জগমলের প্রস্থান।) মালব প্রতিনিধি! আমি আপনাদের সমস্ত চক্রান্তই অবগত ছিলাম। মালবরাজ যে গোপনে মেবার আক্রমণ করতে আসছিলেন সে সংবাদ আমি পেয়েছিলাম। এখন দেখছেন আপনাদের নিক্ষিপ্ত বাণ কেমন ব্যর্থ করে দিয়েছি! দুঃখিত আমি যে মালব এত শীঘ্র মেবারের শৌর্য্যকথা বিস্মৃত হ'লেন। এই সেদিন পিতামহের সিংহাসনতলে মস্তক অবনত ক'রে মালব করপ্রদানে স্বীকৃত হয়ে গেছে;—আশ্চর্য্য! মানুষ এত শীঘ্র সে সব ভোলে কি ক'রে।

মা-দূ। মহারাণার অবিবেচনায় আমি দুঃখিত হলাম। এবার মালব একা নয়, দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীও তাঁকে সাহায্য করবেন।

সঙ্গ। আরও লক্ষ নারকীয় চমূ মালবের সহায় হ'লেও আমি পশ্চাৎপদ হব না। মেবার দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না। মালবের দুরাশা আকাশগাত্রে মেঘবৈচিত্র্যের মত নিমেষে লুপ্ত হ'য়ে যাবে। গোপনে যুদ্ধসজ্জা ক'রে আপনাদের এ অভিনয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। শাঠ্য নীচের কার্য্য, যথার্থ যুদ্ধ ব্যবসায়ী শঠতা অবলম্বন করতে লজ্জা পায়। আপনাদের অষ্টাদশ সহস্র সেনা আমাদের দ্বারে এসে পৌঁছেচে জানি; আর আপনি সন্ধির ছলনায় মেবারের বাহুবলের সন্ধান নিতে এসেছেন—ধিক্।

মা-দূ। মহারাণা! আমি দূত মাত্র—আজ্ঞাবাহী; যা আদেশ পেয়েছি, তাই কার্য্যে পরিণত করেছি।

সঙ্গ। কে আছ? (প্রহরীর প্রবেশ) এঁকে পথ দেখিয়ে দাও।

(প্রহরী ও মালবদূতের অভিবাদনান্তে প্রস্থান।)

সঙ্গ। উপায় নেই, আরও কতকগুলি জীবননাশ আমাকে

করতে হবে। দেশ শুনবে না—তার নিজের পায়ে যে কুঠার পড়ছে সে কুঠার তুমি ধরতে যাও, তোমারি মস্তকে তা' নিক্ষিপ্ত হবে! মালব একজন পরাক্রান্ত প্রতিবেশী; কাবুল জয় করবার মানসে তার সহায়তা প্রার্থনা করলাম—দৌর্ব্বল্যের অছিলায় আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলে। ভারতবর্ষের প্রবেশ দ্বার মোগল বাবর অধিকার করলে। নির্ব্বোধ সব—দেশের মঙ্গলের জন্য অস্ত্রধারণ করলে না, দেশবাসীর উচ্ছেদের জন্য অস্ত্র ধরেছে। ঈশ্বর! তোমার ভারতবর্ষটা একটা নিশ্বাসে চূরমার করে দিয়ে এক বিরাট ধ্বংসের স্তূপ জগতের সামনে তুলে ধরতে পার; পৃথিবীর লোক তাহ'লে এই একটা বিভীষিকার ছবি নিরন্তর চক্ষের ওপর দেখতে পান, তারা আর কখন কুপথে যায় না।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্র। কাল—প্রভাত।

রাণা সঙ্গ ও সৈনিকগণ।

সঙ্গ। ঐ দেখ অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা দিল্লীশ্বর ইব্রাহিমের মাথার ওপর সগর্ব্বে উড্ডীয়মান। পঞ্চাশ সহস্র সেনার বক্ষপ্রাচীরে ঘেরা ঐ দুর্গ অমিততেজে আক্রমণ কর। ঐ বিদ্রোহী মালবের পতাকা—ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে ঐ পতাকা ধূলিকণায় মিশিয়ে দাও।

সকলে। হর হর মহাদেও।

সঙ্গ। অগ্রসর হও বন্ধুগণ। বামে জয়সিংহ, দক্ষিনে করমচাঁদ, সম্মুখে সিলাইদি আর আমি তাঁর পার্শ্বচর হ'য়ে তোমাদের অনুগামী হব। মনে রেখো ভাইসব, এ যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী তোমাদেরই। ইতিপূর্ব্বে সপ্তদশবার হিন্দুস্থানের বিজিত বক্ষের ওপর দিয়ে, বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়ে সগর্ব্বে চলে গিয়েছ; বাকরোলের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদি তোমাদের তরবারীর সম্মুখে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন। আজ এই ঘাটোল্লির প্রান্তরে আমরা এক সঙ্গে, এক তরবারীর আঘাতে দিল্লী ও মালব চিরদিনের মত জয় করব।

সকলে। জয় মহারাণা সঙ্গের জয়।

সঙ্গ। যে দিল্লীর প্রাসাদশীর্ষ হ'তে হিন্দুর বৈজয়ন্তী বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে মৃত্তিকা আশ্রয় করেছিল, যে দিল্লীবিজয়

হিন্দর পক্ষে আকাশে দুর্গনির্ম্মাণ সমতুল, সেই দিল্লী তোমাদের বাহুমধ্যে, বজ্রমুষ্টিতে ধরে রাখ। দেশে দেশে তোমাদের জয়ধ্বনি উঠুক—আকাশ হ'তে স্বর্গগত পিতৃপুরুষগণ তাঁদের সম্মানকিরিটী সন্তান দলের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করুন।

সকলে। হর হর মহাদেও।

সঙ্গ। তোমরা মেবারী—তোমাদের অসির ফলক ইতিপূর্ব্বে বহুবার দিল্লীর বক্ষরক্তপান ক'রেছে। মহারাণা সমরসিংহ, ভীষ্ম-প্রতিম চণ্ড, আলাউদ্দিন-প্রতিদ্বন্দ্বী ভীমসিংহ অভিমন্যুসমান বাদল—তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ! রাণী কর্ম্মদেবী, সতীকুলরাণী পদ্মিনী তোমাদেরই মাতৃকুল। আকাশ পটের অন্তরাল হ'তে তাঁরা আকুল নয়নে তোমাদের পানে চেয়ে আছেন। তাঁদের অঞ্চল, অদৃশ্য আবরণে আততায়ীর তীক্ষ্ণ খড়্গ হ'তে আমাদের রক্ষা করছে। অগ্রসর হও—অগ্রসর হও বন্ধু সব, আমাদের জয় অনিবার্য্য!

সকলে। জয় রাণা সঙ্গের জয়।

সঙ্গ। যথার্থ ক্ষত্রিয়ের মত ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হও। রণাঙ্গন ক্ষত্রিয়ের তীর্থভূমি, এটা স্মরণ রেখো। চলো, স্থিরপদক্ষেপে দৃঢ়মুষ্টিতে অস্ত্রধারণ ক'রে শত্রুর বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ি। বিজয়—বিজয় বিজয় —সর্ব্বস্বপণ।

সকলে। জয় মহারাণা সঙ্গের জয়—হর হর মহাদেও!

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থলের অপরাংশ। কাল—প্রভাত।

ইব্রাহিম লোদি, সেনানীবৃন্দ।

ইব্রা। খুব সাবধানে যুদ্ধ কর, রাণা সঙ্গের বাহুবল ইতিপূর্ব্বেই জ্ঞাত হয়েছ! রাণার সহিত যুদ্ধ উপেক্ষার বিষয় নয়।

১ম সে। জাঁহাপনা! আমরা খুব সতর্কতার সহিত সৈন্য সমাবেশ করেছি। আমাদের বামপার্শ্ব আক্রমণ করতে এসে শত্রুরা পশ্চাদপদ হ'য়েছে।

ইব্রা। খুব সাবধান। স্থানচ্যুত হ'লে শত্রুহস্তে তোমাদের নিস্তার নেই। সেই কাফেরকে আমার কাছে নিয়ে এস (একজন সেনানী প্রস্থান করিল) এই বিশ্বাসঘাতকগুলোকে বিষধর সর্পের মুখে নিক্ষেপ করলে এদের পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়। (দক্ষজীর প্রবেশ ও অভিবাদন) আসুন আপনারি গুণগান করছিলাম। এই স্থান হ'তে যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্তই বেশ দেখা যায়। বলুন কোন স্থানে কোন সেনাপতি যুদ্ধ করছেন।

দক্ষ। শুধু আপনাদের বামপার্শ্ব আক্রমণকারীকে আমি চিনতে পারছি। উনিই মহারাণার শ্বশুর—আজমীররাজ করমচাঁদ রাও।

ইব্রা। আপনার প্রভু কোথায়?

দক্ষ। বোধ হয় রাজপুত সৈন্যের পুরোভাগের অধিনায়কত্ব করছেন; সর্ব্বনাশ!

ইব্রা। কিসের সর্ব্বনাশ—কি হলো।

দক্ষ। সেনাপতি সিলাইদির পার্শ্বে রাণা সঙ্গ। ঐ সেই বীর-পুঙ্গব ঝটিকার অব্যবহিত পূর্ব্বে জলধির মত অচল।

ইব্রা। ঐ তোমাদের রাণা? তাহ'লে উপায়? সিলাইদি কিরূপে তার ষড়যন্ত্র সফল করবে?

দক্ষ। রাণা কি আমাদের ষড়যন্ত্র কাহিনী টের পেলেন?

ইব্রা। আমাদের দক্ষিণপার্শ্ব আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে কে আসছে বলতে পার? অতি নিপুণ বাহিনী! বল, বল শীঘ্র বল কে ঐ সেনাপতি। ঝটিকা প্রবাহের মত এখনি আমার সমস্ত সৈন্য তৃণের ন্যায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

দক্ষ। মেবারের প্রধান সেনাপতি জয়সিংহ।

ইব্রা। ধন্যবাদ। আপনি শিবিরে যান—এ বিপজ্জনক স্থানে আর অপেক্ষা করবেন না। (দক্ষজীর অভিবাদন ও প্রস্থান) সেনানীবৃন্দ! সৈন্যগণ! প্রাণপণ শক্তিতে রাণা সঙ্গের এই নিপুণ সৈন্য চালনায় বাধা প্রদান করুন; নতুবা আপনাদের সম্রাটের আজ এই শেষ যুদ্ধ। দিল্লীর সিংহাসন কাফেরের হস্তগত হবে, অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা কাফেরের পদতলে দলিত হবে। আপনাদের পিতৃ-পিতামহের বিজয়লব্ধ এই ভারতের সিংহাসন, এই স্বর্ণপ্রসূ বিশাল রাজ্য একটা রাজপুত ভূইঞার হস্তগত হবে। আসুন বীরবৃন্দ, সাহসে বুক বেঁধে যুদ্ধ দান করি। তৃণদল ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হ'লে মত্তহস্তীকে বন্দী ক'রে রাখতে পারে আর এতগুলি শস্ত্রপাণি বীর আপনারা, একসঙ্গে—কায়মনে চেষ্টা করলে এই রণোন্মত্ত কাফেরের দলকে পরাস্ত করতে পারবেন না?

সকলে। অবশ্য পারব।

ইব্রা। তবে আসুন খোদার নাম নিয়ে বীরদর্পে অগ্রসর হই দক্ষিণে মালবের সুশিক্ষিত সেনা, বামে প্রকৃতির পর্ব্বত প্রাচীর,

সম্মুখে আমাদের মহাবলশালী পদাতিক, পশ্চাতে বিরাট ঐরাবত বাহিনী! কার সাধ্য এ মহতী সেনাকে পরাস্ত করে!

সকলে। আল্লা আল্লা হো—জয় দিল্লীশ্বরের জয়!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বতভূমি। কাল—মধ্যাহ্ন।

জয়সিংহ ও সৈন্যগণ।

জয়। আর কয়েক পদ অবশিষ্ট। ঐ গিরিশিখর অধিকার করতে পারলে ঘাটৌল্লির যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করব। ওঠ, ওঠ বন্ধুগণ—ওঠ ভাই সব—আরও উর্দ্ধে ওঠ। হতাশ হ'য়ো না; দৃঢ় পাদক্ষেপে এই সামান্য পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম কর।

সৈ। একটু অপেক্ষা করুন সেনাপতি।

জয়। তিলমাত্র বিলম্ব করলে এতখানি পরিশ্রম পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে।

বন্ধু, ভাই, দোসর!
এ নহে বিশ্রামের অবসর—
বিশ্রাম নহে ক্ষত্রিয়ের বাণী।
বিনা রণজয়,
ক্ষত্রিয়-তনয় অপেক্ষা না মাগে।
ঐ শুন চারিদিকে উঠে রণ-রোল,
শুন উঠে কোদণ্ড টঙ্কার—
হুহুঙ্কার করিছে অরাতি।

স্থির কর মতি,
ঐ দেখ রণ-দেবী ডাকিছে তোমায়।
ক্ষত্রিয়-নন্দন!
পারিবে কি মুদিতে নয়ন?
রুদ্ধ তব হবে কি শ্রবণ?
উঠ, জাগো, কর রণোল্লাস—
পরিহর এ ব্যর্থ বিলাস।
বীর তুমি,
বীরত্বের দাও পরিচয়।
করি রণজয়,
অহঙ্কারে মাতায়ে হৃদয়,
প্রদীপ্ত নয়নে, স্মিতাননে
যাবে যবে দোসর তোমার,
জিজ্ঞাসিবে দেশবাসী—
"হে রণবেশি!
কি করিলে ঘাটোলি-সমরে?"
ঐ বন্ধু তব,
স্ফীত বক্ষে উচ্চকণ্ঠে
কীর্ত্তিগাথা গাহিবে তাহার।
তুমি একবার ভাব দেখি মনে,
ব্যাকুল পরাণে,
যদি কেহ জিজ্ঞাসে তোমারে,
কি বলিয়ে বুঝাবে তাহায়?
কোন্ মুখে দিবে বা উত্তর?

আলোড়িয়া বক্ষের প্রাচীর,
বল বীর,
নাহি কি উঠিবে,
আক্ষেপের মর্ম্মভেদী শ্বাস ?
দেশবাসী সবে,
কবে জনে জনে--
তোমা পানে হেলায়ে অঙ্গুলি---
"দেখ, দেখ,
ঐ এক কাপুরুষ,
মজিয়ে বিলাসে
ত্যজি রণ, কাটায়েছে ক্ষণ !"
কিবা দশা হবে—
চিরনিদ্রা নাহি কি ভাঙিবে ?

সৈন্য। কাপুরুষ নই সেনাপতি। একা যাব—আমি একা যাব—ঐ গিরিশিখর আমি একাই অধিকার করব।

জয়। এই ত বীরের কথা। এই ত মেবার-সন্তানের যোগ্য বাণী। ওঠ—ওঠ—আরও উর্দ্ধে। জয় মহারাণা সঙ্গের জয়।

সকলে। জয় মহারাণা সঙ্গের জয়। (সঙ্গের প্রবেশ।)

সঙ্গ। সর্ব্বনাশ হয়েছে জয়সিংহ। করমচাঁদ রাওকে বিপন্ন দেখে সিলাইদিকে তাঁর উদ্ধারার্থে প্রেরণ করেছিলাম। করমচাঁদ ফিরে এসেছেন, সিলাইদি একা—মাত্র কয়েকটি দেহরক্ষী ল'য়ে তিনি অনন্ত শত্রুসৈন্য-বেষ্টিত হয়েছেন। এই পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন ক'রে পশ্চাৎ হ'তে এই মুহূর্ত্তে শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করতে না পারলে সেনাপতি সিলাইদিকে জন্মের মত হারাব।

জয়। শত্রু সৈন্যের কোন্ অংশে সেনাপতি সিলাইদি যুদ্ধ করছেন ?

সঙ্গ। মধ্যভাগ ভেদ ক'রে সেনাপতি সিলাইদি শত্রু সৈন্যের পশ্চাৎ দেশে উপস্থিত হয়েছেন।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।)

সৈ। মহারাণা! রাজা করমচাঁদ রাও সিলাইদির উদ্ধারার্থে পুনরায় শত্রুব্যূহে প্রবেশ করেছিলেন। শুনছি তিনি বন্দী হয়েছেন। ইব্রাহিম লোদী এক শ্বেত পতাকাধারী দূত পাঠিয়েছেন—তিনি বলছেন রাণা যদি যুদ্ধ বন্ধ ক'রে সন্ধি না করেন, তাহ'লে সেনাপতি সিলাইদি ও করমচাঁদ রাওকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হবে!

সঙ্গ। সৈনিক! ইব্রাহিম লোদীর পত্র খণ্ড খণ্ড ক'রে পদতলে দলিত কর। তার দূতকে ব'লে দাও, যতক্ষণ একটি মেবারী জীবিত থাকবে, ততক্ষণ যুদ্ধ চলবে।

(অভিবাদনান্তে সৈনিকের প্রস্থান। জনৈক পথি-প্রদর্শক চরের প্রবেশ!)

প-প্র। সেনাপতি! গিরিশিখর হ'তে শত্রুসৈন্যের উপর তীর চালাবার বেশ সুবিধা, কিন্তু তাদের পশ্চাদ্ধাবনের কোন উপায় নেই। ওদিকে পর্ব্বতগাত্র ঠিক সোজা নেমে গেছে। আমাদের অবতরণের কোন উপায় নেই।

সঙ্গ। সাগর তরঙ্গ সম
আজি দুঃসংবাদ রাশি
আসে অবিরাম।
সপ্তদশ ভীষণ সংগ্রাম
অবহেলে হ'ল জয়ী যারা
সেই মম অজেয় বাহিনী

মানিবে কি আজি পরাজয় ?
ঘাটোয়ি সমরক্ষেত্র
হইবে কি বীরত্বের সমাপ্তি প্রান্তর ?
সঙ্গের গৌরব রবি
মধ্যাহ্নেই করিবে কি অস্তাচলাশ্রয় ?
বল হে সৈনিক !
অরাতির খড়্গ যবে
উঠে শিরোপরে তব
কেবা দেয় বক্ষ পাতি, রক্ষিতে তোমায় ?
জয়শ্রীর স্বর্ণ নিকেতনে
কেবা ল'য়ে যায় ?
নহে কি সে সেনাপতি ?
আজি কি মেবারী চমূ,
কোষবদ্ধ তরবারী ল'য়ে
নিশ্চল স্থানুর মত করিবে দর্শন
সেনাপতির অকাল মরণ ?

সকলে। কখনই না। যতক্ষণ একজন জীবিত থাকব ততক্ষণ যুদ্ধ করব।

সঙ্গ। তবে এস বন্ধু, একে একে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করি। (পর্ব্বত শিখরে একজন সৈনিককে দেখা গেল) ঐ দেখ তোমাদেরই একজন সর্ব্বাগ্রে গিরিশিখরে উঠেছে।

জয়। দেখ দেখ, এইমাত্র যে ব্যক্তি বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা করছিল সে এখন গিরিশিখরে। সাবাস বীর! তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছ।

সৈ। (পর্ব্বতের উপর হইতে) মহারাণা! সেনাপতি! রজ্জু ব্যতীত অবতরণের কোন উপায় নেই।

জয়। শত্রুসৈন্য কতদূরে?

সৈ। শত্রুর চীৎকার আমি শুনতে পাচ্ছি কিন্তু তাদের দেখতে পাচ্ছি না।—সম্মুখে গহন বন ব্যবধান।

জয়। উত্তম ঐ স্থান দিয়েই আমাদের নামতে হবে। সৈন্যগণ! অগ্রসর হও। (সৈনিকদল চলিয়া গেল) রজ্জু! রজ্জু! কোথায় কে আছ মেবারের বন্ধু, কে আছ দেশভক্ত, কে আছ সঙ্গের আত্মীয় স্বজন—শুধু একটা রজ্জুর অভাবে আজ মেবারের দুইজন উৎকৃষ্ট সেনাপতির প্রাণ যায়।

সঙ্গ। কাকে ডাক বন্ধু! এ পর্ব্বতে কে আছে? উর্দ্ধে আছে অনন্ত আকাশ, নিম্নে পাষাণী বসুধা, আশে পাশে মূক বনস্থলী। কে উত্তর দিবে।

(পার্ব্বতী ও কতিপয় মহিলার প্রবেশ)

পা। কে উত্তর দেবে?
কেহই কি নাই মহারাণা?
নাহি কি ঐ দিগন্ত প্রসারী
নীলিমার পিছে,
ছায়া পথে বসি,
সর্ব্বদর্শী ভগবান?
রজ্জু? কিসের অভাব?
এই ভূমিস্পর্শী কেশভার
শ্যামশোভা জালে তার
হরিবে কি শুধু পুরুষের মন?

জন্ম তার শুধু কি বিলাসের লাগি !
মুক্ত করুন আসি
চিতোর ঝিয়ারী,
আছি মোরা শত পুরনারী
আমাদের এ কেশ পাশ
কার্য্যোদ্ধার অবশ্য করিবে।

জয়। কে বলে পাঠান জিনিবে সংগ্রাম ?
রণজয় নিশ্চয় করিব।
দাও মাগো কেশরাশি তব।

সঙ্গ। অপেক্ষা কর বন্ধু,
রমণীর কেশপাশে নাহি প্রয়োজন।
মূক বনস্থলী, আজি তব আবাহনে
ইঙ্গিতে দেখায়ে দেছে
অনন্ত ভাণ্ডার তার।
ঐ দেখ,
ফলভারে নত আঙ্গুর লতিকা
বাহু আন্দোলনে প্রকাশে অভিলাষ।
কহ সৈন্যগণে রজ্জু হবে আঙ্গুর লতায়
অভীষ্ট মোর এখনি পুরিবে।
শোন বীরাঙ্গণা !
বজ্রাদপি কঠোর হৃদয় ক্ষত্রিয় তনয়
তথাপি কাঁপে তার কর
নিবিড় নীরদ সম
ও কেশের রাশি ছেদিতে কৃপাণে

সাধিতে রাণার কার্য্য
আবাহনে আসিয়াছ সবে
লক্ষিত না করিব কভু
একে একে শত শত বীর
বাহিয়া পর্ব্বত নামিবে ভূতলে।
স্থির রহ সবে
পর্ব্বত গাত্রে রজ্জু আলিঙ্গিয়া।

পা। যথা আজ্ঞা মহারাণা! (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

ইব্রাহিমের শিবির-সম্মুখ। কাল অপরাহ্ন।

ইব্রাহিম ও সেনাপতি সিলাহদি।

ইব্রা। আপনার নিপুণতায় আমি মুগ্ধ হ'য়েছি সেনাপতি।

সিলা। সকলই জাঁহাপনার অনুগ্রহ। আপনার এই অঙ্গুরী আমাকে বিপুল সাহায্য করেছে। করমচাদ রাওকে সাহায্য করবার জন্য যখন উন্মুক্ত তরবারী ল'য়ে আপনার সৈন্যব্যূহে প্রবেশ করলাম তখন রাণা সঙ্গ দূর হ'তে আমাদের কার্য্য নিরীক্ষণ করছিলেন। এই অঙ্গুরী দর্শন মাত্র আপনার সৈন্যসমূহ সসম্ভ্রমে আমার পথ ছেড়ে দিলে; রাণা সঙ্গ ভাবলে যে আমি তরবারীর সাহায্যে পথ প্রস্তুত ক'রে নিলাম।

ইব্রা। অতি সুন্দর অভিনয় ক'রেছেন। করমচাদ পর্য্যন্ত প্রতারিত হয়েছে। সে বলছে, "আমার জীবন যায়, ক্ষতি নাই কিন্তু আমার উদ্ধারার্থে যে বীর শত্রুহস্তে আত্মাহুতি দিতে এসেছিলো সে যেন অক্ষত শরীরে ফিরে যায়।" এই রাজপুতজাতিটাকে দেখে আমি চমৎকৃত হ'য়ে গেছি সেনাপতি। এত তেজস্বী জাতি অথচ শিশুর মত সরল। ঐ আমার সেনানী বেষ্টিত হ'য়ে করমচাদ রাও এদিকে আসছে—আপনি অন্তরালে গমন করুন!

সিলা। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা! (প্রস্থান)

(পাঠান সেনানী ও শৃঙ্খলিত করমচাঁদরাও এর প্রবেশ।)

পা-সে। এই আমাদের জাঁহাপনা, অভিবাদন কর।

করম। অভিবাদন? কুচক্রী, বিধর্ম্মীর অধিনায়ককে অভিবাদন? সাধ্যাতীত না হ'লে তোমাদের জাঁহাপনাকে আমি পদাঘাত করতাম।

পা-সে। কি বললি কাফের? (তরবারীতে হস্তপ্রদান)

ইব্রা। মুনায়ম! তুমি অন্তরালে যাও, আমি এই গর্ব্বিত কাফেরের সঙ্গে একটু আলাপ করব (সেনানীর অভিবাদন ও প্রস্থান) তোমার মুক্তির মূল্য কি শুনেছ?

করম। শুনেছি, কিন্তু চিতোরী পরাজিত হ'য়ে দেশে ফিরে যায় না। আমার মুক্তি তোমাদের কৃপাণের মুখে, তা ছাড়া আমার মুক্তির অন্য পথ নেই। কিন্তু জেনে রেখ পাঠান, তোমাদের শঠতার পুরস্কার শীঘ্রই পাবে।

ইব্রা। আমাদের শঠতা। গর্ব্বিত কাফের! রসনা সংযত কর।

করম। মিথ্যাবাদী পাঠান! রাজপুত সত্য ভিন্ন মিথ্যা জানে না। আমার শানিত অসি যখন তোমার সৈন্যব্যূহে মৃত্যুবর্ষণ করছিল তখন পরিত্রাণের উপায়ান্তর না পেয়ে তোমার সৈন্যদল যে শঠতা অবলম্বন করেছিল তা কল্পনা করতেও আমরা লজ্জা পাই।

ইব্রা। কি সে চাতুরী শীঘ্র বল।

করম। তারা আমায় বলেছিল, "সেনাপতি সিলাইদি মৃত। আপনি অস্ত্র ত্যাগ করুন।"

ইব্রা। আর তুমি অস্ত্র ফেলে দিলে?

করম। না, না পাঠান সম্রাট! আমি অস্ত্র ত্যাগ করিনি। সিলাইদির মৃত্যুসংবাদ আমাকে মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত করেছিল। আমারি উদ্ধারার্থে এসে সেই বিচক্ষণ সেনাপতি প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে শুনে, মুহূর্ত্তের জন্য আমি আত্মহারা হ'য়েছিলাম—নিমেষের জন্য আমার হস্ত অচল হ'য়েছিল। তোমার চতুর সেনা সে সুযোগ হেলায় হারায় নি। সেই মুহূর্ত্তেই তারা আমাকে তাদের কবলগত করেছে।

[জনৈক দূতের প্রবেশ]

ইব্রা। কি সংবাদ ?

দূত। জাঁহাপনা! রাণাসঙ্গের এক সেনানী আপনার পত্র পদতলে দলিত করেছে।

ইব্রা। উত্তম! তুমি যাও। (দূতের প্রস্থান)

(স্বগত) পরাজয় নিশ্চিত! প্রভাত হ'তে যুদ্ধ করছি; সূর্য্য অস্তপ্রায় এখনও পদমাত্র অগ্রসর হ'তে পারলাম না; পাঠান-কলঙ্ক আমি।

করম। আমি কি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকব ?

ইব্রা। পার চলে যাও। নইলে যেমন আছ ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়ে থাক পরাজিত বৃদ্ধ।

করম। একখানা যদি অস্ত্র পেতাম তাহ'লে দেখতে চলে যেতে পারি কিনা।

ইব্রা। বৃদ্ধ! তোমার উভয় হস্তই রুদ্ধ, একথা বুঝি ভুলে গেছ ? স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক, মতিভ্রান্ত কাফের।

করম। একখানা অস্ত্র পাবার কোন আশা থাকলে দেখিয়ে দিতাম কে মতিভ্রান্ত।

ইব্রা। বটে ? আচ্ছা এই নাও। (ইব্রাহিম স্বীয় তরবারী করমচাঁদের পদতলে নিক্ষেপ করিলেন)।

করম। তবে আল্লার নাম নাও ইব্রাহিম লোদী শমন তোমার শিয়রে (শৃঙ্খল ভঙ্গ করণ।) (তরবারি লইয়া) অস্ত্র নিয়ে এস আমরা নিরস্ত্রের অঙ্গে আঘাত করি না।

ইব্রা। বীরকুলভূষণ! মুক্ত তুমি, স্বচ্ছন্দে স্বস্থানে চলে যাও। তোমার শৌর্য্যের সম্মুখে ইব্রাহিম আজ পরাস্ত—ধূলিধূসরিত। আমার পরাজয়ের চিহ্ন স্বরূপ এই অঙ্গুরী আমি স্বহস্তে তোমাকে

পরিয়ে দিচ্ছি। এই অঙ্গুরী দেখলে আমার সৈন্য মণ্ডলী সসম্মানে তোমার পথ ছেড়ে দেবে। ছলে তোমায় বন্দী করেছিলাম; কাল প্রভাতে রণক্ষেত্রে তোমার সহিত সাক্ষাত ক'রে পারি ত বলে তোমায় বন্দী করব, নতুবা সেলাম !

করম। বেশ। (প্রস্থান)।

ইব্রা। মুনায়ম ! মুনায়ম ! বেয়াদব কোথায় গেল।

(নেপথ্যে 'আলা আল্লা হো,' 'হরহর মহাদেও' ইত্যাদি সৈন্যগণের চীৎকার)।

একি ?—কি হলো। পাঠানরক্ষীরা সব পালাচ্ছে—ওদিকে বস্ত্রাবাসে আগুন জ্বলে উঠেছে। মুনায়ম ! মহম্মদ !—কোথা গেল সব !

(জয়সিংহের প্রবেশ।)

জয়। মানুষের ডাকে আর আপনার দেহরক্ষীরা সাড়া দেবে না জাঁহাপনা।

ইব্রা ! কে তুমি ?

জয়। অধীন চিতোরী। জনাব ! অদূরে আপনার জন্য অশ্ব প্রস্তুত—চিতোরের রাণা আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

ইব্রা। পাঠানের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা তাহ'লে ঘাটোলির প্রান্তরে মৃত্তিকা আশ্রয় করেছে ? হা আল্লা ! হা খোদা ! তাহলে তুমি সত্য সত্যই আমাকে ত্যাগ করেছ ?

(রাণা সঙ্গের প্রবেশ)

সঙ্গ। দিল্লীশ্বর ! ক্ষোভ করবেন না। যুদ্ধে জয়পরাজয় ভাগ্যচক্রের ঘূর্ণন মাত্র।

ইব্রা। মহারাণা ! একে একে হিন্দুস্থানের সমস্ত সম্পত্তি

হারিয়ে দিল্লী ও তার সান্নিধ্যে গোটাকয়েক জনপদের ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে স্বাধীনতাসুখ উপভোগ করছিলাম। ইতিপূর্ব্বে এক চতোরী আমার তরবারী গ্রহণ করেছে—এই নিঃসম্বল হতভাগার একমাত্র অবশিষ্ট সম্পদ—স্বাধীনতা; সম্রাট! আপনি সেটুকুও গ্রহণ করুন।

সঙ্গ। দুঃখিত হ'য়ো না পাঠান সম্রাট।

ইব্রা। এই হিন্দুস্থান আমার জন্মভূমি। দিল্লী আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, আমার বেহেস্ত অপেক্ষা আমি তাকে ভালবাসি।

সঙ্গ। জন্মভূমিকে কে ভালবাসে না জনাব?

ইব্রা। হিন্দুস্থানের এই সুন্দর নীলিমার নীচে আমি প্রথম নয়ন উন্মীলন করেছিলাম। এই হিন্দুস্থান আমাদের উভয়েরই মাতৃভূমি। র্কে তুমি আমার সহোদর সমান। ভাই! আমি তোমার অধীনে একটা ভুইঞার মত বেচে থাকতেও পাব না।

সঙ্গ। ভাই, তোমাকে আমি দিল্লীশ্বর ব'লেই আলিঙ্গনপ্রদান করছি।

(উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন)

(নেপথ্যে সৈন্যবৃন্দ—"জয় মহারাণা সঙ্গের জয়!")

পঞ্চম দৃশ্য।

চিতোর দুর্গমধ্যস্থ অলিন্দ। কাল-প্রভাত।

করুণাবতী গান গাহিতেছিলেন।

বিধি যদি দিত মোরে লাখরসনা গাহিতে হৃদয়গান
অনন্ত জীবন লভিত যদি এ মোর ক্ষুদ্র প্রাণ।
এ দুই বাহুর সীমার মাঝে
রহে কি গো সে অসীম অনন্ত
এ দুই নয়ন অনন্ত বরণ
হেরিয়া কভু কি হয় গো শান্ত
তব ভালবাসার, এ মোর হৃদি, দানিতে পারে কি প্রতিদান

(জগমলের প্রবেশ)

জগ। মহারাণী! ভগিনী! আমাদের জয়সংবাদ বহন ক'রে আনবার ভার আমারি ওপর অর্পিত হয়েছে।

করু। আমরা জয়ী হয়েছি?

জগ। হাঁ ভগিনী। মহারাণা ও সেনাপতি জয়সিংহের অমানুষিক পরিশ্রম চিতোরীসেনাকে জয়মণ্ডিত করেছে।

করু। জগদীশ্বর! সন্তানের অভিবাদন গ্রহণ কর।

জগ। ঘাটোল্লির যুদ্ধে আমরা দিল্লী ও মালব উভয়কেই জয় করেছি। মেবারের সামন্তবৃন্দ মহারাণার যুদ্ধকৌশল দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছেন। তাঁরা সকলে একবাক্যে মহারাণাকে সংগ্রামসিংহ বলে অভিবাদন করেছেন।

করু। জগমল! ভাই! আনন্দে আমার কণ্ঠরোধ হচ্ছে। মহারাণার চিতোরে ফিরতে কত বিলম্ব হবে?

জগ। দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধি স্থাপনা হয়েছে, মালবের সহিত একটা শান্তির বন্দোবস্ত হ'য়ে গেলেই তিনি চিতোরে ফিরবেন। আর একটা সংবাদ আছে ভগিনী, এবার যুদ্ধে এক রমণী আমাদের বিপুল সাহায্য দান করেছে।

করু। রমণী? তা হবে; চিতোরের ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তবু তাকে একবার দেখতে ইচ্ছা হয়।

জগ। মহারাণার পরিচিত সে রমণী, ইচ্ছা করলেই তুমি তাকে দেখতে পার। একদিন অনিচ্ছায় মহারাণার সহিত তার বাক্যালাপ শুনেছিলাম, শুনে বুঝেছিলাম, সে রমণী জনমদুঃখিনী। মহারাণার অনুমতি ল'য়ে তাকে রাজপ্রাসাদে এনে পার ত পুরস্কৃতা ক'র।

করু। আমি তাকে কি পুরস্কার দেব ভাই!

জগ। ইহজগতে তুমি ছাড়া অপর কেউ তাকে পুরস্কৃতা করতে সমর্থ হবে না। আমি চললাম—খাটোলীবিজয়ী মহারাণা সংগ্রাম-সিংহের নগরে প্রত্যাবর্ত্তন চুপে চুপে হবে না, আমি সেই উৎসবের আয়োজন করতে চললাম। (প্রস্থান)

করু। ইহজগতে আমি ছাড়া আর কেউ তাকে পুরস্কৃতা করতে পারবে না—কি সে পুরস্কার? এ তিন ভুবনে আমি একা দান করতে পারি এমন জিনিস কি? ধন, সিংহাসন, জহরত—এ সব অপরেও দিতে পারে। শুধু আমি তাকে দান করতে পারি এমন সম্পদ আমার কি আছে? (চমকিয়া) তাই কি!—ভগবান ভগবান্! সে কি আমার স্বামীকে চায়? আমার দেবতাকে আমি কি ক'রে পরের হাতে তুলে দেব? জীবনের পরমারাধ্য, চিরবাঞ্ছিত প্রিয়তম! মরমকুসুমকোরকের সঞ্জিবনী! আমি কি ক'রে তোমায় দান করব?

(পার্ব্বতীর প্রবেশ)

পা। আর একজন কি ক'রে দিয়েছে বোন?

করু। আর একজন? দিয়েছে? দিয়ে বেঁচে আছে?

পা। আছে বই কি ভগিনী।

করু। ওগো তার কেমন কঠিন প্রাণ? কেমন সে নারী? সে বুঝি কখনও স্বামীর বাহুবন্ধনে সংজ্ঞা হারায় নি? সে বুঝি কখনও স্বামীর অধরোষ্ঠে আপন অধর মিশিয়ে দিয়ে অমরার মদগন্ধের আস্বাদ পায়নি?

পা। না, তা পায়নি। তবে সে একদিন স্তিমিতচন্দ্রালোকে বাপীতটে বসে, তার পরমারাধ্যের করকুসুমের পরশ পেয়ে, নিখিলের দুঃখসুখ সব ভুলে গিয়ে, মনে মনে তাঁর চরণে আত্মবলি দিয়েছিল। আর একদিন বকুল কুসুমে তার প্রাণের সমস্ত প্রীতিটুকু মিশিয়ে মাল্যরচনা ক'রে, প্রিয়তমের উদ্দেশে, সে মালা নিজেরই গলে পরছিল—অন্তর্যামী অন্তরের কথা টের পেয়ে তা'র উদ্যত হস্তের সে মালা উপযাচক হ'য়ে কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন।

করু। তবু তবু সে তাকে বিলিয়ে দিলে? ওঃ কি কঠিন সে তাকে কি একবার দেখতে পাই না?

পা। দেখে লাভ?

করু। তার সঙ্গে আমি তাহ'লে একটা বিনিময় করি।

পা। কি বিনিময় মহারাণী।

করু। তার কঠিনপ্রাণ—বিনিময় আমার স্বামী। বল, বল তার সঙ্গে সাক্ষাত কি সম্ভব?

পা। সে তোমার সম্মুখে ভগিনী!

করু। য়্যাঁ—তুমি?—(পার্ব্বতীর আপদ মস্তক দেখিয়া) এত

সুন্দর—এত সুন্দর তুমি? বাঃ বাঃ এত রূপ ত আমি কখনও দেখি নি। এ যেন কোন নিপুণচিত্রকরের প্রাণঢালা সাধনা, তুলিকার মুখে মূর্ত্তিমতী হ'য়ে, চিত্রকরের মন্দিরাঙ্গনে মহাসমাধিতে ডুবেছিল —জগতের কল্যানের জন্য ভগবান শুভক্ষণে সে সমাধি হ'তে জাগিয়ে তুলে তাঁর সৃষ্টির অঙ্গনে ছেড়ে দিয়েছেন।

পা। ঘাটোয়ি হ'তে আশ্রমে ফিরছিলাম। পথে মনে হ'ল একবার মহারাণীকে আমাদের জয় সংবাদটা দিয়ে যাই। এসে দেখলাম অপর এক ভাগ্যবান আমার আগেই সে কাজ শেষ করেছেন। দ্বার হ'তেই ফিরছিলাম, মহারাণীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানি আমার গমনপথে পর্ব্বতের বাধা হ'য়ে দাঁড়াল। ফিরতে পারলাম না।

কর্ম। দয়াময়ী! যখন এসেছ আজকের মত আমার আতিথ্য গ্রহণ কর; এইমাত্র তোমার কাছে বিনিময়ের কথা বলেছি—

পা। বোন, প্রাণের আবেগ যে সমস্ত কথা উচ্চারণ করে, তার সকলগুলিই কি পূর্ণ হওয়া সম্ভব? বিনিময় যে অসম্ভব রাণী। আমার কঠিন প্রাণ তোমার বিনিময়ের মূল্য। তুমি সে মূল্য দিতে পারবে না, আমিও বিনামূল্যে জিনিস কিনব না। তবে আর কেন বিলম্ব করা, আমায় বিদায় দাও বোন।

কর্ম। না, না ভগিনী- বিনিময় অসম্ভব নয়। দেখ, স্বামী আমার যুদ্ধে অতুল যশঃ অর্জ্জন ক'রে মহানন্দে ফিরে আসছেন। দেশবাসী রাজধানীতে সাদরে তাঁকে বরণ করে ল'বার জন্য মহায়োজনে ব্যস্ত। সকলেই আপন আপন সাধ্যমত তাঁকে উপঢৌকন দেবে আর আমি শুধু বসে থাকব? আমার বিজয়ী স্বামী যখন আমার দ্বারে এসে দাঁড়াবেন আমি কি দিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করব? কি দিয়ে তাঁকে আমি আমার মন্দিরে বরণ করব? ওগো কুসুম, ওগো

নন্দনের পারিজাত! দেবভবনের আঙ্গিনা থেকে ধরণীর বক্ষে যখ নেমে এসেছ, তখন দেবতারই কণ্ঠহার হও, জনম বিফল ক'র না।

পা। মহারাণী ভগিনী! জনম তো আমার বিফল হয় নি আমি দেবতার সেবাতেই আত্মজীবন উৎসর্গ করেছি। আমা জন্মভূমির চারিভিত জুড়ে যে সব নররূপী নারায়ণ অবস্থান করছে আমি তাঁদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছি।

কক্ক। এ তুমি কি বলছ ভগিনী?

পা। রাণী, আমি ঠিকই বলছি। তুমি কি কখন মহাসি দেখেছ? দেখেছ কি সেই বিপুল জলধির বক্ষ হতে একটী ক্ষু ঊর্ম্মি ক্রমে তরঙ্গে পরিণত হ'য়ে কেমন তটভূমে ছড়িয়ে পড়ে আমার জীবনও তেমনই বোন। যেদিন জগতের আলো প্রথম দেখি সেদিন সেই আলোক, সেই আমার ক্ষুদ্র কুটীর—আমার ভালবাসা বস্তু হয়েছিল। তারপর পিতামাতাকে দেখে তাঁদের ভালবেসেছিলাম, তারপর, কুটীরের বাইরে প্রতিবাসীদের ভালবেসেছিলাম। তারপর তারপর আমার এই মুক্তপ্রাণ, হিন্দুস্থানের দখিনা মলয়ার মত উজ্জল নীল আকাশের নিম্ন দিয়ে—সারা দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছি বল বল বোন্, আমার জীবন কি বিফল? আমার প্রেম, আত্মী প্রেম, জীবপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেমে পরিণত করতে চলেছি। এই আমার সাধনা, এই আমার ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে, এই মহাসিন্ধুর ওপারে গিয়ে আমার চিরবাঞ্ছিতের অঙ্কে অনন্ত শয়ন লাভ করতে চলেছি। ভগবন্! পথ দেখাও, স্বামী! আমার হাত ধর—আমি যেন পেছিয়ে না পড়ি। (প্রস্থান)

কক্ক! একি উজ্জল আলোক! আমার চক্ষু অন্ধ হ'য়ে গেল। (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আঙ্গুর ক্ষেত্র। কাল—সন্ধ্যা।

জনকয়েক মোগল সৈনিকের প্রবেশ।

১ম সৈ। বলি ওহে মিঞা—বলি এ রকম কখনও দেখেছিলে ?

২য় সৈ। মনে কর শুনেছিলুম ত।

১ম সৈ। বলি কি মজাদার দেশ ভাই, য়্যা ! গাছে ঝুলছিল ল, খেলুম আর একেবারে জমাটি নেশা !

২য় সৈ। একেবারে মজগুল মনে কর।

১ম সৈ। না বলি যে দেশের ফল এমন রংদার সে দেশের বিরা—

২য় সৈ। একেবারে পরী মনে কর। দেখলে, নোলায় স এল ; হাত বাড়ালে, ঝপ ঝপ ক'রে পাখা নাড়তে নাড়তে কেবারে ভুস করে উড়ে গেল। মেরে রেখে গেল মনে কর।

৩য় সৈ। ঠিক—ঠিক আমারও এই রকম একটা দুর্ঘটনার থা মনে পড়ে গেল। এই তৈমুর বাদশা'র সঙ্গে, বুঝলি, আমার কুরদাদা হেঁদুর দেশে লড়ায়ে এসেছিল। এখন একদিন রাত্রিকালে ই রকম একটা বাগানে ঠাকুরদাদার সঙ্গে দেখা হল এক রীর। ঠাকুরদাদা একেবারে—একেবারে—কি বলব—ঠাকুরদাদা কেবারে—

২য় সৈ। তটস্থ মনে কর।

৩য় সৈ। ঠিক বলেছিস ভাই ; তটস্থ। আমি ঐ কথাটাই বলব বলব মনে করছিলুম। তারপর পরী বললে, "ভয় নেই

তোমায় আমি সাদি করব।” ঠাকুরদাদা অমনি আহ্লাদে বুঝলি—সটাং পরীর সামনে চৌদ্দ পো। পরী অমনি ঠাকুরদাদার মাথার ওপর—

২য় সৈ। পা দুটো না দিয়ে বললে, “বাপজান্! ওঠো আমি এসেছি।” কি মধুর কথা মনে কর।

৩য় সৈ। হাঁা হাঁা ঠিক বলেছিস ভাই। তুই ছিলি বুঝি আমার ঠাকুরদাদার সঙ্গে?

২য় সৈ। ছিলুম বলে ছিলুম—একেবারে সশরীরে ছিলুম মনে কর; কি বলো হে মিঞা?

১ম সৈ। না বলি তা ছিলে বই কি; আমি বেশ মনে করছি।

(একটী সরদার ফল লইয়া জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

বলি ওটা কি নিয়ে যাচ্চিস রে?

৪র্থ সৈ। (অনুনাসিক) আর কেন বল ভাই, হুজুর খাবেন।

৩য় সৈ। কি ওটা বল দেখি?

২য় সৈ। ওহে দেখছ না—ওটা একটা বৃহৎ পরীর ডিম মনে কর।

৪র্থ সৈ। হ্যাঁ—

২য় সৈ। গাছে ছিল ত?

৪র্থ সৈ। হাঁা।

২য় সৈ। রক্ষে রাখবে না মনে কর; পরীর ডিম চুরী। মনে কর।

১ম সৈ। না বলি তা ফেলে দে; যা করেছিস করেছিস—এই বেলা ফেলে দে।

২য় সৈ। জানে মরবে মনে কর।

৪র্থ সৈ। আর ভাই! নেমখের চাকরী জানের ভয় করলে ত আর চলবে না।

২য় সৈ! একেবারে কুঁচি কুঁচি করবে মনে কর।

৪র্থ সৈ। কে—পরী? আচ্ছা তোরা এইখানে দাঁড়া; আমি জনাবকে এই ডিমটা দিয়ে আসি। পরী শালী যদি আসে দাঁড়াতে বলিস। আমি এসে তার ঘাড়টা ধরে এই পয়জার না খুলে পটাপট ঘা কতক দিয়ে দেব।

১ম সৈ। আরে বাপ রে—[দূরে পুচ্ছ উণ্মিলীত করিয়া একটী ময়ূর দেখা গেল]

৩য় সৈ। কি রে কি?

২য় সৈ। পরী মনে কর।

৪র্থ সৈ। য়্যাঁ—

১ম সৈ। ইয়া আল্লা এই দিকেই আসছে।

২য় সৈ। জানটা গেল মনে কর।

৪র্থ সৈ। য়্যাঁ য়্যাঁ; কি হবে? এখন ফেলে দিলে দেখতে পাবে যে।

৩য় সৈ। বসে পড় বসে পড়; ডিমের ওপর বসে পড়

৪র্থ সৈ। (বসিয়া) [illegible]

২য় সৈ। [illegible]

৩য় সৈ। ওরে এলো যে রে হা[illegible]?

১ম সৈ। বসে পড়—সকলে চোক বুজে বসে পড় (সকলে বসিল)।

(হুমায়ুনের প্রবেশ)

১ম সৈ। (স্বগত) এসেছে—একদম রগ ঘেঁসে এসেছে।

হুমা। তোমরা সব এখানে এমন করে বসে আছ কেন?

১ম সৈ। (জনান্তিকে) আবার মানুষের মত কথা কয়।

২য় সৈ। (") জানটা বেঘোরে গেল মনে কর।

৩য় সৈ। (") ঐ শালা ডিমচোরের জন্তে।

৪র্থ সৈ। (") শেষে ডিম ব্যাটাচ্ছেলেই আমায় মজালে।

হুমা। কি করছ সব এখানে? উত্তর দাও।

১ম সৈ। বলি ভাল করে ঢেকে রাখ।

হুমা। আংরাখায় চেপে রাখছ—কি ওটা?

৪র্থ সৈ। (সভয়ে) ইয়া আল্লা।

হুমা। তোমরা কথা কইছ না কেন? এ বদমায়েসীর সাজ পাবে জান?

১ম সৈ। আজ্ঞে পরী সাহেব—আমরা কিছু করিনি; শুধু—এই শুধু—

২য় সৈ। শুধু তা' দিচ্ছিলুম মনে কর।

৩য় সৈ। ডিম আপনার নষ্ট হয় নি।

৪র্থ সৈ। আজ্ঞে মোটেই না। (ফল বাহির করিয়া) এই দেখুন যেমনটী ছিল তেমনই আছে।

হুমা। হুঁ। আজিজ! (মির্জ্জা আজিজের প্রবেশ)

আজি। জনাব!

হুমা। এই কমবখতগুলো অতিরিক্ত আঙ্গুর রস পানে উন্মত্ত হয়েছে।

(সৈনিকগণ দাঁড়াইয়া উঠিল)

সৈ গণ। জাঁহাপনা! (সেলাম)

আজি। যাও, এ রকম অন্যায় কাজ আর কর না।

সৈ গণ। যো হুকুম।

২য় সৈ। (যাইতে যাইতে) কি বিশ্রী ভুল হয়ে গেল। (সৈনিক চতুষ্টয়ের প্রস্থান)

হুমা। এরা সব ফারগণা হ'তে আনীত নূতন সৈনিক। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। এই দণ্ডেই সৈন্যদল মধ্যে আদেশ প্রচার করুন যেন এরা সেনাপতির বিনানুমতিতে কোন ফলমূল আহার করতে না পায়। আর আপনারা সকলে প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত থাকবেন—এখনি পিতা যাত্রারম্ভের আদেশ দিতে পারেন।

(বাবর প্রবেশ করিলেন।)

বাব। হুমায়ুন! পুত্র! প্রস্তুত হও, আমাদের এখনি যাত্রা করতে হবে।

হুমা। যথা আজ্ঞা পিতা।

বাবর। এখানে অপেক্ষা করবার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ইব্রাহিম লোদীর ওমরাহগণের অনেকেই তাঁর পক্ষ ত্যাগ করেছে; তাঁরা আমার সহিত যোগ দেবেন। দেখছ পুত্র, দিল্লীর পথ বাধাহীন, সরল। শুধু ত্বরিতগতিতে সে পথ অতিক্রম করতে পারলেই হিন্দুস্থানের হৈম প্রাসাদশীর্ষে মোগলের বৈজয়ন্তী প্রোথিত হবে।

হুমা। পিতা! কাদের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করে আপনি দিল্লীর পথকে বাধাহীন মনে করছেন? যে একবার অবিশ্বাসের কাজ করে—

বাবর। না পুত্র, তারা অবিশ্বাসের কোন কাজই করে নে।

ঘাটোলির যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ইব্রাহিম মেবারের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। তাই পাঠান ওমরাহগণ ইব্রাহিমের ওপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে প্রকাশ্য দরবারে দিল্লীশ্বরের তরবারী পরিত্যাগ করেছে। ইব্রাহিমও তাদের বিদায় দিয়ে অন্য দরবারে কার্য্য লবার অনুমতি দিয়েছেন।

হুম। আর তারা সেই দুর্ব্বল প্রভুকে ত্যাগ ক'রে চলে এসেছে। খোদা না করুন, যদি আমরা দুর্ব্বল হয়ে পড়ি, তারা আমাদেরও যে ত্যাগ করবে না—এ কথা কে বললে পিতা ?

বাবর। তার পূর্ব্বে বাবরের শাসননীতি তাদের দেহ মস্তিষ্কহীন করবে। চল পুত্র, অগ্রসর হও। আর পশ্চাৎপদ হওয়া অসম্ভব। আত্মীয় স্বজনের হিংস্রছুরিকা যখন আমায় ইহলোক হ'তে অপসৃত করবার প্রাণপাত চেষ্টায় ব্যস্ত তখন খোদা হাত ধরে টেনে এনে আমাকে কাবুলের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছেন; আমার চক্ষের সম্মুখে ঐশ্বর্য্যময়ী হিন্দুস্থানের দ্বার স্বহস্তে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আর কি ফিরতে পারি পুত্র! প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব।

হুমা। তবে চলুন পিতা অগ্রসর হই।

বাবর। খোদা তোমার কৃপা হতে যেন বঞ্চিত না হই।

(উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

ভগ্ন কুটীর ; বনলতাচ্ছন্ন মৃত্তিকাস্তূপ।

কাল—মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি।

দক্ষজী।

দক্ষ। এই আমার স্মৃতির স্তূপ মাটীতে মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে। এইখানে, এমনি এক অতীত বর্ষার রাত্রে—ওঃ। একযুগ পরে এখানে আসছি—যুগের বর্ষা-হিম-রৌদ্র মাথায় নিয়ে হতভাগিনী এইখানে ঘুমিয়ে আছে! (মৃত্তিকার উপর বসিল) আঃ এ কিসের গন্ধ। আমি আসব ব'লে সতী বুঝি তা'র মর্ম্মসুধা এই বনলতার অন্তরে সঞ্চারিত ক'রে রেখেছে! একবার কি এ ঘুম ভাঙ্গে না—একটীবার? এই মাটীর স্তূপের মাঝখান থেকে বনলতার মত একবার যদি সে মূর্ত্তিমতী হয়ে উঠত!—একযুগ আগে সে আমার পদশব্দে জেগে উঠত ; আজ (একটা অব্যক্ত যাতনার ভাব মুখে প্রকাশ করিয়া, অতিকষ্টে কহিলেন) উঃ। (এক ফোঁটা বৃষ্টির জল গায়ে পড়িল)। কি কাঁদছ ; ঐ সারা আকাশ জুড়ে যে কালো মেঘ—ও বুঝি তোমারই পুঞ্জীভূত অশ্রু? আজ আমাকে দেখে আর আত্ম সম্বরণ করতে পারছে না? তবে কাঁদ—কাঁদ অভাগিনী! নগর প্রান্তর, কানন-কান্তার ডুবিয়ে দিয়ে কাঁদ—আমি সেই বন্যার স্রোতে গা ভাসান দিই! আর যে ঘুরতে পারি না, আর যে জ্বলতে পারি না। এই "পচা, অন্তঃসার শূন্য" পৃথিবীখানার মাঝ থেকে আমায় নিয়ে যা—নিয়ে যা নারায়নী।

(নেপথ্যে রমণী কণ্ঠের গীত শ্রুত হইল)

দেশ উৎসবে মত্ত—চারিদিক উল্লাসে কাঁপছে, আর আমি অস্পৃশ্য

আবর্জ্জনার মত একধারে পড়ে আছি। এই স্তূপটার অন্তরালে যাই—ওদের উৎসবে বাধা দেব না।

(পার্ব্বতী ও অন্যান্য রাজপুত ললনাগণের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

(হেথা) গেহবাসী অচেতন নিভৃত শয়নে
জগতের কোলাহল নাহি আসে শ্রবণে।
আসে যায় মলয়া ল'য়ে মধু গন্ধ
গায় মধু পিক বঁধু, মনোমত ছন্দ
তারা শুধু আসে ল'য়ে, আপনা বিভোর হ'য়ে
মোহন মধুর স্বপনে।
স্বরগ হ'তে আসে শশধর হাসি
আসে নেমে মরমে সান্ত্বনা রাশি
তারা আরো শান্তি আনে ব্যথিত আহত প্রাণে
স্নিগ্ধ নীরব পরশনে॥

(সসৈন্যে সিলাইদির প্রবেশ)।

সিলা। এই যে শয়তানীদের সর্দ্দারণী পর্য্যন্ত হাজির। বাঁধ সকলকে বেশ মজবুত করে বাঁধ। কি সুন্দরী, চিন্‌তে পার?

পার্ব্ব! চলে যা' শয়তান, চলে যা'। সতীর অভিশাপ, এখানে, এই মৃত্তিকাস্তূপের অন্তরে মহাসমাধিতে ডুবে আছে; তাকে জাগাসনে—এখনি দগ্ধ হ'য়ে যাবি।

সিলা। নে আয়, ন্যাকামী করিস নি। এখানে তোকে রক্ষা করবার কেউ নেই, আস্তে আস্তে চলে আয়! (সৈন্যগণের প্রতি) তোমরা যাও—এখানে যতগুলি তাঞ্জাম পাবে সবগুলি এখানে নিয়ে এস। (সৈন্যগণের প্রস্থান) ততক্ষণ তোমরা উৎসব কর সুন্দরীগণ!

আমার চতুর্দ্দিকে তোমাদের নৃত্যচঞ্চল দেহলতা একটা স্ফূর্ত্তির, উপভোগের—মোহের মন্দির তৈরী করুক! তোমাদের কলকণ্ঠের ঝঙ্কার—

পার্ব্ব। রসনা সংযত কর দুর্ম্মুখ। মহারাণা সঙ্গের রাজত্বে রমণীর ওপর অত্যাচার ক'রে কেউ পরিত্রাণ পাবে না—এটা স্থির জেন।

সিলা। বটে? এত দম্ভ? আজ তোদের সকল দম্ভের শেষ ক'রে দিচ্চি। (পার্ব্বতীর কেশমুষ্টি ধরিয়া) এইবার তোকে চুম্বন করতেও পারি—পদাঘাত করতেও পারি। এবার কে তোকে রক্ষা করবে?

(ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দক্ষজী—অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া কহিলেন)

দক্ষ। এই বিপন্না নারীর পিতা।

(সিলাইদি পার্ব্বতীকে ছাড়িয়া দিল)

সিলা। কি কি বল্লে? এ তোমার কন্যা?

দক্ষ। হাঁ মহারাজ।

সিলা। বিশ্বাসঘাতক! তাহ'লে তুমিই আমার জীবন মরু-ভূমিতে পরিণত করেছ।

দক্ষ। তুমি ঠিকই অনুমান করেছ সিলাইদি।

সিলা। ঠিকই অনুমান করেছি! (তীব্রস্বরে) দক্ষজী!

দক্ষ। কে দক্ষজী? দক্ষজী আজ সন্ধ্যায় মরে গিয়েছে! ছদ্মবেশ সফল হয় বাইরে—অনাত্মীয়ের কাছে। আমার প্রাণের প্রাণ—আমার পরমাত্মীয় ঐ মূর্ত্তিকান্ত পের নিম্ন হ'তে তা'র বীণার কণ্ঠে আমায় সম্ভাষণ করছিল; চিরপরিচিত, চিরবাঞ্ছিত সে সম্ভাষণ আমার ছদ্মবেশ খুলে নিয়েছে; একযুগ পরে আমি তা'র কাছে ধরা

দিয়েছি। সিলাইদি! দক্ষিণী নেই—ইহজগতে তাকে আর তুমি দেখতে পাবে না।

সিলা। বিশ্বাসঘাতক নরাধম! ভেবেছ এই উন্মত্ততার ভান ক'রে তুমি পরিত্রান পাবে? কখনই না—সিলাইদির প্রতিহিংসা থেকে কেউ পরিত্রাণ পায় না। তোমায় কুক্কুর দিয়ে খাওয়াব, তোমায় পেষনীতে চূর্ণ করব, তোমায়—

দক্ষ। হাঃ হাঃ হাঃ। সে ছিল একদিন যখন তোমার ভ্রুকুটিকে ভয় করতুম। সে এক যুগ আগের কথা। সিলাইদি! চেয়ে দেখ ঐ বাদরের কালো আকাশ—ঐ নীরব মৃত্তিকাস্তূপ, আর চেয়ে দেখ এই কালো মুখখানা। চিনতে পার? দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের পেছনে চেয়ে দেখ—দেখতে পাচ্ছ? এই সেই বলবন্ত রাওএর কুটীর তোমার কুকীর্ত্তির সাক্ষ্য দেবার জন্য জমাট হ'য়ে বসে আছে। এই স্তূপের প্রত্যেক রেণু হ'তে কার আর্ত্তস্বর এই অন্ধকার বর্ষা নিশীথ দীর্ণ করছে, বুঝতে পারছ? দীর্ঘতরুগুলোর মাঝখানে একটা ধ্বনি শুনতে পাচ্ছ? একটা হাহাকার—একটা আর্ত্তনাদ?

সিলা। কে তুমি?

দক্ষ। আমি সেই বলবন্ত (সিলাইদি টলিতে টলিতে পড়িয়া যাইতেছিলেন; সেই মুহূর্ত্তে দুইজন রাজপুত সৈনিক প্রবেশ করিল এবং সিলাইদির পতিতপ্রায় দেহখানা ধরিয়া ফেলিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জগমল প্রবেশ করিলেন)

জগ। ঘাটোল্লির যুদ্ধে রাণা সঙ্গের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে আমি আপনাকে বন্দী করলাম ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা। কাল মধ্যাহ্ন।

সিংহাসনোপরি সঙ্গ।

করমচাঁদ রাও, জয়সিংহ, অন্যান্য সামন্তগণ।

সভার মধ্যস্থলে বন্দী অবস্থায় সিলাইদি। তাহারই কিছু দূরে দক্ষজা।

সঙ্গ। তুমি এতদিন এ সমস্ত সংবাদ আমাদের দাওনি কেন?

দক্ষ। মহারাণা! স্বহস্তে প্রতিশোধ গ্রহণে কত তৃপ্তি আপনি জানেন না। অন্তর হ'তে প্রতিহিংসা রাক্ষসী প্রতিনিয়তই আমাকে উত্তেজিত করত। দুঃসহ যাতনা বক্ষে চেপে রেখে শুধু প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে এই শয়তানের পিছে পিছে ফিরতাম। সময়ে সময়ে দীর্ঘদ্বাদশ বৎসরের রুদ্ধ যাতনা আমার বক্ষপ্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার ক'রে একটা আর্ত্তনাদে আকাশপাতাল এক ক'রে দিতে চাইত—দুহাতে কণ্ঠ চেপে ধরতাম! তারপর যখন সে বেগ প্রশমিত হ'ত তখন ধীরমস্তিষ্কে আবার এই পাপিষ্ঠের সর্ব্বনাশের আয়োজন করতাম।

সঙ্গ। তারপর?

দক্ষ। তারপর, ভগবান বাসুদেব যেমন লীলাচ্ছলে, নৃত্যভঙ্গীর তালে তালে, প্রতিচরণক্ষেপে কালিয়ের সহস্রফনা একে একে ভগ্ন করেছিলেন, তেমনি এই শতমুখ সর্পের উদ্ধত ফণা প্রতিপদাঘাতে

ধূলিকণায় মিশিয়ে দিয়ে আমিও পরমানন্দে নৃত্য করেছি! প্রতিহিংসা রাক্ষসী আনন্দে অট্টহাস্য করেছে, বক্ষরক্ত ধমনীগুলো ভেদ ক'রে রক্তপ্লাবনে সারাদেহ ভাসিয়ে দিয়েছে! সে কি আনন্দ, কি উন্মাদনা আপনি জানেন না মহারাণা!

সঙ্গ। সিলাইদি! যতবার তোমাকে ক্ষমা করেছি, তোমাকে তোমার পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা পেয়েছি, ততবারই কর্ত্তব্যলঙ্ঘনে ও বিশ্বাসঘাতকতায় তুমি আমায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছ। সিলাইদি! তোমায় ধিক—তুমি মেবারের পবিত্র ইতিহাস একটা দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমায় আচ্ছন্ন করেছ।

১ম সা। মহারাণা! মানুষের দয়ায় সর্প খলতা পরিত্যাগ করে না। প্রবাদ বলে, শতবার ধৌত হ'লেও অঙ্গারের মলিনত্ব ঘোচে না।

সঙ্গ। যে দুর্ব্বুদ্ধি, সম্মানের উচ্চাসন থেকে তোমাকে হীনতার এই গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে, ইচ্ছা করলে তুমি কি তাকে ত্যাগ করতে পারতে না? নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করেছ আমি আর কি করব!

সিলা। মহারাণা! আর একবার আমাকে মার্জ্জনা করুন, আর একবার এই হতভাগাকে আপনার চরণতলে আশ্রয় দিন; দোহাই আপনার—আর একটীবার মাত্র।

সঙ্গ। আর যে তা হয় না সিলাইদি, আর কোন উপায় নেই আমার এ সিংহাসনের দায়িত্ব যে কি কঠোর তা তু[illegible] আমি ভুলিনি সামন্তরাজ। আমার স্বর্গীয় পিতার সকল কথাই আমার মনোমন্দিরে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রয়েছে! পিতা রাজ্যের সুখশান্তির জন্য, একবার প্রিয় পুত্রদের বনবাস দিয়েছিলেন, আর একবার, পুত্রহন্তাকে মার্জ্জনা

ক'রে রাজ্য উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আমার দেশবাসীর বানীর বিরুদ্ধে আমি কি করে কাজ করব? উপায় নেই—অসম্ভব।

সি। মহারাণা! তবে আর বিলম্ব কেন, আমার দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করুন।

সঙ্গ। সামন্তগণ! এ বিষয়ে আমি আপনাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলাম।

১মসা। রাজদ্রোহীর শাস্তি মৃত্যু আমরা এই হতভাগ্যকে প্রাণদণ্ডেত দণ্ডিত করলাম।

সঙ্গ। আপনাদের সকলেরই এই মত?

সামন্তগণ। সকলের।

সিলা। তবে তাই হো'ক্।

দক্ষ। হায়। নীরব, চারিদিক নিস্তব্ধ! প্রতিহিংসা রাক্ষসী অতল আনন্দে ডুব দিয়েছে। এবার আমার ছুটী। (পতন)

সঙ্গ। কে আছ—একে শীঘ্র রাজবৈদ্যের নিকট ল'য়ে যাও।

(প্রহরীগণের প্রবেশ)

দক্ষ। (প্রহরীদের স্কন্ধে যাইতে যাইতে) এবার আমার ছুটী, এবার আমার ছুটী। (দক্ষজীর প্রস্থান)

সঙ্গ। সিলাইদি! মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার জীবনের শেষ কামনা যদি কিছু থাকে প্রকাশ কর।

সিলা। মহারাণার সামন্তগণ যদি আপনাকে সে প্রার্থনা পূর্ণ করতে সম্মতি না দেন।

১ম সা। না সিলাইদি আমরা এত কঠোর নই। কি তোমার প্রার্থনা বল।

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহ। মহারাণা! রাজবৈদ্যের বাড়ী যেতে না যেতেই দক্ষজী প্রাণত্যাগ করেছে।

সঙ্গ। হতভাগা জুড়িয়েছে! সিলাইদি! কি তোমার প্রার্থনা বল। দেখি তোমার ইহজীবনের শেষ সাধ পূর্ণ করতে পারি কি না।

সিলা। মহারাণা অভয় দিচ্চেন?

সঙ্গ। কায়মনোবাক্যে।

সিলা। রাজপুত কখনও মিথ্যা বলে না। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি একমাসের জন্ম মেবারের প্রধান সেনাপতিত্ব চাই।

১মসা। শয়তান!

২য়সা। জল্লাদ! (সামন্তগণের ক্রুদ্ধদৃষ্টির সম্মুখে সিলাইদি অটল মহারুহের মত দাড়াইয়া রহিল।)

(জগমলের প্রবেশ ও অভিবাদন)

সঙ্গ। কি সংবাদ?

জগ। একজন মোগল অশ্বারোহী এই পত্র ল'য়ে এসেছে

সঙ্গ। (পত্র পাঠ। তৎপরে কহিলেন) জগমল পত্রবাহককে এখানে ল'য়ে এস। (জগমলের প্রস্থান)

(জনৈক সামন্তের প্রতি) শহিদাস! তুমি বন্দীর সহিত ভিন্ন কক্ষে যাও।

(শহিদাস সিলাইদিকে লইয়া প্রস্থান করিল)

সামন্তগণ! আর এক মহাবিপদ উপস্থিত। কাবুলজয়ী বাবর পানিপাত ক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত ক'রে দিল্লী অধিকার করেছে।

জয়। নীরবে মোগল এ কার্য্য সম্পন্ন করলে? লোদী সংবাদ পর্য্যন্ত দিলে না?

সঙ্গ। দিল্লীতে ইব্রাহিমের গুপ্ত শত্রু অনেক ছিল ; তারা চক্রান্ত ক'রে আমাদের উদ্দেশে প্রেরিত পত্রাদি গোপন করছে বোধ হয়।

করম। বাবরের এই লিপি প্রেরণের উদ্দেশ্য কি ?

সঙ্গ। দিল্লী অধিকার ক'রে তিনি শাহ্ অর্থাৎ সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেছেন ; আমরাও তাঁকে 'শাহ্' বলে গ্রহণ করি এইরূপ তাঁর ইচ্ছা।

সামন্ত। মহারাণা! আপনার যেরূপ অভিরুচি আপনি পত্রোত্তর দিন। আপনার সহিত সকল বিষয়েই আমাদের ঐক্য আছে। মোগলকে যুদ্ধদান করবার ইচ্ছা হয়, বলুন, আমরা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হই ; অপর কোন উপায় অবলম্বন করতে চান—তাও বলুন ; আমরা কায়মনোবাক্যে আপনাকে সাহায্য করব।

সঙ্গ। (চিন্তান্বিত) এ সময়ে সিলাইদিকে দণ্ডিত করলে একটা আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের সম্ভাবনা ; বাইমানের জনরঞ্জক অধিপতি এই বিশ্বাসঘাতক। (জগমল ও মোগলদূতের প্রবেশ)

মো-দূ। (কুর্ণিস করিয়া) ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর মহারাণা সংগ্রাম সিংহকে প্রত্যক্ষ ক'রে এই অধীন ধন্য হ'ল।

সঙ্গ। দূতবর! মহীরুহ ফলভারেই নত হয়। আপনার বিনয় নম্র বচন আপনার গুণাবলীর পরিচয়। কর্ম্মবীর বাবরশাহের জীবন বৃত্তান্ত আমরা সকলেই অবগত আছি। সেই অক্লান্তকর্ম্মী যোদ্ধার বিপুল অধ্যবসায় জাতি মাত্রেরই অনুকরণীয়।

মো-দূ। মহারাণা গুণগ্রাহী। আপনি আমাদের সম্রাটের যথার্থ পরিচয়ই অবগত হ'য়েছেন।

সঙ্গ। দূতবর! আপনি বোধ হয় এই পত্রের বিষয় সমস্তই জানেন।

মো দূ। আজ্ঞে হাঁ জনাব।

সঙ্গ। আপনারা বোধ হয় অবগত আছেন ঘাটোলি সমরের পর দিল্লী আমার অধীনতা স্বীকার ক'রেছে ?

মো-দূ। আজ্ঞে হাঁ জনাব।

সঙ্গ। আমার অধিকৃত রাজ্য আমার বিনা অনুমতিতে অধিকার ক'রে আপনার প্রভু আমার নিকট কিরূপ সৌজন্য আশা করেন ?

মো-দূ। আমি দূত মাত্র। আপনার অভিলাষ আমার হৃদয়ঙ্গম হ'লেই আমাদের সম্রাটের নিকট ব্যক্ত ক'রব।

সঙ্গ। তিনি ভূতপূর্ব্ব দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীর মত মেবারের অধীনতা স্বীকার কর্ত্তে প্রস্তুত আছেন কি ?

মো-দূ। না সম্রাট! বাদশাহ কখনও কারও অধীনতা স্বীকার করেন না।

সঙ্গ। জয়সিংহ! তোমার তরবারি কোষমুক্ত কর।

(জয় সিংহের তথা করণ)

দূতবর! ঐ উন্মুক্ত তরবারি আপনার প্রভুর পত্রোত্তর।

মো দূ। যথা আজ্ঞা মহারাণা (জানু পাতিয়া বসিয়া তরবারী গ্রহণ)।

সঙ্গ। জয়সিংহ! রাজ দূতকে কক্ষের বাইরে রেখে এস।

(মোগল দূত ও জয়সিংহের প্রস্থান।)

সঙ্গ। শহিদাস! (শহিদাসের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ সিলাইদির প্রবেশ) ক্রুদ্ধ সামন্তবর্গের নিষেধ সত্ত্বেও শুধু সত্য পালনের জন্য তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম সিলাইদি! শুধু এক মাসের জন্য তোমাকে মেবারের প্রধান সেনাপতিত্বে বরণ কল্লাম।

সিলা! (মহারাণার পদতলে পড়িয়া) মহানুভব রাণা! [illegible] কথা জীবনে কখনও বিস্মৃত হবে না। সারা

জীবনের পাপ এই একটি মাসে ধৌত করে ফেলব। তারপর আমার সেই কঠোর প্রায়শ্চিত্তের পর অনুতাপানলে পবিত্র আমার হৃদয় আপনার চরণ তলে বলিদান দিয়ে চিরজীবনের মত চক্ষু মুদ্রিত করব।

সঙ্গ। ভগবান তোমার সহায় হ'ন। তোমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হ'ক। সামন্তগণ! সন্ধ্যায় সমর সভা আহূত হবে—আপাততঃ বিদায়।

সা-গণ। জয় মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জয়।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মোগল শিবির। কাল-রাত্রি।

হুমায়ুন পাদচারণা করিতেছিলেন।

হুমা। খোদা! হিন্দুস্থানের এই উজ্জ্বল নীল আকাশ, স্নিগ্ধ-মধুর জ্যোৎস্না, নির্ম্মলসিক্ত বাতাস তোমার প্রীতির দান—তোমার অত্যধিক স্নেহের পরিচয়। এটা বুঝি তোমার আরবের সন্তান দলের প্রবাসভূমি, তাই তাদের দুঃসহ প্রবাসের ক্লেশ কমিয়ে দেবার জন্য হিন্দুস্থানকে তোমার বেহেস্তের অনুরূপ করে তৈরি করেচ? (প্রহরীর প্রবেশ)।

প্র। জনাব! একজন চিতোরী আপনার সাক্ষাত প্রার্থী।

হুমা। চিতোরী?

প্র। আজ্ঞে হাঁ জনাবালি।

হুমা। কাল প্রভাতে চিতোরীর সঙ্গে আমাদের অস্ত্র খেলা আরম্ভ হবে। আর আজ—আচ্ছা ল'য়ে এস।

(প্রহরীর অভিবাদন ও প্রস্থান)

চিতোরী? এই রাত্রে আমার সঙ্গে তার কি প্রয়োজন?

(সিপাইদির প্রবেশ)

সি। তসলিম জাঁহাপনা!

হুমা। আদাব চিতোরী।

সি। আপনিই সম্রাট বাবর শাহ?

হুমা। আমি তাঁর পুত্র!

সি। শাহজাদা! আমি একবার সম্রাটের সাক্ষাত চাই।

হুমা। মহাশয়! সম্রাট এখন ভজনালয়ে। এ রাত্রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত অসম্ভব।

সি। আমার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর।

হুমা। স্বচ্ছন্দে আপনার প্রয়োজন আমার কাছে ব্যক্ত করুন। চিন্তা নাই—সম্রাট আমাকে গোপন রেখে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না।

সি। উপযুক্ত পুত্রের নিকট সকল পিতাই মনোভাব ব্যক্ত করেন। শাহজাদা! আমি বিশেষ গোপনীয় কার্য্যে চিতোর থেকে এখানে আসছি। আমাদের কথোপকথন কোন নিভৃতস্থলে হ'লেই ভাল হয়।

হুমা। এই স্থান মোগলশিবিরের মন্ত্রণাক্ষেত্র। আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার মনোভাব প্রকাশ করুন।

সি। কাল প্রভাতে রাণা সঙ্গের সহিত আপনাদের যুদ্ধ আরম্ভ হবে।

হুমা। আমরা অবগত আছি।

সি। শুনুন শাহাজাদা, এ যুদ্ধে আমার পরামর্শ আপনাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

হুমা। কে আপনি?

সি। আমি চিতোরের প্রধান সেনাপতি।

হুমা। আপনিই সেনাপতি জয়সিংহ?

সি। (কুটিল ভ্রুকুটি করিলেন) না, অধীন বাইমান প্রদেশাধিপতি সিলাইদি। রাণা সঙ্গ আমাকে এই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি করেছেন।

হুমা। আপনি আমাদের কি পরামর্শ দেবেন?

সি। আপনাদের বাহিনীকে বিজয়ের পথে ল'য়ে যাবার জন্য যে পরামর্শের প্রয়োজন আমি তাই দেব। রাণা সঙ্গের এই অজেয়

বাহিনী—যার তরবারীর মুখে হিন্দুস্থান যথার্থ হিন্দুরই স্থান হয়ে উঠেছে—এক মুহূর্ত্তে নষ্ট ক'রে দেবার উপায় আমি জানি। শাহজাদা! এই উদ্দেশ্য ল'য়েই আমি সহস্র বিপদ তুচ্ছ ক'রে এইরাত্রে এখানে এসেছি।

হুমা। মোগল সম্রাটের প্রতি আপনার এ অনুগ্রহের বিনিময়ে আপনি কি প্রার্থনা করেন?

সি। শাহজাদা! সে প্রার্থনা পরে হবে, আপাততঃ আপনারা যদি সম্মত হন তাহ'লে যুদ্ধের প্রারম্ভেই আমি আমার অধীনস্থ লক্ষ সৈন্য, আপনাদের অনুকূলে পরিচালিত করতে পারি।

হুমা। অপরিচিত মহাপুরুষ! তোমার সত্য পরিচয় দাও। সত্যই কি তুমি মেবারের প্রধান সেনাপতি?

সি। আজ্ঞে হাঁ জনাব! মেবার আমার জন্মভূমি—মেবারের প্রত্যেক পথঘাট আমি ভালরূপ জানি। আমার সাহায্য অকিঞ্চিৎকর হবে না।

হুমা। না, তা হবে না সেনাপতি—সেটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সত্যই কি তুমি মেবারী? মেবার তোমার জন্মভূমি?

সি। জনাবালি সন্দেহ করচেন কেন?

হুমা। কেন সন্দেহ করছি? এই মহিমান্বিত রাজপুতজাতি তিনশত বৎসর ধরে আপন মর্য্যাদ-রক্ষার জন্য কি অসাধ্য সাধনই করেছে! চিতোরের দেশহিতৈষণার ইতিহাস পিতা এবং আমি ধর্ম্মগ্রন্থের মত পাঠ করি। সেই বীরত্বের তীর্থভূমি চিতোরে, অক্লান্তকর্ম্মী ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষগণের নিশ্বাসবায়ুতে আচ্ছন্ন সেই চিতোরে, তোমার মত লোকের অস্তিত্ব আমার স্বপ্নেরও অগোচর। তাই সন্দেহ করছিলাম।

সি। শাহজাদা! অবিচারে, অত্যাচারে চিত্তোর আমার প্রাণ বিষময় ক'রে দিয়েছে। আমার জীবনের কাহিনী শুনলে—

হুমা। আবশ্যক নেই সেনাপতি। চিত্তোরের বিরুদ্ধে যখন অগ্রসর হই তখন ভেবেছিলাম এতদিনে একটা প্রকৃত যুদ্ধ করবার সুযোগ উপস্থিত হ'ল। কিন্তু এখন দেখছি যুদ্ধ মোটেই করতে হবে না।

সি। আজ্ঞে হাঁ শাহাজাদা! আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমার সাহায্য গ্রহণ করলে অতি সামান্য আয়াসেই চিত্তোর জয় করতে পারবেন।

হুমা। ধর্ম্মপথভ্রষ্ট ব্যক্তি মৃতের ন্যায় নির্বীর্য্য। আপনার সহায়তা গ্রহণে আমাদের কোন উপকার হবে না। জাতির অভিশাপ এই বিশ্বাসঘাতকগুলো; তাদের সহবাসে স্বশ্রেণীর উপর খোদার অভিশাপ বর্ষিত হ'তে দেব না।

সি। উত্তম! কাল প্রভাতে রণক্ষেত্রে আমার নূতন পরিচয় পাবেন।

হুমা। যাও নির্বীর্য্য রাজপুত। অস্পৃশ্য জ্ঞানে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করছি। নির্লজ্জ কাপুরুষ তুমি, নইলে তোমার এই ব্যর্থ অভিসারের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে স্বগৃহে ফেরবার আগে, তুমি আত্মহত্যা করতে। যাও—তোমার মুখদর্শনেও আমাকে পাপস্পর্শ করবে। (সিলাইদি বক্রদৃষ্টিতে হুমায়ুনের পানে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল) খোদা! তা হ'লে চিত্তোরের পতন তোমার অভিপ্রেত, তোমারই বজ্র পিতার করতলে! তবে চল মোগল—এগিয়ে চল। মেবারীর পবিত্র দেহরক্তে তোর প্রতিষ্ঠার ভিত্তি দৃঢ় করতে পরমানন্দে এগিয়ে চল!

তৃতীয় দৃশ্য।

কন্মুয়া সমর ক্ষেত্র। কাল—মধ্যাহ্ন।

বাবরশাহ ও মির্জ্জা আজিজ।

বাবর। কি করলে মোগল, কি করলে! মুহূর্ত্তের কাপুরুষতায় চিরপণের কলঙ্কের বোঝা মাথায় চাপিয়ে নিলে? মির্জ্জা আজিজ! আর কি কোন উপায় নেই—এ যুদ্ধের গতি আর ফেরে না? শত চেষ্টাতেও কি আমরা আমাদের কামান পুনরধিকার করতে পারব না?

মি। সম্রাট! লজ্জায়, ঘৃণায় আমার মাটীতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

বাবর। আমি যদি নিজে আর একবার যাই! আমাকে দেখেও তাদের মনে বলসঞ্চার হবে না? এই বাহুর আবরণে আমি তাদের শতাধিকবার বিপন্মুক্ত করেছি এই বাহুর উপাধানে তা'রা কতদিন বিপদ সঙ্কুল সমরক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত শয়নে কাল কাটিয়েছে, এই বাহুর আন্দোলনে কতবার তাদের জয়শ্রীর স্বর্ণনিকেতনে ল'য়ে গেছি; আর আজ আমার লুপ্ত মর্য্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তারা কেউ আসবে না? মির্জ্জা আজিজ! আজ সমরক্ষেত্রে একি তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রলাম। হা আল্লা! হা খোদা! কি করলে?

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। বাবর! মানুষের ক্ষীণ দৃষ্টি ল'য়ে, খোদার কার্য্য ব্যাখ্যার অন্বেষণ কর না। প্রাণে তৃপ্তি পাবে না—প্রশ্নের মীমাংসাও মিলবে না।

বাবর। হজরত! গুরু! আপনি এখানে?

ফকির। তোমারই জন্য বৎস! আক্ষেপে কাল কাটিয়ো না, এখনই এ সমর ক্ষেত্র ত্যাগ কর। এখনও তোমার জীবনের কার্য্য ফুরায় নি। বাবর! এক অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যত তোমার অপেক্ষা করছে। নিমেষের এই অন্ধকারে ভয় পেয় না। মোগলের মর্য্যাদা আজ ক্ষুণ্ণ কিন্তু মৃত নয়। সুরার মাদকতা মোগলশক্তি আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, তাই রাণা সঙ্গের নির্লিপ্ত সর্ব্বত্যাগী সৈন্যসমূহের নিকট মোগলশক্তি আজ পরাভূত। যাও বৎস, আজ ফিরে যাও। কিন্তু এর পর যেদিন রাণাকে নিমন্ত্রণ করবে সেদিন যেন তোমার সেনা সন্ন্যাসে চিতোরীকেও পরাস্ত করে। (প্রস্থান)

বাবর। আজিজ! শুনলে? এই ভীষণ সমরক্ষেত্রে—মৃত্যুর এই লীলা ভূমিতে হজরতের সঞ্জিবনী বাণী শুনলে? বল বন্ধু—এই বাণী যা আদেশ করলে তা পালন করতে পারবে? বল শীঘ্র বল, বাবরের জীবন মরণ তোমার কথার ওপর নির্ভর করচে।

মি। জাঁহাপনা! প্রভু! মির্জ্জা আজিজ আজ থেকে সুরাকে মূত্রপুরীষ জ্ঞান করবে! আর এই আপনার পবিত্র পরিচ্ছদ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করছি, আমার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্যকে সুরা পরিত্যাগ করাব।

বাবর। তা'হলে চল বন্ধু—সমরক্ষেত্র ত্যাগ করি। জীবনে বাবরশাহ এই প্রথম রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করচে! হজরত! শুধু তোমার আদেশে আজ বাবর মৃত্যুর আহ্বান অগ্রাহ্য করলে। দেখ প্রভু, যেন উপযাচক হয়ে মৃত্যুর দ্বারে আসতে না হয়।

(সিলাইদির প্রবেশ)

সিলা। বাদশাহ কি কখন উপযাচক হ'তে পারে। খোদার সৃষ্টিতে তাহ'লে যে দোষারোপ করা হয় জনাব!

বাবর। কে তুমি ?

সিলা। অধীন চিতোরী। সম্রাট ! অস্ত্রত্যাগ করুন।

বাবর। আমায় একি পরীক্ষায় ফেললে হজরত ! মৃত্যুর আহ্বান অগ্রাহ্য করতে আদেশ করলে কিন্তু সে আদেশ পালনের পথে একি পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্ন মাথা তুলে দাঁড়াল। মির্জ্জা আজিজ ! বল কি করব।

সিলা। জনাব ! চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। সেনাপতি সিলাইদি সম্রাটকে আয়ত্তে আনবার জন্ত কোন আয়োজনের ত্রুটি রাখেনি।

বাবর। তুমি সেনাপতি সিলাইদি ? আমার মূর্খ পুত্র তোমাকেই শত্রু করেছে। সেনাপতি ! দিল্লীর বাদশাহ আজ করজোড়ে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করচে। আজিকার মত আমাকে মুক্ত দিন, আপনাকে চিতোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করব। ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন সেনাপতি ! আমার অর্ব্বাচীন পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। অত্যাচার পীড়িত, অপমানিত, লাঞ্ছিত সেনাপতি সিলাইদিকে আমি মেবারের নরপতির আসন দেব।

সিলা। জাঁহাপনা ! সিলাইদি প্রতারণায় প্রতারণায় জীর্ণ হ'য়ে মানুষের কথায় বিশ্বাস করতে অসম্মত।

বাবর। উত্তম ; আমার সততার কি প্রমাণ চান বলুন।

সিলা। আমার এই পত্রে স্বাক্ষর প্রদান করুন। এ আমাদের সন্ধিপত্র জাঁহাপনা ! দিল্লী ও তৎসান্নিধ্যে কয়েকটা জনপদের ওপর মেবারের মহারাণা, আপনাকে শাসনভার অর্পণ করলেন। পীলাখাল, মেবার ও মোগল রাজ্যের সীমানা নির্ব্বাচিত হ'ল। স্বাক্ষর করুন। এরপর যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাহলে দিল্লীর একটা ভুঁইয়াকে পরাস্ত, পদদলিত করতে সেনাপতি সিলাইদি ও মহারাণা সঙ্গের বেশী পরিশ্রম হবে না।

বাবর। যদি স্বাক্ষরিত করি—

সিলা। তাহলে আজ মুক্তি পাবেন, উপরন্তু আগামী যুদ্ধে আমার লক্ষ সৈন্যের সহায়তা অর্জ্জন করবেন।

বাবর। বেশ, এই স্বাক্ষরিত করলুম।

সিলা। জাঁহাপনা! আর আপনি আমার শত্রু নন। কিন্তু আর একটী প্রয়োজন আছে।

বাবর। কি বলুন।

সিলা। আপনার দেহরক্ষীদের মধ্য হ'তে এমন একটি বীর আমার চাই, যে মৃত্যু স্থির জেনে নির্ব্বাক হ'য়ে আমার আদেশ মত কার্য্য করবে।

বাবর। কি কার্য্য সাধনে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি সেনাপতি সাহেব?

সিলা। সেনাপতি জয়সিংহের নিধনার্থে। অতি বিচক্ষণ সেনাপতি—সে বর্ত্তমানে আমাদের জয় সহজ হবে না।

বাবর। উত্তম, আমার সঙ্গে আসুন, আমি এখনি দিচ্ছি।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

রণ স্থলের অপরাংশ।

(কতিপয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সেনাপতি জয়সিংহের প্রবেশ।)

সকলকে ভূপাতিত করিয়া জয়সিংহ মৃতদেহাচ্ছন্ন সমরক্ষেত্রের পানে চাহিয়া দেখিলেন। তৎপরে কহিলেন—

জয়। এদিকে আর একটী শত্রুও অবশিষ্ট নেই। তবে হে সুহৃদ! হে আমার অক্লান্ত বন্ধু! তোমার এই রক্তবেশ পরিত্যাগ ক'রে বিশ্রাম শয্যায় অঙ্গ ঢেলে দাও। (জয়সিংহ স্বীয় তরবারী রুমাল দ্বারা মুছিতে লাগিলেন।)

(রাণা সঙ্গের প্রবেশ।

সঙ্গ। এই যে বন্ধু! (উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন)

(নেপথ্যে—জয় মহারাণা সংগ্রামসিংহের জয়)

না না বন্ধুগণ; সকলে সমস্বরে সেনাপতি জয়সিংহের জয়গান কর।

(নেপথ্যে 'জয় সেনাপতি জয়সিংহের জয়)

জয়সিংহ! ভাই! তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার যুদ্ধ কৌশলে আজ বাবরের তিনজন বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ পরাজয় স্বীকার করেছে।

জয়। সকলই মহারাণার আশীর্ব্বাদে।

সঙ্গ। বন্ধু! বীর! তোমাকে পুরস্কৃত করবারও ক্ষমতা নেই। এই উন্মুক্ত আকাশতলে, এই মৃত্যুর অঙ্গনে আমার হৃদয়সিংহাসনে তোমায় অভিষিক্ত করছি—ভাই! চিরদিন এ হৃদয়রাজ্যের রাজা হ'য়ে তোমার এই অনুগত সেবকটিকে কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত কর।

জয়। মহারাণা! সেবকানুসেবক এ অধীনকে আর অধিক লজ্জিত করবেন না। (সিলাইদির প্রবেশ)

সিলা। জয় মহারাণা সংগ্রামসিংহের জয়।

সঙ্গ। এস বীর!

সিলা। মহারাণা! আপনার এই হতভাগ্য দাস এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় মোগল সম্রাটকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে। সেই দুর্ব্বৃত্তকে আমি সম্পূর্ণ পরাজিত ক'রে আমার সৈন্যবেষ্টিত করেছিলাম। হতভাগ্য মোগল আমার চরণতলে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলে, আর এই সন্ধি-পত্র লিখে দিলে। তার কাতর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে এই সূত্রেই সন্ধি করেছি। (মহারাণার পদতলে তরবারি রাখিয়া) মহারাণা! কার্য্য শেষে এই অবাধ্য সৈনিক আপনার চরণতলে ধরা দিতে এসেছে। মহারাণা! মহারাণা আমায় বন্দী করুন। একমাস পূর্ণ হয়েছে আমি আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ করেছি—এবার সামন্তগণ আমার প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন, আমাকে সেই দণ্ড দিন।

সঙ্গ। (সিলাইদির তরবারী তুলিয়া লইয়া) সেনাপতি সিলাইদি আজ চিতোরের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। বীর! তুমি প্রায়শ্চিত্ত করে পাপমুক্ত হয়েছ—মেবারের সামন্তগণ তোমার দণ্ডাজ্ঞা রহিত করেছেন। তোমার বীরত্বের খ্যাতি আজ রাজপুতের কণ্ঠে। এই নাও বন্ধু, তোমার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ আমার পিতৃপিতামহের এই বিজয়ী অসি উপঢৌকন গ্রহণ কর। রাণা সঙ্গ এই অসির সাহায্যে অষ্টাদশবার রণজয় ক'রেছে।

(তরবারী প্রদান; সিলাইদি জানু পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিল)

জয়। আর সঙ্গে সঙ্গে হে মহাযোদ্ধা এই দীন গুণমুগ্ধকে আলিঙ্গন প্রদান করুন। (উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন)

(তৎপরে সিলাইদি রাণা সঙ্গের সম্মুখে জানুপাতিয়া সঙ্গের পরিচ্ছদ ধরিয়া উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন):—

সিলা। মহারাণা! প্রভু! আমার মত প্রাণীর প্রাণ রক্ষা ক'রে যে ঔদার্য্যের পরিচয় প্রদান করলেন, জগতের ইতিহাসে তা বিরল। (রাণা সঙ্গ সিলাইদির বাহু দুটী ধরিয়া তাহাকে তুলিতেছিলেন সেই সময়ে নেপথ্যে পিস্তলের শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে জয়সিংহ ভূপতিত হইলেন।)

জয়। মহারাণা! বিশ্বাসঘাতক—বিশ্বাসঘাতক—স'রে দাঁড়ান।

সঙ্গ। কে এ নিষ্ঠুর হত্যা করলে? জয়সিংহ! জয়সিংহ, ভাই!

সিলা। ধর, ধর—বন্দী কর—ঐ বিশ্বাসঘাতক গুপ্তহন্তা অশ্বারোহণ ক'রে পলায়ন কর্চ্চে! সৈন্যগণ, বন্দী কর—রাণার মর্য্যাদা রাখতে যেমন ক'রে হ'ক বন্দী কর। সিলাইদির বর্ত্তমান প্রদেশ এ কার্য্যের পুরস্কার।

সঙ্গ। জয়সিংহ! জয়সিংহ! ভাই একটা কথা কও—তোমার রাণা ডাকছে, একটী উত্তর দাও!—বন্ধু! রণজয়ের দোসর! অষ্টাদশ ভীষণ সংগ্রামে তোমার রাণাকে, তোমার মেবারকে গৌরবের অত্যুচ্চ সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'রে শেষে গুপ্তঘাতকের অস্ত্রে প্রাণ হারালে! ঈশ্বর! ঈশ্বর! এর চেয়ে পরাজয়ও আমার সহস্র গুণে ভাল ছিল।

(সৈনিকদের প্রবেশ)

সৈ। মহারাণা! বলতে লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে যাচ্ছে। সে গুপ্তঘাতক কার্য্য শেষ ক'রে, আমাদের চক্ষে ধুলি দিয়ে পালাল।

সিলা। কেউ তা'কে ধরতে পারলে না? কাপুরুষ! রাজপুতকলঙ্ক! সকলেই ফিরে এলে?

সঙ্গ। সৈনিক! রাজপুতশিবিরের অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে সেই গুপ্তঘাতক সচ্ছন্দে ফিরে গেল। তোমাদের রাণার মর্য্যাদার মাথায় পদাঘাত করে সে দুর্ব্বৃত্ত অনাহত ফিরে গেল?

(মোগল সৈনিককে বন্দী করিয়া পার্ব্বতীর প্রবেশ)।

পার্ব্ব। তাও কি সম্ভব মহারাণা? অর্দ্ধভারতাধিপের মর্য্যাদার পবিত্র মন্দির একটা জল্লাদের স্পর্শে মলিন হবে? এই নিন্ মহারাণা জল্লাদকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করুন।

সঙ্গ। মর্য্যাদাময়ি! এনেছ? সঙ্গের অপহৃত সম্পত্তি ঐ চম্পককলিকার মুষ্টিতে বেঁধে এনেছ? শতাধিক চিতোরী শক্তিমানের করচ্যুত মর্য্যাদা ফিরিয়ে এনেছ শক্তিময়ী?

মো-সৈ। হ্যাঁ মহারাণা। ফিরিয়ে এনেছে, এতগুলো পুরুষ একত্র হ'য়ে যা পারে নি। এই নারী না থাকলে মহারাণা সংগ্রাম-সিংহের মর্য্যাদা এতক্ষণ বাবরশাহের শিবিরে মাটিতে গড়াত।

সিলা। চুপ কর জল্লাদ। বল কেন তুমি এই জঘন্য হত্যা করেছ।

মো-সৈ। এর উত্তর কি তোমাকে দিতে হবে কাফের?

সিলা। সাবধান গুপ্তঘাতক! মেবারের মহারাণার নাম নিয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি—উত্তর দাও।

মো-সৈ। তাহ'লে বলি মহারাণা?

সঙ্গ। মোগল? তোমার সাহস দেখে আমি চমৎকৃত হ'য়ে গেছি, কিন্তু আমি দুঃখিত, তুমি এতখানি সাহসের অধিকারী হ'য়েও অতি কাপুরুষের কার্য্য করেছ।

মো-সৈ। হিন্দুসম্রাট! শুধু আমার প্রভুর আদেশে আমি এই জঘন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছি। প্রভুর প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রভুর মঙ্গলের

জন্য আমার বিবেকের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ সবলে চেপে ধ'রে এই জল্লাদের কার্য্য করেছি। মহারাণা! দণ্ড দিন।

সঙ্গ। মহাবীর, মহাকর্ম্মী জয়সিংহ! শোন, শোন,—শুনতে পাচ্ছ? যুদ্ধে তোমাকে পরাস্ত করতে না পেরে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেমন বীরোচিত কৌশলে ইহজগত হ'তে তোমাকে সরিয়ে দিয়েছে, শোন। সিলাইদি! বাবরশাহের সৈন্য কতদূরে?

সিলা। পীলাখালে তারা শিবির সন্নিবেশ করেছে।

সঙ্গ। তবে এখনি অগ্রসর হও বন্ধু! আমি এই সন্ধিপত্র খণ্ড খণ্ড ক'রে পদদলিত করছি। জয়সিংহের হত্যার প্রতিশোধ ল'তে পারি যদি তবেই ফিরবো—নতুবা হে চিত্তোর, হে মেবার, হে আমার জন্মভূমি। বিদায়। (প্রস্থান)

মো-সৈ। আমাকে শাস্তি দিয়ে যান মহারাণা!

সিলা। তোমার শাস্তি আমি দি'চ্চি; পাপিষ্ঠ গুপ্তহন্তা!

মো-সৈ। শুধু আমার জাঁহাপনার আদেশে, তোমার এই দুর্ব্যবহার আমি নীরবে সহ্য করছি, নইলে তোমার মত পাপিষ্ঠকে—

সিলা। (রাজপুত সৈনিকের প্রতি) আমার আদেশ—তুমি একে এখনই হত্যা কর।

রা-সৈ। এস—

মো-সৈ। দেখ রাজপুতকলঙ্ক, মোগল প্রভুর আদেশে কেমন অম্লান বদনে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে।

সিলা। (রাজপুত সৈনিকের প্রতি) নিয়ে যাও। (সৈনিকদ্বয় চলিয়া গেল) কি সুন্দরী, এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ যে? যাও, আহতদের শুশ্রূষা কর। জয়সিংহের সৎকারের আয়োজন কর; মেবারের একজন বিখ্যাত যোদ্ধা—খুব সমারোহে এঁর শেষ কার্য্য

নিষ্পন্ন হওয়া উচিত। কি গো, হাঁ ক'রে মুখের পানে চেয়ে কি দেখছ ?

পার্ব্ব। দেখ্‌ছি তোমার অভিনয়। আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে গেছি সিলাইদি !

সিলা। বটে ?

পার্ব্ব। এই বুদ্ধি এই বিক্রম তুমি মোগল দরবারে কি মূল্যে বিক্রয় করেছ সেনাপতি ?

সিলা। সাবধান নারী, আজ সিলাইদি এ অপমান চুপ করে সইবে না জান ? এই কনুয়া যুদ্ধে সিলাইদি বাবরশাহকে হারিয়েছে, মেবারের সামন্তগণকে হারিয়েছে—আর রাণা সঙ্গকে শুধু হারান নয়, তাঁকে পাঁকে ফেলে দিয়েছে।

পার্ব্ব। জানি, সব জানি ; আর এটাও জানি যে সেনাপতি জয়সিংহের হত্যাকারী বাবর নয়, মোগল নয়, সেনাপতি জয়সিংহের হত্যাকারী তুমি। আগে জানতুম না— এই বন্দী মোগল সৈনিকের অবজ্ঞার ভাষা আর তাকে হত্যা করবার জন্য তোমার তৎপরতা দেখে আমি সমস্তই বুঝতে পেরেছি। আজ তুমি মেবারীর চক্ষে ধূলি দিয়ে তাদের হৃদয় অধিকার করে বসেছ,—তোমাকে এখন সে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনা এই নারীর পক্ষে খুব শক্ত বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়। অবজ্ঞায় মুখ বক্র করছ ? কিন্তু জেনে রেখ বিশ্বাসঘাতক, জেনে রেখ নরাধম, এই নারী তোমাকে পরাস্ত করতে অক্ষম হলেও মেবারীর অভিশাপ হতে তুমি কখনই পরিত্রাণ পাবে না। (উভয়ের ভিন্ন দিকে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

পীলাখাল—মোগল শিবির। কাল—সন্ধ্যা

কতিপয় মোগল সৈনিকের প্রবেশ।

১ম সৈ। আহা ভাই রে আমার বুক ফেটে যাচ্চে।

২য় সৈ। তোর এখনও যাচ্চে—আমার গেছে—একেবারে গেছে। আমি আর নেই।

১ম সৈ। উঃ কি নিষ্ঠুর হুকুম ?

৩য় সৈ। বলে ছুঁতে পাবিনি।

২য় সৈ। আর বলিস নি ভাই, আর বলিস নি। সঙ্গ সিংহীর তলোয়ারের চোট এর চেয়ে মিষ্টি ছিল।

১ম সৈ। হ্যাঁ ভাই যা বলেছিস—সে না হয় এককোপে সাবাড় হয়ে যেতুম—এ যে পেঁচিয়ে মারা ভাই !

৩য় সৈ। হায় হায় জানটা কোরবানি হ'য়ে গেল।

সকলে। হায়, হায়, হায় !

১ম সৈ। ওহো সরাপ রে ! তোর মর্য্যাদা কেউ বুঝলে না।

(একপাত্র মদিরা লইয়া একটী সৈনিকের প্রবেশ)

৪র্থ সৈ। ওরে পেয়েছি রে পেয়েছি ; আমার হারাণ মানিক, প্রাণের প্রাণকে এক রাত্তিরের জন্য পেয়েছি।

২য় সৈ। পেয়েছিস—পেয়েছিস ! আহা দে ভাই দে—একটী বার আমার বুকের ওপর দে।

১ম সৈ। একটু সবুর কর ভাই, একটু সবুর কর—আমি একবার জন্মের মত সরাপ সুন্দরীর গুণগান করে নি।

গীত।

অয়ি বোতলবাসিনী রঙ্গিলা পেয়ারী
জনমে মরণে চিরদিন মোরা তোমারি—
মোরা তোমারি।
কলিতে তুমি ধরে আছ ধরা
তরল হৃদয় সরলতা ভরা—
বরফি কচুরি তুচ্ছ তোমার পেলে চানাচুর
প্যাজের ফুলুরি।
রুই কাৎলায় নেই অভিলাষ
ভেটকি ইলিশ তোমার বিলাস
এক চুমুকে আসমান রে প্রাণ, বেশী হলে হুঁ হুঁ—
মাইরি মাইরি।

সকলে। বেশী হ'লে হুঁ হুঁ মাইরি মাইরি।

৪র্থ সৈ। (নাচিতে নাচিতে) বেশী হলে হুঁ হুঁ মাইরি মাইরি—(মদ্যপান)

১ম সৈ। ওরে সবটা খাসনি—তোর পায়ে পড়ি আমাদের একটু দে।

৪র্থ সৈ। (পান করিতে করিতে) বেশী হ'লে হুঁ হুঁ মাইরি মাইরি—

২য় সৈ। আরে একটু দে ভাই—এক চুমুক—এক চুমুক—(সকলে মিলিয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল; মদ্যপাত্রটী হস্তচ্যুত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল)

৩য় সৈ। ওরে শালারা করলি কি?

২য় সৈ। তুই শালাই তো—

৪র্থ সৈ। নাও এবার সরাপ সুন্দরীকে পেয়ার কর।

১ম সৈ। সরাপ! সরাপ। তুমি আমাদের ছেড়ে গেলে! (মদ্যসিক্ত ভূমিতে পড়িয়া) আমার জানের জান! আমার কলজে! কোথায় যাবে? এ অভাগাকে ছেড়ে কোথায় যাবে? আমি আষ্টে পিষ্টে তোমাকে জড়িয়ে ধরব। (গড়াগড়ি)

২য় সৈ। (উপুড় হইয়া শুইয়া) সরাপ! সরাপ! তোমাকে আমার এই নূরের মধ্যে বন্দী ক'রে রাখব। (ভূমিতে দাড়ি ঘসিতে লাগিল, উঠিয়া) নেশা—নেশা—নেশা; আর শালা নেশা যায় কোথা? শালাকে দাড়ির বন্ধনে বেঁধে ফেলেছি! আর একটু বেশী থাকতো তাহলে---

সকলে। বেশী হলে হুঁ হুঁ মাইরি মাইরি।

১ম সৈ। ওরে জাঁহাপনা—জাঁহাপনা—

২য় সৈ। পালা—পালা—

৪র্থ সৈ। (নিম্নস্বরে) বেশী হলে হুঁ হুঁ মাইরি মাইরি (সকলের প্রস্থান)

(বাবরশাহ ও হুমায়ুনের প্রবেশ)

বাবর। পুত্র! এখনি এই মুহূর্ত্তেই! তিল মাত্র বিলম্ব করলে তোমার পিতার সম্ভ্রম আবার হিন্দুস্থানের ভূমি চুম্বন করবে।

হুমা। কোন্ পথে চিতোরে প্রবেশ করব?

বাবর। এই মানচিত্র দেখ। ফতেপুরে আমরা রাণা সঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করব। তুমি রাণা সঙ্গের বাহিনীকে বামে ফেলে রেখে এই বনপথ অবলম্বন ক'রে এই চিহ্নিত পর্ব্বতের পাদমূলে উপস্থিত হলেই। আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধু তোমাকে চিতোরের পথ দেখিয়ে দেবেন। চিন্তা নেই—তিনি ইতিপূর্ব্বে পঞ্চাশ সহস্র

সৈন্য লয়ে তথায় উপস্থিত হয়েছেন। তুমি উপস্থিত হলেই তিনি কার্য্যারম্ভ করবেন।

হুমা। কে সে অজ্ঞাত বন্ধু পিতা?

বাবর। পুত্র! রাজনীতি অতি কূট। নূতন রাজ্য স্থাপন কালে রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি সকল সময়ে বীর ধর্ম্ম পালন করলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি দুরূহ হয়ে ওঠে। দিগ্বিজয় শুধু বাহুবলে সম্ভব নয় হুমায়ুন—বল ও কৌশল উভয়েরই প্রয়োজন হয়। পুত্র! কুণ্ঠিত হ'ও না—সেই অজ্ঞাতবন্ধু তোমার প্রত্যাখ্যাত সিলাহদি। কন্দুয়ার যুদ্ধে তার বল পরীক্ষা করেছ—সে তোমার পিতাকে বন্দী করেছিল। বিনা যুদ্ধে এতবড় একটা বীরকে পরাস্ত করবার সুযোগ কোন্ বুদ্ধিমান পরিত্যাগ করবে?

হুমা। পিতা! জাঁহাপনা! এ অভিযানের ভার অন্য কোন বীরের ওপর অর্পণ করুন। জীবনে এই প্রথম আপনার আদেশ লঙ্ঘন করছি—পিতা! যেন দ্বিতীয়বার আমায় আর এ পাপ আচরণে প্রবৃত্ত হ'তে না হয়।

বাবর। পুত্র! বিচার ক'র না, তর্ক ক'র না। এ তোমার পিতার আদেশ। তোমার অতুলনীয় পিতৃ-ভক্তিতে কলঙ্কপাত কর না। পিতার আদেশ তোমার ধর্ম্ম। লোক অন্ধবিশ্বাসে ধর্ম্মপালন করে। বিবেকের কণ্ঠ চেপে ধর। পুণ্য আলোক অন্ধকার সব ভুলে যাও। হৃদয়ে সমস্ত প্রহরীগুলকে ঘুম পাড়িয়ে—তোমার এই পিতার আদেশ-বাণী মর্ম্ম-মন্দিরে জাগিয়ে রাখ। এই তোমার খোদার আদেশ—তোমার কোরাণ! খোদা আমার মুখ দিয়ে তাঁরই বাণী উচ্চারণ করে গেলেন।

হুমা। তবে তাই হোক! কিন্তু পিতা! এই যদি রাজনীতি হয়,

হৃদয়কে অধর্ম্মের দুয়ারে বলি দেওয়ার নাম যদি রাজনীতি হয়, হুমায়ুন সে নীতির মস্তকে পদাঘাত করে ফকিরী গ্রহণ করবে। আমার পিতার আদেশ—আমার কোরাণ; দ্বিরুক্তি করব না, তর্ক করব না; কিন্তু তথাপি বলছি জাঁহাপনা, হুমায়ুন এই শেষ বার আপনার অধীনে তরবারী ধারণ করছে। (প্রস্থান)

বাবর। যুবক! রাজনীতি ক্ষেত্রে এত ঔদার্য্য দেখিও না; লোক দুর্ব্বল বলবে—এই ঝঞ্ঝাবৃত ভারতের বক্ষ হ'তে নিমেষে বিচ্যুত হ'য়ে পড়বে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শিকরী রণক্ষেত্র।

নেপথ্যে কামানধ্বনি, সৈন্যগণের চীৎকার। কতকগুলি সৈন্য পলায়ন করিতেছিল।

১ম সৈ। উঃ কি ভয়ঙ্কর অগ্নিবৃষ্টি—পালা—পালা।

২য় সৈ। আর কেন, ঘরশত্রুতে রাবণ নষ্ট হয়েছিল, আমরা ত' কোন ছার!

১ম সৈ। মনে কর একবারে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যছিল সিলাইদির অধীনে, সকলকে নিয়েই সটকেছে।

৩য় সৈ। ব্যাটা উচ্ছন্ন যাক্, তার সর্ব্বনাশ হ'ক্। এমন মহারাণার সর্ব্বনাশ করা।

(জনৈক পলায়মান সৈনিকের প্রবেশ)

৪র্থ সৈ। পালা—পালা—রাণা সঙ্গ হত হ'য়েছেন। তিনি জনকয়েক সঙ্গী নিয়ে মোগলদের কামান কেড়ে নিতে গিয়েছলেন; কামানের মুখে একবারে উধাও হ'য়ে গেছেন, আর তাঁর চিহ্নমাত্রও নেই।

১ম সৈ। য়্যাঁ, য়্যাঁ, বলিস কি? হায় হায় হায়!

২য় সৈ। মোগল, মোগল— পালা পালা, (বেগে প্রস্থান)

(সশস্ত্র পার্ব্বতীর প্রবেশ)

পার্ব্ব। ফের, ফের উন্মত্তের দল! ফের ক্ষত্রিয়-নন্দন। ফের রাজপুত! এখনও উপায় আছে—এখনও মোগলের গতিরোধ সম্ভব! এখনও সেনাপতি জগমল অক্ষতদেহে যুদ্ধ করছেন—এখনও রাণা বিপুল-বিক্রমে মোগলবাহিনীর গতিরোধ করচেন।

১ম সৈ। মা! আর কেন? মহারাণা হত—আমাদের কোন আশাই নেই!

পার্ব্ব। কে বলে মহারাণা মৃত! সে মিথ্যাবাদী, সে মেবারের শত্রু। ঐ দেখ সৈনিক, বাবরের কামানের মুখে প্রস্তরের ব্যবধান নির্ম্মাণ ক'রে মহারাণা সঙ্গ অতুল গৌরবে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আর বুঝি এ বাধ থাকে না, বুঝি নিমেষে মেবারের অভ্রভেদী সৌধচূড় মোগলের পদতলে ভেঙ্গে পড়ে। ঐ দেখ বাবরশাহের অনন্ত সৈন্য-তরঙ্গ রাণার মুষ্টিমেয় অনুচরগুলিকে গ্রাস ক'রতে আসছে! এস মেবারী; এস রাণা সঙ্গের অষ্টাদশরণজয়ী সৈনিক, এই সঙ্কটসময়ে রাণার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বীরের ন্যায় যুদ্ধ দিই। এস, পলবিলম্বে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে। (নেপথ্যে কামান গর্জ্জিল; প্রথমতঃ দ্বিতীয় সৈনিক ভূপতিত হইল।)

৩য় সৈ। মোগল, মোগল—পালা, পালা।

(সকলে পলায়ন করিল)

পার্ব্ব। ফের, ফের ক্ষত্রিয়গণ! মেবারীর শতাব্দীব্যাপী বীরত্বের পরিচয় এমন করে ডুবিয়ে দিও না। কেউ শুনলে না? আমার আকুল আহ্বান কেউ গ্রাহ্য করলে না? তবে আর কোন উপায় নেই! মেবার—মেবার! তোমাকে রক্ষা করবার আর কোন উপায় নেই? (কাঁদিয়া ফেলিলেন) ওঃ! প্রভাতে এই বিপুল প্রান্তর যুদ্ধোন্মুখ সৈন্যশ্রেণীশোভিত দেখে প্রাণ পুলকে ভরে গিয়েছিল, আর এখন একি কাল আবরণ এই রণক্ষেত্রের উপর ঢেলে দিলি মা! তবে আর এ পরুষ বেশ কেন? আর কেন নারীত্বের কোমলতা কঠিন বর্ম্মের আবরণে কাতর করি? যাও যাও তরবারি! যাও আমার বিপদের বন্ধু, ব্যথার ব্যথী! আর কেন এ

অভাগিনীর সঙ্গে ঘুরে কষ্ট পাবে ? বিদায়, বিদায় বন্ধু ! (তরবারী নিক্ষেপ) বিদায় মেবার ! আমার কার্য্য অবসান ! (প্রস্থান)

(রক্তাক্তদেহ রণক্লান্ত সঙ্গ। পশ্চাৎ জগমলের প্রবেশ)

সঙ্গ। জগমল ! জগমল ! ভাই ! আর কেন এ হতভাগ্যের অনুসরণ কর, চিতোরে ফিরে যাও। দেখছ না সঙ্গের ভাগ্যচক্র আজ চারিদিক দিয়ে তাকে পেষণ করচে। মোগলের অনলবর্ষী কামানের মুখে অনাবৃত দেহ ল'য়ে দাঁড়ালুম—গোলা আমাকে স্পর্শ করলে না। আমার আশে পাশে যারা প্রাণভয়ে পালাচ্ছিল—সকলেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়ে আমাকে ঘেরে একটা শবদেহের দুর্গ নির্ম্মাণ করলে ; আর আমি সেই মৃতের স্তূপের মাঝখানে অক্ষতদেহে দাঁড়িয়ে রইলাম ! সকাতরে মরণ প্রার্থনা করলাম, মৃত্যু আমার কাণের পাশ দিয়ে অট্টহাসি হেসে চ'লে গেল। চারিদিক—চারিদিক আমার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে—আর কেন আমার পাছু নাও ?

জগ। মহারাণা ! চিতোরে ফিরে চলুন। দেশবাসী আপনাকে ফিরে পেলে মোগলের সাধ্য কি চিতরে প্রবেশ করে ?

সঙ্গ। মোগলের চিতোর প্রবেশ কি এখনও বাকী আছে মনে কর ? সিলাইদি অগ্রগামী হ'য়ে মোগলকে সেখানে ডেকে নিয়ে গেছে। চিন্তা কি জগমল ! রাণা সঙ্গের প্রাণপাত পরিশ্রমে অর্জ্জিত সম্পদ একটা খধূপের মত মুহূর্ত্তের জন্য পৃথিবীর চোক ঝলসিয়ে দিয়ে আবার অনন্ত অন্ধকারে তলিয়ে গেছে ! বুক চিরেরক্ত দিলেও আর তা' ফিরে আসবে না। শত্রুর মস্তক লক্ষ্য ক'রে তরবারী আস্ফালন করতে যাও—তোমার নিজেরই মস্তকে আঘাত করবে। অভিশপ্ত এ দেশ, অভিশপ্ত এ জাতি—অভিশপ্ত এ মুকুট ! (শিরস্ত্রাণ ভূমিতে নিক্ষেপ)

জগ। মহারাণা, মহারাণা। ধৈর্য্যহারা হবেন না। এখনও চেষ্টা ক'রলে এই মরণোন্মুখ জাতিকে কালের কবল হ'তে রক্ষা করতে পারেন।

সঙ্গ। ঈশ্বরের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে আপনি ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ পারবে না। জগমল আর মিছে দেরী কর না—চিতোরে ফিরে যাও। যেমন ক'রে হ'ক চিতোর তোমাকে প্রবেশ করতেই হবে।

জগ। দাসকে আর ও কঠোর আদেশ করবেন না মহারাণা!

সঙ্গ। নিরুপায়ে করছি বন্ধু—আমাকে ক্ষমা কর। চিরদিন সঙ্গের বিজয়-বার্ত্তা বহন করেছ, আজ এই তার প্রথম ও শেষ পরাজয়ের সংবাদ লয়ে যেতে কুণ্ঠিত হ'য় না ভাই। দেখছ না—চারিদিকে মৃতের স্তূপ—তুমি ছাড়া আর যে কেউ নেই জগমল!

জগ। মহারাণা! (চক্ষু রুমালে আবৃত করিলেন)

সঙ্গ। কেঁদ না জগমল! তোমার মহারাণার পরাজয়কাহিনী অনেক পূর্ব্বেই চিতোরে পৌঁছেচে। অশুভ সংবাদ শতমুখে শতরূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে দেশবাসীর মনে রাণা সঙ্গের একটা বিকট মূর্ত্তি অঙ্কিত করে দিয়েছে। তুমি মেবারে প্রবেশ করলে কেউ তোমাকে একটা সম্ভাষণও করবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু তবুও তোমাকে সেথা ফিরতে হবে। বন্ধু! তোমার মহারাণার, তোমার বংশের, তোমার চিতোরের মর্য্যাদা রাখতে তোমাকে ফিরতেই হবে। তোমাদের রাজার এই শেষ অনুরোধ পালন করতে ইতস্ততঃ করো না ভাই।

জগ। বলুন মহারাণা, কি করতে হবে।

সঙ্গ। জগমল! রূপকথায় শুনেছ, রাক্ষসগুলো শিকারে যেত,

কিন্তু তাদের প্রাণ ভ্রমর ভ্রমরী রূপে একটা আধারে খুব গোপনস্থানে লুকান থাকত; তাই সহজে তাদের কেউ বধ করতে পারত না। নরশোণিতে উৎসব করবার জন্য এসে, তোমার এই রাক্ষসরাজার মানুষ অনুচর যতগুলি ছিল, সব গেছে—কিন্তু রাজা ঠিক আছে। কেন আছে বুঝতে পারছ?—বিশ্বাসঘাতক সিলাইদি, মোগল বাবর কেউই এ রাক্ষসের প্রাণ কোথায় লুকান আছে এখনো সন্ধান পায় নি বলে। তোমায় সে মর্ম্মস্থানের সন্ধান বলে দিচ্চি বন্ধু! তুমি সেখানে গিয়ে স্বহস্তে আমার তিক্তজীবনের ওপর মৃত্যুর যবনিকা ফেলে দাও গে। মোগলের স্পর্শে, বিশ্বাসঘাতকের স্পর্শে কলঙ্কিত হয়ে আমি মরতে পারব না—তারা সন্ধান পাবার আগে তোমায় এ কাজ শেষ করতে হবে। বন্ধু! পারবে?

জগ। মহারাণা! আপনারই চরণতলে বসে বিপদে সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেছিলাম। অর্দ্ধভারতের অধীশ্বর সংগ্রামসিংহকে এমন অভিভূত দেখ্‌বার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হল না কেন?

সঙ্গ। আমায় চঞ্চল দেখছ?—আমায় উন্মাদ ভাবছ? না বন্ধু, আমি উন্মাদ এখন হইনি। আমি তোমাকে অসঙ্গত কিছু বলিনি। সত্যই আমার প্রাণরূপী এক ভ্রমরী চিতোরের পর্ব্বতপ্রাচীরে ঘেরা প্রকোষ্ঠে অপেক্ষায় বসে আছে। বন্ধু! দোসর! তুমি যাও, আর দেরী ক'র না। গিয়ে সেই প্রতীক্ষমানা ভ্রমরীকে ব'ল, একদিন সেইখানে বপ্পের রাণী পদ্মিনী কঠোর জহরব্রত সাধন করেছিলেন, ব'ল আজ সেই অতীতদিনের অতীত মুহূর্ত্তগুলো ফের ফিরে এসেছে। বস্, আর কিছু বলতে হবে না,—মর্য্যাদাময়ী প্রাণময়ী সে ভ্রমরী তারপর নিজেই নিজের কর্ত্তব্য বেছে নেবেন!

জগ। তবে আসি রাজা!

সঙ্গ। এস বন্ধু। (উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন)

জগ! আবার কোথায় দেখা হবে রাণা!

সঙ্গ। উর্দ্ধে! (রাণা ভিন্নদিকে মুখ ফিরাইলেন)

(জগমল অশ্রু-অন্ধ নেত্রে বার বার তাঁহার দিকে ফিরিয়া দেখিতেছিল। তৎপরে সে দৃষ্টির অগোচর হইয়া গেল। রাণা কিছুক্ষণ সেই শবদেহাচ্ছন্ন রণক্ষেত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন; তৎপরে কহিলেন—)

সঙ্গ। আজ মেদিনী আমার স্বগণে অচ্ছন্ন। ইতিপূর্ব্বে অষ্টাদশ-বার এই আর্য্যভূমির রক্তাক্তবক্ষের উপর দিয়ে আমার বিজয়ী শকট সগর্ব্বে চালিয়ে গেছি। কি বিকট মূল্যে অর্দ্ধভারতের স্বাধীনতা ক্রয় করেছিলাম—ওঃ! (বাবর শাহের প্রবেশ)

বাবর। কে কথা কইলে? নীরবতা ভেদ ক'রে জীবনের এক স্পষ্ট পরিচয় কোথা থেকে শুনলাম? কই, কেউ ত নেই। আমার সৈন্য শ্রেণীতে শুনলাম, ভারতের অদ্বিতীয় বীর রাণা সংগ্রামসিংহ আজ এই রণক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় শয়ন করেছেন। জীবনে সে মহাপুরুষের জীবিত দেহ দর্শন করবার সৌভাগ্য হ'ল না—একবার যদি মৃত-দেহটীও দেখ্‌তে পাই! (নেপথ্যে মির্জ্জা আজিজ—"জাঁহাপনা"!) পেয়েছ সেনাপতি! (নেপথ্যে—"না জনাবালি")
তবে তুমি ঐ স্থানটা ভাল ক'রে অনুসন্ধান কর, আমি এদিকে দেখি।

সঙ্গ। 'জাহাপনা!' 'জনাবালি।' তাহ'লে তুমি এখন এই মূর্খকে অকৃত বলে ত্যাগ করনি ঈশ্বর! এখনও উপায় আছে, এখনও আমি মরতে পারি; করুণাময় প্রভু ধন্য তুমি। বাবর শাহ!

বাবর। কে তুমি?

সঙ্গ। জীবিত যা'কে দেখতে পাওনি ব'লে দুঃখ প্রকাশ করেছিলে, আমি সেই।

বাবর। তুমি মহারাণা সংগ্রামসিংহ!

সঙ্গ। আগে আমার পরিচয়ের সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হও।

(অসি উত্তোলন করিলেন)

বাবর। আর যুদ্ধে প্রয়োজন কি মহারাণা?

সঙ্গ। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধের প্রয়োজন অনার্য্যে বুঝতে পারবে না। নাও, প্রস্তুত হও বেইমান!

বাবর। বেইমান? পরাজিত কাফের! বাবর আজ বেইমানী করে জয়লাভ করে নি!

সঙ্গ। কথা রাখ—অস্ত্র ধরো। বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে শয়তানের সাহায্যে তুমি জয়লাভ করেছ। ক্ষত্রিয় যে যুদ্ধ ঘৃণা করে, তুমি সেই অধর্ম্ম যুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করেছ। নতুবা এতক্ষণ ম্লেচ্ছ বাবরের উদ্ধতগর্ব্বে পদাঘাত ক'রে তা'কে হিমালয়ের ওপারে রেখে আসতাম। নাও, অস্ত্র ধরো। (অগ্রসর হইলেন)

বাবর। গর্ব্বিত কাফের! তবে এসো, তোমার গর্ব্বিত জীবনের শেষ ক'রে দিই। (উভয়ে যুদ্ধ। সহসা উভয়ের মধ্যস্থলে নিরস্ত্রা পার্ব্বতী আসিয়া দাঁড়াইল। যুদ্ধোন্মত্ত বাবর শাহের তরবারী তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। চক্ষের নিমেষে পার্ব্বতী ভূপতিত হইল।)

বাবর। (তরবারী ফেলিয়া দিয়া) খোদা! খোদা! কি করলে? শেষে নারী-হত্যা করালে?

সঙ্গ। কি করলে পার্ব্বতী? এই হতভাগ্যের জন্য অন্যায় মমতায় প্রাণ দিলে?

পার্ব্ব। মহারাণা! এই হতভাগিনী অন্যায় মমতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেয় নি। সারাজীবনের সঞ্চিত বিপুল ব্যথা এতদিন কর্ত্তব্যের চাপে, রুদ্ধ মুখে মর্ম্মকোণে বসে ছিল। আজ কর্ত্তব্যের অবসানে সে ব্যথা শতদিক দিয়ে শত বাহু প্রসারে আমায় জড়িয়ে ধরলে, তাই আপনাকে সংযত করতে না পেরে মহারাণার অন্বেষণে ছুটে এলাম। এসে দেখলাম, মহারাণা এখনও এই সংসারের মায়া-মোহে আচ্ছন্ন—এখনও পৃথিবীর অভিমান আপনার হৃদয়-প্রাসাদের প্রতি রন্ধ্রে আর্ত্তনাদ করে বেড়াচ্চে। ব্যথা ভুলে গেলাম, আবার কর্ত্তব্য মনে পড়ল। কর্ত্তব্যের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে মহারাণার অনাবৃত শরীরকে আবৃত করতে ছুটে এলাম।

সঙ্গ। এসে রাণার দুর্ভর জীবনের অস্তিত্বের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিলে!

পার্ব্ব। মহারাণা! বৃথা অভিমানে ভগবানের প্রীতি হারাবেন না। ক্ষত্রিয়ের গর্ব্ব ল'য়ে মোগল সম্রাটকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন, কিন্তু সত্য বলুন দেখি মহারাণা, আপনি কি যথার্থ যুদ্ধ করছিলেন? আমি দেখেছি, যে আঘাত একটা বালকেও প্রতিরোধ করতে পারে, সে আঘাত আপনি অম্লানবদনে নিজদেহে গ্রহণ করছিলেন মহারাণা! এ যুদ্ধ না আত্মহত্যা?

বাবর। হ্যাঁ দেবী, আপনার কথা মিথ্যা নয়। আমি দেখেছি, রাণা আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অমনোযোগী হ'য়ে আমার সহিত যুদ্ধ করেছিলেন?

পার্ব্ব। মোগল সম্রাট! আত্মহত্যা কি পাপ নয়?

বাবর। পাপ বৈকি দেবী!

পার্ব্ব। আর যে একজনকে আত্মহত্যায় সাহায্য করে, সেও পাপী।

বাবর। মা! মা! সত্য বলেছ আমি পাপী। দারুণ ক্রোধ আমাকে বশীভূত করেছিল। কনুয়া যুদ্ধের অপমান আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়েছিল। তাই রাণাকে পরাস্ত করবার আমার দারুণ স্পৃহা জেগে উঠেছিল। পাপী আমি—মহারাণা! মহারাণা! আমাকে মার্জ্জনা কর। বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় তোমার সুশিক্ষিত সেনাকে পরাস্ত করেছি—অধর্ম্মের সহায়তায় একটা জাতির সম্মান খর্ব্ব করেছি। মহারাণা! দণ্ড দাও—আমাকে খোদার অভিশাপ থেকে রক্ষা কর।

সঙ্গ। তুমি নিজের দণ্ড নিজে গ্রহণ কর মোগল সম্রাট। দণ্ড-দানের ক্ষমতা সিলাইদির বাকচাতুরীতে হারিয়েছি। মূর্খ আমি নিজে—অভিযোগ করবার আমার কিছুই নেই।

পার্ব্ব। তবে আসি মহারাণা।

সঙ্গ। য়্যাঁ—কি বললে পার্ব্বতী?

পার্ব্ব। আসি তবে—বিদায় দাও! কর্ত্তব্য ফুরিয়েছে, আবার ব্যথা জেগে উঠেছে। সারা জীবনের রুদ্ধ অশ্রু আমার সর্ব্বশরীর লক্ষ রন্ধ্রে ভেদ করে বাইরে আসতে চেষ্টা করছে। শত চেষ্টাতেও সে মুক্তস্রোত বাঁধতে পারছি না। কাছে আসুন—

সঙ্গ। পার্ব্বতী! পার্ব্বতী! আমার অনাদৃতা, লাঞ্ছিতা, শতদুঃখ-পীড়িতা পার্ব্বতী! আমাকে এই মরুভূমিতে ফেলে কোথায় যাবে?

পার্ব্ব। সেই চির জ্যোৎস্নার দেশে—যেখানে অনাদর নেই, প্রত্যাখ্যান নেই; মান নেই, অভিমান নেই। আসুন মহারাণা; কাছে আসুন, আপনার পদধূলি দিন। (রাণা সঙ্গ পার্ব্বতীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন)

সঙ্গ। পার্ব্বতী! কৃতজ্ঞতার বন্ধন ঠেল্‌তে না পেরে অনিচ্ছা-সত্বেও করুণাবতীর পাণিগ্রহণ করেছিলাম, তা নইলে—

পার্ব্ব। সৌভাগ্য—সৌভাগ্য—সৌভাগ্য; মেবারের সৌভাগ্য যে সেই দেবীকে রাণীরূপে পার্শ্বে পেয়েছিলেন। মহারাণা!

সঙ্গ। কি বলচ?

পার্ব্ব। বলব?

সঙ্গ। বল না।

পার্ব্ব। জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে প্রাণের সমস্ত দুঃখ অমিয়ার ধারায় ডুবিয়ে দিয়ে বলব?

সঙ্গ। বল।

পার্ব্ব। স্বামী! প্রিয়তম! জীবনবল্লভ!

সঙ্গ। পার্ব্বতী! পার্ব্বতী! প্রিয়তমে!

পার্ব্ব। প্রিয়—তম্! (মৃত্যু।)

সঙ্গ। তবে যাও মরতের অনাদৃত চিরকাঙ্গালিনী! তোমার ঈপ্সিত রাজ্যে রাণী হয়ে বসে থাক। আর এই ক্ষুব্ধ ব্যথিত ক্লান্ত-দেহের কারা থেকে মুক্ত হ'য়ে যখন তোমার রাজ্যে ফিরে যাব—তখন হে দেবী! আমাকে আশ্রয় দিও—বঞ্চিত ক'র না!

বাবর। মহারাণা! এই আমার মুকুট। (রাণার পদতলে স্বীয় মুকুট রাখিলেন।)

সঙ্গ। মোগলসম্রাট! এই সন্ন্যাসিনীর দৃষ্টান্তেও আমি মানুষের অভিমান ভুলতে পারছি না! মেবারী ভিক্ষা গ্রহণ করে না।

বাবর। মহারাণা! ভাই! এ ভিক্ষা নয়—এ তোমার ভায়ের দান।

সঙ্গ। দান গ্রহণে আমার অধিকার নেই বাবার শাহ! আক্ষেপ

ক'র না বন্ধু—আক্ষেপ ক'র না ভাই! অপেক্ষা ক'র—অদূর ভবিষ্যতে এই পরাজিত, অপমানিত, অধর্ম্মপ্লাবিত মেবারে এমন একজন নিশ্চয় আসবে যে তা'র পুণ্যের বিমল কিরণ মেবারের সমস্ত কলঙ্ক মুছে ফেলে, সগর্ব্বে তোমার এই মুকুট গ্রহণ করবে।

বাবর। কোথা যাও সন্ন্যাসী?

সঙ্গ। এই সন্ন্যাসিনার উদ্দেশে। (প্রস্থান।)

বাবর। ফের, ফের বন্ধু—ফের ভারতের অধীশ্বর! তুমি পরাজিত হ'য়েও আমাকে পরাস্ত করেছ। অধর্ম্মে অর্জ্জিত এই জয় আমার কলঙ্ক—বন্ধু! ভাই! আমাকে কলঙ্ক-মুক্ত কর।

সপ্তম দৃশ্য।

চিতোরের পথ। কাল—প্রভাত।

হুমায়ুন ও সিলাইদি।

সিলা। এখন আজ্ঞা করুন শাহজাদা! এই ত চিতোরের প্রবেশ দ্বারে এসে পড়লাম।

হুমা। সেনাপতি! আসবার পথে প্রায় সমস্ত জনপদই জন-মানবশূন্য দেখে এলাম; কারণ কি বলতে পারেন?

সিলা। সকলেই রাণার সঙ্গে যুদ্ধে গেছে—যারা ছিল, রাণার পরাজয় সংবাদ শুনে তা'রা চিতোরের দুর্গপ্রাকারের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

হুমা। তাহ'লে এককালে এই সব কুটীর, এই সব অট্টালিকা নরকাকলীতে মেতে থাকত! এই যুদ্ধের পর আবার এই সব জনপদ মেঘমুক্ত দিবসের মত হাস্‌ত!

সিলা। হাস্‌ত বই কি জনাব!

হুমা। কিন্তু শুধু একটিমাত্র দানবের—না, খাপ করবেন সেনা-পতি। শুধু আমার পিতার আদেশে এই অভিযানে এসেছি, স্বেচ্ছায় আসিনি। তাই মাঝে মাঝে আমার দলিত মনোবৃত্তি হৃদয়ের মাঝ-খানে হা হা করে কেঁদে ওঠে! যাও, যাও সেনাপতি—চিতোরের তোরণদ্বারে মোগলের দুন্দুভি বাজিয়ে দাও—বিলম্ব ক'র না।

সিলা। যথা আজ্ঞা শাহজাদা! (প্রস্থান।)

হুমা। কেমন অম্লান বদনে চলে গেল! মাতৃভূমির চরণে শৃঙ্খল পরিয়ে দিতে কেমন অম্লানবদনে চলে গেল। সিংহাসন! তোমার

নমস্কার, মানুষ! তোমায় নমস্কার; খোদা! তোমার সৃষ্টিকে বলিহারী!

(রাজপুত রমণীর প্রবেশ।)

রমণী। শাহাজাদা! আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

হুমা। কে তুমি?

রমণী। অধীনা রাজপুত রমণী; চিতোরের রাণীর সহচরী।

হুমা। এখানে কা'র নিকট তোমার প্রয়োজন?

রমণী। আপনারই নিকট শাহাজাদা! আজ আমাদের দেশে রাখীর উৎসব। উৎসব বলি কেন, আমাদের এ একটা ধর্ম্মপালন; তাই এত দুঃখভার সত্ত্বেও চিতোরে উৎসব হ'চ্চে। আপনার আগমনবার্ত্তা শুনে চিতোরের রাণী এই ভেট পাঠিয়েছেন। শাহাজাদা! গ্রহণ করবেন কি?

হুমা। কি এ রমণী?

রমণী। এই হিন্দুর পবিত্র রাখী। বলয়ের মত এই রাখী করপ্রকোষ্ঠে ধারণ করতে হয়। কিন্তু ধারণ করবার আগে একটা কথা শুনুন শাহাজাদা! আপনি যদি এ রাখী গ্রহণ করেন, তাহ'লে আমাদের প্রথা অনুস[illegible]আপনি আমাদের রাণীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হবেন।

হুমা। সৌভাগ্য—সৌভাগ্য আমার। আমি এই পবিত্র রাখী মাথায় তুলে নিলেম।

রমণী। তাহ'লে আজ থেকে মেবারের রাণী—

হুমা। আমার ভগিনী।

রমণী। আজ থেকে আপনি সেই অনাথার শুভাশুভ মঙ্গলামঙ্গলের দায়ী।

হুমা। হ্যাঁ নারী, খোদার নামে শপথ করে বলছি, নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়েও আমি মেবারের রাণীকে রক্ষা করব।

রমণী। তাহ'লে আমি যেতে পারি শাহাজাদা!

হুমা। এখনি, রাণীকে বলুনগে যে তাঁর বিধর্ম্মা ভাই তাঁর চরণরেণু শিয়রে ধারণ করবার জন্ত ব্যাকুল আগ্রহে ছুটে আসছে পিতা! পিতা! যুদ্ধ জয় ক'রে আপনি যে সম্পদ অর্জ্জন করেছেন, আমার বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত এই অযাচিত সম্মানরাশির নিকট সেটা কত তুচ্ছ! তাহ'লে আর দুঃখ কেন হুমায়ুন, আর কুণ্ঠা কিসের? মন, আর কেন চুপ করে বসে থাক? এই মহামুল্য সম্পদ মাথায় তুলে নিয়ে মহোল্লাসে তোর রুদ্ধ দুয়ার খুলে দে। অপমানিত পদদলিত বীণা। সুরে তানে মুকুলিত হ'য়ে উঠে আকাশ পাতাল ভরিয়ে দাও। হুমায়ুনের আনন্দোচ্ছ্বাস পৃথিবী ছাড়িয়ে আসমান স্পর্শ করুক।

রমণী। মহানুভব শাহাজাদা!—

হুমা। তুমি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছ? আমার অনাথা হৃতসর্ব্বস্ব ভগিনী তোমার আশাপথ চেয়ে মুহূর্ত্তকে যুগ মনে করছেন, আর তুমি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ? চল, চল নারী, আমি তোমারই সঙ্গে দেবীদর্শনে যাই। কি জানি, বিলম্বে যদি এই হতভাগ্যের ভাগ্যচক্র বিপরীত দিকে ঘুরে যায়। চল, চল দেবসঙ্গিনী! আর বিলম্ব করব না।

রমণী। তবে আসুন শাহাজাদা!

হুমা। খোদা! খোদা! অন্তর্যামী। আমার অন্তরের সাধ পূর্ণ করো। সয়তানের সাহায্যে পিতা এই মেবারের সর্ব্বনাশসাধন ক'রে যে পাপ সঞ্চয় করেছেন, আমি যেন সেই পাপ হ'তে তাঁকে মুক্ত করতে পারি। [উভয়ের প্রস্থান]

অষ্টম দৃশ্য।

চিতোর দুর্গমধ্যস্থ অলিন্দ।

রাণী করুণাবতী।

করুণা। কি করলি মা? পাষাণে বুক বেঁধে কি করলি পাষাণী? জীবনপ্রভাতে যে আলোক দেখেছিলাম, সে আলো কোথায় লুকালি শ্যামা? কোন্ পাপে আমার কুসুমিত কুঞ্জ দাবানলে জ্বলে গেল? বরদে! দয়া কর, একবার এই কিঙ্করীর পানে মুখ তুলে চা, একবার তোর চম্পকাঙ্গুলির আন্দোলনে বিদ্যুচ্ছটা বিকশিত করে দিয়ে সম্মুখের প্রলয় অন্ধকার তরল ক'রে দে। দয়া কর জননী, নিমেষের তরে আমাকে পথ দেখিয়ে দে।

(জগমলের প্রবেশ)

জগ। ভগিনী!

করুণা। কে জগমল? কখন এলে? কোন্ পথে পুরী প্রবেশ করলে?

জগ। কোন্ পথে এলাম, কি করে এলাম জানি না। প্রভু আদেশ করেছিলেন প্রভুর আদেশ পালন ক'রতে এসেছি।

করুণা। প্রভু বেঁচে আছেন? মহারাণা বেঁচে আছেন?

জগ। তা জানি না বোন্—

করুণা। বল, বল ভাই, তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া কি অসম্ভব?

জগ। না, না, এখনও অসম্ভব নয়; কিন্তু আর বিলম্ব ক'রলে বোধ হয় সাক্ষাৎ অসম্ভব হবে।

(অপর দিকদিয়া শিলাইদির প্রবেশ।)

শিলা। কই সে নারী—কোথা গেল? তার সঙ্গে একবার না দেখা করতে পারলে আমার জয় অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে যে! বনবাসিনী কুটীরশায়িনী, পরিচয়হীনা সেই ভিখারিণী অনভ্যস্ত ঐশ্বর্য্যের মায়া পরিত্যাগ করে প্রাণত্যাগ করেনি নিশ্চয়! নিশ্চয়ই সে কোথাও লুকিয়ে আছে। তাকে বন্দী করতেই হবে! আজমীরে সেনা পাঠিয়েছি করমচাঁদকে বন্দী করে আনতে, সে শয়তান সেদিন কনুয়াক্ষেত্রে আহত হয়ে আজমীরে প্রস্থান করেছিল, তাই সেদিন জয়সিংহের সঙ্গে তাকেও শেষ করতে পারি নি। সে এলে, তাকে আর তার কন্যাকে একসঙ্গে যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে তারপর এই চিতোরের সিংহাসন অধিকার করব।

(জগমলের প্রবেশ)

জগ। মহারাণা! প্রভু! আপনার শেষ আদেশ পালন করেছি! এবার এই হতভাগ্যকে আপনার এই অভয়চরণতলে তুলে নিন্! অসহ্য এ পৃথিবীর উত্তাপ—ভীষণ এ জ্বালা।—আর যে সইতে পারি না প্রভু!

(শিলাইদির ইঙ্গিত ও জনকয়েক মোগলসৈন্য আসিয়া চিন্তান্বিত জগমলকে বন্দী করিল।)

শিলা। বেশ করে বাঁধ—তরবারী কেড়ে নাও; তুমি ওকে ধরে রাখ সৈনিক! বিশ্বাস নেই—এরা লৌহশৃঙ্খলও ভগ্ন করে।

জগ। বিশ্বাসঘাতক! রাজপুতকলঙ্ক! অতর্কিতে আমাকে বন্দী ক'রে স্বভাবের অনুকূল কার্য্যই করেছ।

শিলা। চুপ করে থাক মূর্খ।

জগ। জাতির অভিশাপ তুই—তোর আদেশে আমি পদাঘাত করি। মোগলের পদানত কুক্কুর! তোর মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করি। (কথামত কার্য্য)

শিলা। হত্যা কর—এখনি একে হত্যা কর। (হুমায়ুনের প্রবেশ)

হুমা। সাবধান সৈনিক! শাহজাদার হুকুমে এখনি ওকে পরিত্যাগ কর। (সৈনিকগণ তাহাই করিল।)

শিলা। শাহাজাদা! এ ব্যক্তি রাণা সঙ্গের শ্যালক! একে মার্জ্জনা করা অনুচিত।

হুমা। তুমিই সেনাপতি জগমল! তোমারই বাহুবলে কনুয়া ক্ষেত্রে আমি পরাজিত হয়েছিলাম? বীর। বন্ধু! আমি স্বহস্তে তোমার শৃঙ্খল মোচন ক'রে দিচ্চি। (শৃঙ্খলমোচন) বন্ধু! তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে জান?

জগ। বিজয়ী ও বিজিতের সম্বন্ধ শাহাজাদা। কিন্তু সে সম্বন্ধে গর্ব্ব করবার তোমাদের কিছুই নেই যুবরাজ।

হুমা। না, না ভাই, আমি সে সম্বন্ধের কথা বলছি না। আজ প্রভাতে বেহেস্তের এক দেবী আমাদের উভয়কে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। ভাই! দেবীদর্শনের আশায় আগ্রহস্পন্দিত বক্ষে ছুটে এসেছি;—কিন্তু এসে বিফল হয়েছি; দেবীর দেখা পাই নি।

জগ। কি বলছ শাহাজাদা?

হুমা। দেখ, দেখ জগমল—আমার করপ্রকোষ্ঠের পানে চেয়ে দেখ! রাজপুতানার পর্ব্বত-প্রাচীর ঘেরা এই জনহীন দেশের বক্ষের ওপর কি রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছি দেখ।

জগ। এ ত হিন্দুর রাখী—তোমার হাতে কেন?—আশ্চর্য্য—এ যে আমার ভগিনীর স্বহস্ত-রচিত রাখী।

হুমা। তবেই তো ভাই। এই ত, আমার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ বুঝলে। এখন একবার তোমার বিধর্ম্মী ভাইকে কোল দাও জগমল।

জগ। আমায় বিস্মিত করলে যে তুমি শাহাজাদা!

হুমা। দাও ভাই, আলিঙ্গন দাও। (উভয়ের আলিঙ্গন) ভাই এবার এই অধীনের মানবজীবন সার্থক করে দাও—একবার আমাকে বহিনকে দেখাও। ভাই ভগিনীর সাক্ষাৎ চাইচে—এতে ইতস্ততঃ করবার কিছুই নেই।

জগ। তুমি তাকে দেখবে হুমায়ুন?

হুমা। একটী বার—আজীবন তোমার গোলাম হ'য়ে থাকব।

জগ। দেখবে, দেখবে ভাই—মেবারের রাণীকে দেখবে?

(পটপরিবর্ত্তন—ধূ ধূ অগ্নি জ্বলিতেছিল)

হুমা। একি—একি?

জগ। ঐ সেই পুণ্যবতীর ইহলোকের শেষ আশ্রয়; আশ্রয়হারা রাজপুত রমণীর পবিত্র দুর্গ, স্বামীপরায়ণা সতীর পুষ্পরথ!

হুমা। (জানু পাতিয়া) হে সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বদর্শী খোদা! ফিরিয়ে নাও—ফিরিয়ে নাও বাবরশাহের এই জয়। খোদা! মোগলের বিনিময়ে এই ভস্মীভূত জাতিকে পুনর্জীবিত করে তোল! (উঠিয়া) জগমল! জগমল! ভাই! আমাকে এ দৃশ্য হতে দূরে নিয়ে চল! (জগমলের উপর দেহভার অর্পণ)।

(পটপরিবর্ত্তন—পূর্ব্ব দৃশ্য।)

শিলা। কে আছিস—শাহাজাদা অসুস্থ—শীঘ্র তাঁকে এখান হতে লয়ে যা।

হুমা। শিলাইদি (হুমায়ুনের কণ্ঠস্বর দৃঢ়) মোগলের কার্য্য শেষ হয়েছে। কার্য্য অবসানে পুরস্কার নেবে বলেছিলে। কি পুরস্কার গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হবে ? শীঘ্র বলো—তোমার সাহচর্য্য আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে ,—শীঘ্র বল কি পুরস্কার চাও ?

শিলা। সম্রাট বাবরশা আমাকে চিতোরের সিংহাসন অর্পণ করতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।

হুমা। তা হলে সমাটের নিকটই পুরস্কার গ্রহণ করবে, আমার নিকট নেবে না ?

শিলা। সম্রাট আর সম্রাট-পুত্রে এ অধীন ।বশেষ পার্থক্য বোধ করে না।

হুমা। তবে আমাদের জয়লাভের জন্য আমিই তোমাকে পুরস্কৃত করছি। জগমল।—না তুমি নও—তোমাকে কলঙ্কিত করব না। (জনৈক মোগল সৈনিকের প্রতি) সৈনিক। ঐ বেইমানের অস্ত্র কেড়ে নাও। (আশ্চর্য্যন্বিত, বিস্ময়াভিভূত শিলাইদির নিকট হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইল)

(আর একজন সৈনিককে) ওর শিরস্ত্রাণ ভূমিতে নিক্ষেপ করে পদদলিত কর।

(কথামত কার্য্য , সিলাইদি ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত করিল)

(অপর এক জনকে) আর তুমি ওকে পদাঘাত করে গৃহবহিষ্কৃত করে দাও।

(সৈনিক পদাঘাত করিল, শিলাইদি ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল—সৈনিক তাহার গলদেশ ধারণ করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিল)

এস জগমল! এই পবিত্র বংশতরুর কোন্ বীজ কোথায় অবশিষ্ট আছে দেখিয়ে দেবে এসো,—হুমায়ুন বক্ষরক্ত দিয়ে তা'কে অঙ্কুরিত করে দেবে।

(উভয়ের প্রস্থান)।

সৈনিকগণ। "জয় শাহাজাদা হুমায়ুনের জয়।" (প্রস্থান)

যবনিকা পতন।